প্রথম প্রকাশঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

Periodical Issue : 421
1 July 2016
USPS No. : 020877
ISN : 1542 5657

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায় ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

৪৪ তম বর্ষ | ১৬ আষাঢ় ১৪২২ | ১ জুলাই ২০১৬

শুরু হল ৩৬ তম উত্তর আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলন

আবারো ভালোবেসে শুরু হল ৩৬তম উত্তর আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলন। সি.এ.বি., নিউ ইয়র্কের উদ্যোগে এবং সহযোগী সংস্থার সহযোগিতার ১লা জুলাই থেকে ৩ জুলাই চলবে এই সম্মেলন। নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারের গার্ডেন থিয়েটারে আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার বঙ্গভাষী মানুষের উপস্থিতিতে নিউইয়র্ক হয়ে উঠেছে বাঙ্গালীর মিলন মহাকুম্ভ।

বিদেশে বাঙালীর সাহিত্য, সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এবং নতুন প্রজন্মকে আবর্তিত করতে আগামী তিন দিন ধরে বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী, অভিনেতা, অভিনেত্রী সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের উপস্থিতিতে ২০১৬ বঙ্গ সম্মেলন প্রকৃত অর্থেই ইতিহাস তৈরী করতে চলেছে বলে উদ্যোক্তাদের অনুমান।

ঘন ঘন হাততালি আর উচ্ছ্বাসে 'নমো' সভা মার্কিন কংগ্রেসও!

বিপুল হাততালির মধ্যে অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ। সেই হাততালি চলল তিনি পোডিয়ামের সামনে দাঁড়ানো পর্যন্ত টানা তিন মিনিট! পোডিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে বাঁ হাত, তার পর ডান হাত নাড়লেন শ্রোতাদের উদ্দেশে। তারপর তিনি যা বললেন, তাতেই হাততালি! দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মানও জানালেন শ্রোতারা।

ভারত নয়! মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনকেও কার্যত নিজের সভায় পরিণত করে ফেললেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী (নমো)। আর সেই সভায় দেওয়া প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার বক্তৃতায় দেশের বিরোধীদের প্রতি শ্লেষ যেমন ছিল, তেমনই লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান।

বিদেশে গিয়ে বিরোধীদের খোঁচা দেওয়া প্রায় অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন মোদী। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি! প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মার্কিন আইনসভায় একজোট হয়ে কাজ করতে আপনারা অভ্যস্ত। আমাদের সংসদেও, বিশেষত, রাজ্যসভায় সেই বোঝাপড়া প্রায়ই দেখতে পাই!" মোদীভক্তেরা বলতেই পারেন যে বিরোধী-সরকার বোঝাপড়ার কথাই বলতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু মোদীর এ কথা শুনে যে হাস্যরোল উঠেছে, তাতে ইঙ্গিত যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে 'শ্লেষ'ই শুনতে পেয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যেরা।

মোদীর এযাবত আমেরিকা সফর এবং প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে এযাবৎ সাতটি সাক্ষাতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে পাকিস্তানের সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই লেখালেখি হচ্ছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই 'আগ্রাসী কূটনীতি' সামাল দিতেই হবে ইসলামাবাদকে। তারপর মোদী মার্কিন কংগ্রেসে নাম না করে সন্ত্রাসের প্রশ্নে আক্রমণ করলেন পাকিস্তানকে। এবং আমেরিকাকেও। বলেছেন, "সন্ত্রাসের কোনও ধর্ম হয় না। সন্ত্রাসই বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিপদ ভাল সন্ত্রাসবাদী এবং খারাপ সন্ত্রাসবাদী বলে কিছু নেই। আমাদের প্রতিবেশী দেশ সন্ত্রাসকে লালনপালন করছে। যারা সন্ত্রাসে মদত দিচ্ছে, তাদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে।" মুম্বই সন্ত্রাসের পর আমেরিকা যে একজোট হয়ে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছিল, সেজন্য ধন্যবাদ জানাতেও ভোলেননি।

মোদী বক্তৃতা শুরু করেছিলেন বাউন্ডারি হাঁকিয়ে! আমেরিকাকে 'গণতন্ত্রের মন্দির' বলে বর্ণনা করে। এরপর আমেরিকায় গিয়ে ভারতের নেতাদের তরফে যা যা বলা নিয়মের পর্যায়ে পড়ে, তা-ই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। শিকাগোর স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা, আব্রাহাম লিঙ্কনের উক্তি, মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী এবং মার্টিন লুথার কিঙ্গের আদর্শগত যোগাযোগ! তবে তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের সংবিধান প্রণেতা বি আর আম্বেডকরের পড়াশোনার প্রসঙ্গ। কারণ, মোদী জানেন, তাঁর দলের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে দলিত-বিরোধী এবং অসহিষ্ণু তকমা। যা নিয়ে চর্চা চলেছে মার্কিন মুলুকেও। সেই অভিযোগ নস্যাৎ করার চেষ্টা করে প্রধানমন্ত্রী (যাঁর তৃতীয় দেখা গিয়েছে দেশের জাতীয় গণতন্ত্রের রক্ষক পন্তেটির্স্বেয়ার) বলেছেন, "ভারত ঐক্যবদ্ধ। ১২৫ কোটি ভারতবাসী ভয়মুক্ত পরিবেশে জীবনযাপন করেন। প্রতি মুহূর্তে সেই ভয়মুক্তির স্বাধীনতা তাঁরা উপভোগ করেন।" আওড়েছেন তাঁর পুরনো কথাই, 'আমার সরকারের কাছে সংবিধানই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ।।"

ভারত-আমেরিকা সহযোগিতার কথা বলতে গিয়ে আজ মার্কিন কংগ্রেসে যোগাভ্যাসেরও উল্লেখ করেছেন মোদী। তাঁর মন্তব্য, "তিন কোটি আমেরিকাবাসী নিয়মিত যোগব্যায়াম করেন। কিন্তু মনে রাখবেন, ভারত এখনও যোগব্যায়ামের উপর মেধাসত্ত্ব আরোপ করেনি।" শুনে প্রাণ খুলে হেসেছেন আমেরিকার আইনপ্রণেতারা। তার পর বক্তৃতাশেষে তাঁর অটোগ্রাফও নিয়েছেন।

"নমো-সভা"ই বটে!

ডাকঘরে ভিক্ষুকদের জন্য টাকা জমা রাখবেন বৃদ্ধ নিখিল

গৌতম শ্রেণি, চাপড়া

ডাক এলেই এই ভুবন ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার আগে উপকারভুক্তিদের জন্য পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে যেতে চান নদিয়ার নিখিল সাহা। দান-গ্রহীতার কেউই অবশ্য রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় নন। স্রেফ পথের ভিখারি। তবু তাঁদের জন্য ডাকঘরে এমআইএস। যাতে তাঁর অবর্তমানে মাসিক আয় প্রকল্পের সুদ পান পরম আত্মীয়রা।

হর্ষবর্ধনের মত সর্বস্ব দিয়ে নয়, তবু ২০০ ভিখিরির জন্য 'দাতাকর্ণে'র পথযাত্রা শুরু পাঁচ বছর আগে। ভিক্ষাজীবীদের সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরি করে দিয়েছেন নিজের খরচায়। ব্যাঙ্কের খেরোর মতো বাঁধানো খাতায় রাখা দান গ্রহীতাদের হিসেব। বাংলা মাসের প্রথম রবিবার ব্যবসা বন্ধ রেখে ভিক্ষাজীবীদের হাতে নিখিল তুলে দেন টাকা। প্রতি মাসে মাথা পিছু দশ টাকা।

নদিয়ার চাপড়ার গ্রীনপার্ক মোড়ে বাস রাস্তার গায়েই বৃদ্ধের বাড়ি। বাড়ি লাগোয়া দোকান। সিমেন্টের ডিলারশিপ আছে। একাধিক কোম্পানির সিমেন্ট বিক্রি করেন। কয়েক বছর আগেও আধুলি বা সিকি দিয়েছেন। আর পাঁচটা দোকানদার যে ভাবে দেন। প্রতি রবিবার। কিন্তু ২০১১ সালের কোন এক সকালে বদলে গেল নিয়মটা। কী ভাবে? সেটাই শোনাচ্ছিলেন নিখিল।

'একদিন কয়েকজন ভিক্ষাজীবী এলে আমি তাঁদের হাতে খুচরো পয়সা দিতে যাচ্ছিলাম, সে দিন দোকানে হাজির আমার স্ত্রী কমলা, এ ভাবে প্রতি রবিবার সামান্য পয়সা না দিয়ে মাসে একবার চারসপ্তাহের পাওনা যা হয় দিতে পারো। তার থেকে একটু বেশিই দিও।" স্ত্রী-ই আমার চোখ খুলে দিল। কিন্তু, সচিত্র পরিচয় পত্র, খেরোর মুখ বা চিত্রগুপ্তের খাতা এ সবের কী দরকার? কেনই বা আধুলি বা একটাকার বদলে মাথাপিছু দশ টাকা? উত্তরে বৃদ্ধ বললেন, 'স্ত্রীর কথা শুনে ওই রাতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি বাংলা মাসের প্রথম রবিবার অর্থ সাহায্য দেব ওদের হাতে। প্রতি মাসে মাথা পিছু দশ টাকা। কোনও ভিক্ষাজীবী হয়তো কোনও মাসে আসেননি, আবার অসৎ মনের কেউ দু'বার অর্থ সাহায্য নিতে পারেন। সেই আশঙ্কায় দোকানের কর্মচারীদের দিয়ে ওদের জন্য তৈরি করানো হয়েছে সচিত্র পরিচয়পত্র। দানের হিসাব লেখা থাকে খেরোর বুকে।'

নিখিলবাবুর বয়স বিরাশি। আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল। দান পর্ব পাঁচ বছর ধরে সফল ভাবে চলার পর এখন অশীতিপর বৃদ্ধের হঠাৎ মনে হয়েছে, তাঁর অবর্তমানে কী ভাবে চালু রাখা যায় এই প্রয়াস। তাঁর কথায়, 'বয়স হয়ে গেছে। শরীর তো আর আগের মতো চলে না। তাছাড়া একদিন না একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তখন ওদের কী হবে? ওদের জন্যই ভাবছি লাখ চারেক টাকার একটা এমআইএস করব। বিশ্বস্ত কয়েকজনকে নিয়ে একটা কমিটিও করে দেব যাতে আমার অবর্তমানে এই ধারাটি সচল থাকে।'

বাগ্দিপাড়া গ্রামের মায়া বর্মন। বৈষ্ণব হয়ে এখন মায়া বৈরাগী। বছর তিনেক আগে স্বামী বৈকুণ্ঠ দেহ রেখেছেন। মায়াও এখানে আসেন। দান গ্রহণ করেন। আবার দু'হাত তুলে নিখিলের জন্য মহাপ্রভুর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। তকিস গ্রামের ৬৫ বছরের বৃদ্ধা স্নেহলতা ঘোষ বললেন, 'ছেলে থাকলেও দেখে না। তাই পথে নামতে হয়েছে। রোজ রোজ দরজায় না এসে, মাসের নির্দিষ্ট দিনে সাহায্য মেলায় শারীরিক পরিশ্রম কমেছে।' চাপড়া দাসপাড়ার দৃষ্টিহীন শতবালা বললেন, 'নিখিলের মতো আরও কয়েকজন যদি এ ভাবে আমাদের দুর্দশা বুঝতেন তা হলে অবস্থাটা একটু পাল্টাতো।'

শুধু দানছত্র নয়, ফি-বছর কালীপুজোয় চাপড়ায় নিখিল সাহার বাড়িতে পাত পড়ে ওদের। পুজোর খিচুড়ি প্রসাদ খাইয়ে শেষে নতুন জামাকাপড়ও দেন তাঁদের। মৃত্যুর আগে এমআইএস করে ওদের ভবিষ্যৎ আর একটু ভালো করতে চান।

সৌজন্যে—এই সময়

বিমান যাত্রীদের একগুচ্ছ সুবিধার প্রস্তাব কেন্দ্রের

যাত্রী নিজে টিকিট বাতিল করলে তাঁকে গুনতে হওয়া টাকার ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া।

আগাম টিকিট বুকিং থাকা সত্ত্বেও উড়ানে আসন না পেলে, জরিমানার অঙ্ক পাঁচ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি।

আর বাড়তি মালপত্রের ভাড়া এক কলমে অনেকখানি কমিয়ে আনা।

বিমান যাত্রীদের সুবিধা দিতে এক গুচ্ছ প্রস্তাব পেশ করল বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। তবে একই সঙ্গে ইঙ্গিত দিল যে, উড়ানের টিকিটে সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেওয়ার পক্ষপাতী নয় তারা। মন্ত্রকের দাবি, তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা। দামের ঊর্ধ্বসীমা বাঁধতে গিয়ে উল্টে বেড়ে যেতে পারে টিকিটের ন্যূনতম দরই।

এই সমস্ত প্রস্তাব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামতই জানতে দু'সপ্তাহ সময় দিয়েছে মন্ত্রক। তবে বাড়তি মালপত্রের জন্য ভাড়ার নতুন হার ১৫ জুন থেকেই কার্যকর হবে বলে বিমান পরিবহণ নিয়ন্ত্রক ডিজিসিএ-র দাবি।

অধিকাংশ বিমান পরিবহণ সংস্থা ১৫ কেজি পর্যন্ত চেক-ইন ব্যাগেজের জন্য টাকা নেয় না। কিন্তু ওজন ১৫ কেজি ছাড়ালে, ২০ কেজি পর্যন্ত মালপত্রের ক্ষেত্রে বাড়তি প্রতি কেজির জন্য এখন ভাড়া লাগে ৩০০ টাকা করে। প্রস্তাব অনুযায়ী এ বার তা ১০০ টাকা হওয়ার কথা। এয়ার ইন্ডিয়ার বিনা ভাড়ায় চেক-ইন ব্যাগেজ অবশ্য ২৩ কেজি। অতিরিক্ত বুকিং নিয়ে ফেলার কারণে টিকিট কাটা সত্ত্বেও সংস্থা কোনও যাত্রীকে উড়ানে নিয়ে যেতে না পারলে, শর্তসাপেক্ষে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার প্রস্তাব দিয়েছে বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। উল্লেখ্য, এর আগে উড়ান বাতিল কিংবা টিকিট বুকিং থাকা সত্ত্বেও যাত্রীকে নিয়ে না গেলে, কোন ক্ষেত্রে কত জরিমানা দিতে হবে, তার একটি প্রস্তাব পেশ করেছিল ডিজিসিএ। যেমন বলা হয়েছিল, ওই ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংস্থা বিকল্প উড়ানের বন্দোবস্ত করে দিলে, তাকে জরিমানা দিতে হবে এক পিঠের মূল ভাড়ার দ্বিগুণ এবং জ্বালানি চার্জের যোগফলের (১০ হাজার টাকা পর্যন্ত) সমান অঙ্ক। আর বিকল্প উড়ান ২৪ ঘণ্টার পরে হলে, এক পিঠের মূল ভাড়ার চার গুণ এবং জ্বালানি চার্জের যোগফলের (২০ হাজার টাকা পর্যন্ত) সমান টাকা গুনতে হবে সংস্থাগুলিকে।

আর যাত্রী বিকল্প উড়ানের সুবিধা নিতে না চাইলে, টিকিটের পুরো দাম, জরিমানা হিসেবে এক পিঠের মূল ভাড়ার চার গুণ এবং জ্বালানি চার্জের যোগফলের (২০ হাজার টাকা পর্যন্ত) সমান অঙ্ক দিতে হবে বিমান পরিবহণ সংস্থাকে। তবে যাত্রার দিনের অন্তত ১৫ দিন আগে উড়ান বাতিলের কথা যাত্রীকে জানিয়ে দিলে এবং বিকল্প উড়ানের ব্যবস্থা করলে, সে ক্ষেত্রে অবশ্য জরিমানা গুনতে হওয়ার কথা নয়। শর্তসাপেক্ষে কিছু ক্ষেত্রে এই ছাড় দু'সপ্তাহের কম সময়ের নোটিসের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে।

এ ছাড়া ডিজিসিএ আগেই বলেছিল যে, যাত্রী টিকিট বুকিং বাতিল করলে, কোনও অবস্থাতেই তার ফি মূল ভাড়ার থেকে বেশি হওয়া উচিত নয়। এবং সেই টাকা ফেরতের জন্য বাড়তি আর কোনও চার্জ নেওয়া উচিত নয় সংশ্লিষ্ট সংস্থার। অর্থাৎ, সে ক্ষেত্রে টিকিটের দামের উপর নেওয়া সমস্ত কর, ইউজার ডেভেলপমেন্ট ফি, বিমানবন্দর উন্নয়ন ফি, যাত্রী পরিষেবা উন্নয়ন ফি সবই ফেরত পাওয়া উচিত সংশ্লিষ্ট যাত্রীর। এমনকী বিশেষ ভাড়া বা প্রোমো-তে কেনা টিকিটের ক্ষেত্রেও (যেখানে মূল ভাড়া ফেরত পাওয়া যায় না) এই সমস্ত কর ও ফি-এর টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

পাশে ওবামা, ক্ষেপণাস্ত্র ক্লাবে ঢুকছে দিল্লি

দু'বছরে চার চারটি আমেরিকা সফর এবং সাতটি শীর্ষ বৈঠক। হায়দরাবাদ হাউসে ঘনিষ্ঠ 'চায়ে পে চর্চা'। কূটনৈতিক কেতা ভেঙে 'বারাক' বলে সম্বোধন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার এই বহুচর্চিত চিত্রনাট্যের শেষ পর্ব আজ শুরু হল ওয়াশিংটন ডিসিতে। তার আগে আবার ওবামা মার্কিন সংবাদমাধ্যমে জানালেন, তাঁর সঙ্গে মোদীর ভাবনাচিন্তার মিল অনেকটাই।

চিত্রনাট্যের শেষ পর্ব, কারণ নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তাই ওবামা প্রশাসনের গোধূলিবেলায় মোদীর লক্ষ্য বাণিজ্য এবং কৌশলগত ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু সুবিধে আদায় করে নেওয়া। প্রথম দিন কূটনৈতিক দৌত্যে ভারত অনেকটাই সফল বলে দাবি সাউথ ব্লক সূত্রের। কারণ অভিজাত আন্তর্জাতিক ক্ষেপণাস্ত্র ক্লাব বা 'এমটিসিআর'-এর সদস্য হতে চলেছে ভারত। দীর্ঘদিন চেষ্টা করার পরে আমেরিকা এই বিষয়ে পুরোপুরি ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, এমটিসিআর-এ ভারতের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আপত্তি করার শেষ তারিখ ছিল ৬ জুন। কিন্তু এ ব্যাপারে সদস্য দেশগুলি তাৎপর্যপূর্ণ নীরবতা পালন করায় স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের দরজা খুলে গেল। কূটনীতিকদের মতে, আমেরিকার সক্রিয়তাতেই এই ঘটনা সম্ভব হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে ঐকমত্য তৈরি হয়ে গেলেও এখনই কোনও ঘোষণা হবে না। আগামী নভেম্বরে, এমটিসিআর-এর অধিবেশনে ভারতের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হবে।

নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্নে এটি নয়াদিল্লির কাছে একটি মাইলফলক। কারণ, এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে ভারত চালকহীন 'প্রিডেটর ড্রোন' বিমানের মতো অস্ত্র কিনতে পারবে আমেরিকার কাছ থেকে। তালিবানের সঙ্গে যুদ্ধে আমেরিকার ড্রোন ব্যবহার ইসলামি দেশ কিছু রাষ্ট্রের ভর্ৎসনা কুড়োলেও বিষয়টির দিকে নজর রেখে চলছিল সাউথ ব্লক। তবে শুধু অস্ত্র কেনাই নয়। এই গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায় ভারত উচ্চপ্রযুক্তি সম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্র রফতানি করতে পারবে বিভিন্ন

কথা এনএসজি কৌশল নিয়েও

দেশে। ভারত রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে "সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র" তৈরি করা শুরু করেছে। সেই ক্ষেপণাস্ত্রও এ বার তৃতীয় দেশে বিক্রি করতে পারবে দিল্লি ও মস্কো।

১৯৮৭ সালে তৈরি হওয়া এই গোষ্ঠীতে ঢোকার জন্য গত বছরই আবেদন করেছিল নয়াদিল্লি। ওবামার সঙ্গে মোদীর প্রতিটি বৈঠকেই সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতায় যৌথ উদ্যোগ এবং প্রতিরক্ষা সমঝোতাকে আরও গভীর করার বিষয়ে শলা-পরামর্শও এগিয়েছিল। তবে এই গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের কিছু নিয়ম মানতে হবে ভারতকে। তার অন্যতম হল, কোনও অবস্থাতেই ৩০০ কিলোমিটারের বেশি দূরে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া যাবে না। বিদেশ মন্ত্রকের এক কর্তা ঘরোয়া ভাবে জানাচ্ছেন, "আপাতত তার বেশি প্রয়োজনও নেই!"

এমটিসিআর-এর ৩৫তম সদস্য হওয়ার বিষয়টি পরমাণু সরবরাহকারী গোষ্ঠী বা এনএসজি-র সদস্য হওয়ার প্রশ্নেও ভারতের হাত অনেকটাই শক্ত করল বলেই মনে করা হচ্ছে। সাধারণ ভাবে পরমাণু অস্ত্রপ্রসার রোধ চুক্তিতে সই করা দেশগুলিকেই এমটিসিআর-এর আওতায় আনা হয়। এ ক্ষেত্রে ওই চুক্তিতে সই না করেও ভারতের অন্তর্ভুক্তি নয়াদিল্লির পরমাণু অস্ত্রপ্রসার রোধে নয়াদিল্লির ভূমিকাকেই আবার বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করল। আজ ওবামার সঙ্গে হোয়াইট হাউসে এক ঘণ্টা বৈঠক করেছেন মোদী। সেখানে এনএসজি নিয়ে মার্কিন সহায়তার আশ্বাস মিলেছে। মোদী এ ব্যাপারে সুইস সমর্থনের বিষয়টি ওবামাকে জানিয়েছেন। এর পরে মেক্সিকোয় গিয়েও এনএসজি নিয়ে দরবার করবেন নরেন্দ্র মোদী। সেই কৌশল নিয়ে ওবামার সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

২০০৮ সালে আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু ক্ষেত্রে প্রথম গাঁটছড়া বাঁধে নয়াদিল্লি। অসামরিক পরমাণু চুক্তি সম্পাদনের সময় ভারতকে এনএসজি থেকে বিশেষ ছাড় দিয়েছিল ওয়াশিংটন। তখন থেকেই বিশ্বের পরমাণু এবং ক্ষেপণাস্ত্র ক্লাবগুলির (এনএসজি, এমটিসিআর, অস্ট্রেলিয়া গ্রুপ) সদস্য হওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু করে নয়াদিল্লি। ওবামার সঙ্গে বৈঠকে আরও যে বিষয়গুলি অগ্রাধিকার পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষার অন্য ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তর, অসামরিক পরমাণু চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়ন, পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি। দু'দেশের মধ্যে এখনও পরমাণু ক্ষেত্রে কোনও বাণিজ্যিক চুক্তি হয়নি।

Cultural Association of Bengal, ফিরে দেখা

মিনতি চৌধুরী

বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘ যখন শুরু হয়েছিল তখন আমরা কিছু ফ্যামিলি মিলে বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘে সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত এখন আর নেই। কিন্তু তারা এখনও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। তখন কার্যাবলীর মধ্যে ছিল সংস্কৃতির অনুষ্ঠান, নাটক করা, পিকনিক, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এবং বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

আজ যখন Cultural Association of Bengal এর কথা ভাবতে বসি, তখন মনে পড়ে যায় ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে সত্যব্রত চৌধুরী নিউ ইয়র্কের আপটাউনের আলেকজান্ড্রিয়া হোটেলের ঘরে নিউইয়র্কের কিছু সদস্য-ইমিগ্রান্ট বাঙালী তার আমন্ত্রণে মিলিত হন। তিনি বলেছিলেন—দেশ ছেড়েছি, কিন্তু বঙ্গ সংস্কৃতি ছাড়বো না। চৌধুরীর এই প্রচেষ্টায় সে দিন বঙ্গসংস্কৃতি সঙ্ঘের জন্ম হলো। তিনি নিজে সভাপতি না হয়ে রণজিৎ কুমার দত্তকে সভাপতি নির্বাচিত করেছিলেন। সে দিন থেকে মৃত্যুশয্যায় আসীন না হওয়া পর্যন্ত চৌধুরী বঙ্গসংস্কৃতি সঙ্ঘের যাবতীয় কাজ করে গেছেন।

সঙ্ঘের সহ-সভাপতিরূপে তিনি বহুবছর কাজ করেছেন। বঙ্গসংস্কৃতি সঙ্ঘের স্থাপনা ও বিবৃতিতে চৌধুরীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বঙ্গসংস্কৃতি সঙ্ঘের বাইরে এফআইএ ও এ আই এর কাজেও চৌধুরী অগ্রণী ছিলেন। নিউইয়র্কের আদি পুজোতেও অগ্রণী ছিলেন। সত্যব্রত চৌধুরীর এই সকল কাজের কথা স্বর্গীয় রণজিৎ দত্ত, স্বর্গীয় স্বদেশ বসু তাদের লেখাতেও উল্লেখ করে গেছেন। আজ সত্যব্রত চৌধুরী নেই CAB র আরও সাফল্য কামনা করি।

২৬/১১ রাতের স্বরাষ্ট্রসচিব কেন থেকে যান পাকিস্তানে

মুম্বই হামলা নিয়ে নতুন বিতর্ক।

২০০৮ সালে ২৬ নভেম্বর ইসলামাবাদে ভারত ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠক শেষ হয় বিকেলে। আর সে দিন রাতেই তাজ হোটেল-সহ দশ পাক জঙ্গি। ওই ঘটনার প্রায় সাড়ে সাত বছর বাদে এখন অভিযোগ উঠেছে, ২৬ নভেম্বর রাতে হামলা শুরু হওয়া সত্ত্বেও, ভারতের তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব মধুকর গুপ্ত পাক সরকারের অনুরোধে বাড়তি এক দিন থেকে যান সে দেশে।

জানা গিয়েছে, শুধু পাকিস্তানে থাকাই নয়, হামলা শুরু হওয়ার রাতে পাক সরকারের অনুরোধে ভারতীয় দলটি গিয়েছিল ইসলামাবাদের বাইরে। রাজধানীর কাছাকাছি মুরি নামে এক শৈলশহরে। নিছক প্রমোদ ভ্রমণ নয়, তাদের মুরি-সফর ছিল সরকারি একটি বৈঠকের মোড়কে। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানিয়েছিলেন, তাঁরা সেখানে পাকিস্তানের তৎকালীন অভ্যন্তরীণ মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন, এমনটাই ঠিক হয়েছিল। একটি সূত্র বলছে, পাক সরকারের তরফে এ ব্যাপারে অনুরোধ করা হলে ২৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় ভারতের তরফে সরকারি ভাবে ওই বৈঠকের জন্য আবেদন জানানো হয়।

ঘটনা হল, ওই মন্ত্রী মুরিতে, এমনকী ইসলামাবাদেই ছিলেন না। তা সত্ত্বেও কেন ওই আবেদন জানানো হয়েছিল? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বর্তমান কর্তাদের যুক্তি, পাকিস্তান সম্ভবত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবকে আসল ঘটনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। যাতে জঙ্গি হামলার মোকাবিলায় দেরি হয়। নীতিগত ভুল করেই তাই ওই দলটিকে বৈঠকের নামে মুরিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন উঠছে, মুম্বই যখন জ্বলছে, ইসলামাবাদের ফাঁদে পা দিয়ে কেন প্রায় গোটা একটা দিন পাকিস্তানের মাটিতে নষ্ট করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের শীর্ষ কর্তারা? ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় দিল্লি ফিরে আসেন মধুকররা। ততক্ষণে হামলা শুরু হওয়ার পরে প্রায় এক দিন কেটে গিয়েছে। ফিরে এসে সরকারের শীর্ষ কর্তাদের মধুকর যুক্তি দেন, পাক সরকার যেহেতু তাঁদের জন্য আগে থেকেই মুরি সফরের আয়োজন করে রেখেছিল, সেই কারণে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁরা ওই শৈলশহরে গিয়েছিলেন।

কিন্তু হামলার ঘটনা জানা সত্ত্বেও কেন ভারতে ফিরে আসার চেষ্টা না করে মুরি শৈলশহরে গেলেন মধুকর ও তাঁর দল?

সে সময়ে মুরি সফরের পিছনে মধুকরদের আর একটি যুক্তি ছিল, তাঁরা

মধুকর গুপ্ত

মুম্বই হামলার ব্যাপকতা ধরতে পারেননি। এমনও বলা হয়েছিল যে, পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় মুরিতে মোবাইল নেটওয়ার্ক দুর্বল ছিল। সে কারণে হামলার বিস্তারিত তথ্য তাঁদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু মোবাইল নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন মধুকর গুপ্ত নিজেই। তাঁর দাবি, "অসত্য তথ্য। ফোনে একজন আমাকে হামলার বিষয়ে জানিয়েছিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে টিভি খুলে মুম্বই হামলার বিষয়ে জানতে পারি।" তবু কেন তাঁরা মুরি গেলেন? এর উত্তরে কার্যত ডিগবাজি খেয়ে মধুকর বলেন, "তখন আমরাও একটু অবাক হয়েছিলাম যে কেন আমাদের ইসলামাবাদ থেকে মুরিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে!"

মধুকরের কথার সূত্র ধরে বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্তারা বলছেন, পাকিস্তানের পাতা ফাঁদে না বুঝেই পা বাড়ান তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব। পাক প্রশাসনের লক্ষ্য ছিল স্বরাষ্ট্রসচিবকে আটকে দেওয়া। যাতে প্রত্যাঘাতে দেরি হয়। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। ওই জঙ্গিদের মোকাবিলায় এনএসজির আক্রমণ শুরু করতে প্রায় একটা দিন গড়িয়ে যায়। তবে জঙ্গি হামলার বিষয়ে মধুকরের কাছে যে প্রাথমিক তথ্য ছিল তা অবশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সূত্রের খবর, হামলার ঘটনাটি জানার পর বিষয়টি নিয়ে তৎকালীন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষ সচিব এম এল কুমাওয়াতের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মধুকর। তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের নেতৃত্বে সে দিন কন্ট্রোল রুমে থেকে অভিযানের কার্যত নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ওই আমলা। যদিও তাঁদের ফোনে আড়িপাতা হচ্ছে এই সন্দেহে কুমাওয়াতের সঙ্গে সামান্য কিছু কথা বলেই ফোন রেখে দেন মধুকর। পরের দিন সকালে অভিযানের দায়িত্ব হাতে নেন তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন।

গোটা ঘটনায় মধুকর গুপ্তের সঙ্গেই জড়িয়ে গিয়েছে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের নাম। এত দিন বাদে কেন এই তথ্য সামনে আনা হচ্ছে, এই প্রশ্ন তুলে শিবরাজের অভিযোগ, "এটা চক্রান্ত। আমি চাই গোটা অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত হোক।"

স্বরাষ্ট্রসচিব না থাকায় জঙ্গি মোকাবিলায় কোনও দেরি হয়েছে, এই অভিযোগও অস্বীকার করেন তিনি। তাঁর দাবি, মুম্বই হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় দু'শোরও বেশি কম্যান্ডো মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন।

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

কম বয়সে বিয়ে বন্ধ করা যায়নি এ শহরেও

পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিডন স্ট্রিটের বাসিন্দা মেয়েটি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে গিয়েছিল। নবম শ্রেণিতে উঠতে না উঠতে বাড়ি থেকে পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দিল। বিয়ে অবশ্য টেকেনি বেশি দিন। দেড় বছরের মধ্যেই বাপের বাড়ি ফিরে আসে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্যে হাতের কাজ শেখা শুরু করেছে। ভবিষ্যতের দিশা আপাতত কিছুই পাচ্ছে না।

রাজারহাটের যাত্রাগাছির বাসিন্দা আর এক কিশোরীও বাড়ির অমতে পালিয়ে বিয়ে করেছিল। তখন তার বয়স মাত্র তেরো। ছ'মাস পরেই তাকে ফেলে রেখে বর উধাও। সেই মেয়েও অন্তঃসত্ত্বা হয়ে বাড়ি ফেরে। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন অভিভাবকেরা। ফের স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। ইতিমধ্যে সন্তানের জন্মও দিয়েছে সে।

শুধু একটি বা দু'টি ব্যতিক্রমী ঘটনার উদাহরণ ভাবলে ভুল হবে। বহু প্রচার এবং সরকারি প্রকল্প সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সাম্প্রতিক রিপোর্টেই দেখা যাচ্ছে, এখনও খাস কলকাতা শহরে যথেষ্ট সংখ্যায় নাবালিকাদের বিয়ে হচ্ছে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় ৭৫০টি বাড়ি এবং ৮০৩ জন মহিলা ও ৯৫ জন পুরুষের উপরে গত বছর ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে সমীক্ষা চালায় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। মন্ত্রকের হয়ে সমীক্ষাটি করেছিল 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেস'. 'ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্থ সার্ভে-৪' নামে সেই সমীক্ষার কলকাতা পর্যায়ের রিপোর্টে বলা হয়েছে—সমীক্ষকেরা ২০-২৪ বছরবয়সী

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সমীক্ষা

১০ শতাংশ মেয়ের খোঁজ পেয়েছেন, যাঁদের বিয়ে ১৮-র আগেই হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, ১৫-১৯ বছর বয়সী এমন ৫ শতাংশ কিশোরীকে পাওয়া গিয়েছে, যারা ইতিমধ্যে সন্তানের মা হয়ে গিয়েছে বা অন্তঃসত্ত্বা। সাড়ে সাতশো বাড়ি এবং কিছু মহিলা-পুরুষের উপরে সমীক্ষাতেই যদি এই রিপোর্ট মেলে, তা হলে সার্বিক ভাবে অবস্থাটা আরও কতটা খারাপ তা আঁচ করা যায়।

> বিষ্ণুপুর, লাউহাটির মতো জায়গায় প্রচুর নাবালিকার বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিয়ে দেওয়ার প্রধান কারণ মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব। আবার অনেকেই জমি বেচে কিছু থোক টাকা পাচ্ছেন। তা খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আগেই মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছেন। পরিবারের প্রবল চাপে তার প্রতিবাদ করতে পারছে না ছোট মেয়েগুলো।

চিকিৎসকেরা বারবার বলেছেন, আঠারোর নীচে বিয়ে এবং মা হওয়া মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। এতে দু'জনেরই শরীরে হাজারো জটিলতা, এমনকী প্রাণসংশয়ও ঘটতে পারে। সেই জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সমীক্ষায় বিষয়টিকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্বভাবতই যে প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠছে, তা হল—জেলায় হয়তো বা প্রচারের অভাব থাকতে পারে, প্রশাসনিক গড়িমসি থাকতে পারে, মানুষের সচেতনতায় ঘাটতি থাকতে পারে। কিন্তু রাজ্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সচেতনতার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত কলকাতায় কেন এখনও শিশু-বিবাহ বা কিশোরী মায়ের দেখা পাওয়া যাবে? বিশেষত যখন দূর-দূরান্তের জেলায় কিশোরীদের বিয়ে রুখে দেওয়া, বিয়ে রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পর্যন্ত চলে আসার ঘটনা ঘটে, বা মুখ্যমন্ত্রীর সাধের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প এত সফল হয়।

কন্যাশ্রীর মূল লক্ষ্যই ছিল নাবালিকাদের বিয়ে রোখা। তা হলে কলকাতায় এ ক্ষেত্রের সমস্যা কোথায়?

সমাজকল্যাণ দফতরের এক কর্তার মতে, কন্যাশ্রীতে অনেকটাই ফল হয়েছে, তবে একটা ফাঁক রয়ে গিয়েছে। প্রকল্পে মেয়েটির নামে যে থোক টাকা দেওয়া হয়, তা শুধু তার পড়াশোনা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্যই নির্দিষ্ট করে দিলে অকালে বিয়ে দেওয়া আরও অনেক কমবে। নারী-অধিকার আন্দোলনের অন্যতম কর্মী শাশ্বতী ঘোষের কথায়, "অবাক হচ্ছি না। কারণ আমি নিজেও কলকাতার শহরে বস্তি এলাকা এবং নিম্নবিত্ত মহল্লায় অনেক বিবাহিত নাবালিকাকে দেখেছি। কলকাতার একটু নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত ছাত্রীরা যে সব স্কুলে পড়ে, সেখানেও নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে এখনও বেশ কিছু বিবাহিতাকে পাওয়া যাবে।"

কেন বিয়ে করছে এরা? শাশ্বতীদেবী বলেন, "মূলত পরিবারের আর্থিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক চাপ, নিরাপত্তাহীনতা, স্বল্পশিক্ষার কারণে।"

কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্পে জড়িত এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান অতীন্দ্রনাথ দাসের ব্যাখ্যা—কলকাতা ও আশপাশে আঠারোর নীচে মেয়েদের বিয়ের দু'রকম কারণ দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে, তাঁরা সন্তানদের বাড়িতে প্রতিপালন করতে পারছেন না। আর দ্বিতীয়ত ছেলেমেয়েরা পালিয়েই বিয়ে করছে। কলকাতার শিশু নিরাপত্তা কমিটির প্রধান ইন্দ্রাণী গুহব্রহ্মও আক্ষেপের সুরে বলছিলেন, "স্কুলে পড়তে পড়তে পালিয়ে বিয়ে করছে, মা হচ্ছে—এমন প্রচুর কেস পাচ্ছি। এর মধ্যে নামী ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্রীও রয়েছে। এমন বেশ কিছু মেয়ের অভিভাবকেরা তাঁদের নাবালিকা মেয়ের গর্ভস্থ সন্তানকে রেখে রাখার আবেদন করে গিয়েছেন।"

রাজারহাটে শিশু বিবাহ রোখার কাজ করছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার কর্মী সোমা গুহ জানান, যাত্রাগাছি, বিষ্ণুপুর, লাউহাটির মতো জায়গায় প্রচুর নাবালিকার বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিয়ে দেওয়ার প্রধান কারণ মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব। আবার অনেকেই জমি বেচে কিছু থোক টাকা পাচ্ছেন। তা খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আগেই মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছেন। পরিবারের প্রবল চাপে তার প্রতিবাদ করতে পারছে না ছোট মেয়েগুলো।

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL EXECUTIVE COMMITTEE

President
Milan Awon

President Elect
Dilip Chakrabarti

Vice-Presidents
Debi Prosad Palit
Tapas Sanyal

Treasurer
Ranadeb Sarkar

Secretary
Arnava Sinha

Assistant Secretary
Dhriti Bagchi

Members
Pinaki Das Gupta
Sugata Bagchi
Adris Chakraborty

BOARD OF TRUSTEES

Chairman
Kajal sarkar

Members
Chitta Saha
Pranab Das
Arun Bhattacharya
Asok Motayed
Rahul Roy
Samprakash Majumdar
Purna Bhattacharya
Kumar Sankar Mandal

চিনের তোয়াক্কা না করে ভিয়েতনামকে ব্রাহ্মোস দেবে দিল্লি

ভিয়েতনাম-সহ পাঁচটি দেশকে ব্রাহ্মোস মিসাইল রপ্তানি করার তোড়জোড় শুরু করল ভারত। সামরিক ইতিহাসে এই প্রথম ভারত কোনও মিসাইল বিক্রির কথা ভাবল। পরিকল্পনা রয়েছে আরও ১১টি দেশের বাজার দখলেরও। বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা, চিনের সামরিক শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টায় নয়াদিল্লির উদ্বেগেরই প্রতিফলন এই পদক্ষেপ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুপারসনিক ব্রাহ্মোস মিসাইল রপ্তানি শুরু হলে ভারতের প্রতিরক্ষা বাণিজ্যে একটা নতুন দিক খুলে যাবে। বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক দেশ এই প্রথম এত বড় মাত্রায় অস্ত্র রপ্তানির পথে হাঁটবে। প্রসঙ্গত, ব্রাহ্মোস মিসাইলের চাহিদা নতুন নয়। ২০১১ সালেই ভিয়েতনাম ভারতের কাছে এই ক্ষেপণাস্ত্র কিনতে চেয়ে আবেদন করে। কিন্তু মূলত বেজিংয়ের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবেই এতদিন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গড়িমসি করেছে নয়াদিল্লি। বিশ্বের দ্রুততম ক্রুজ মিসাইল ব্রাহ্মোস (সর্বোচ্চ গতিবেগ শব্দের গতিবেগের তিনগুণ) শক্তিসাম্যের পরিপন্থী বলে মনে করে চিন। হ্যানয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিলে ভারত-চিন সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এ বার সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েই ভিয়েতনামকে অস্ত্র রপ্তানিতে রাজি হয়েছে ভারত। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, মোদী সরকার মনে করছে, আমেরিকা, জাপান বা ভিয়েতনামের মতো দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চিনের বিরুদ্ধে ভারতকে শক্তিশালীই করবে। সে জন্যই অবস্থান বদলের সিদ্ধান্ত। মার্কিন বিদেশনীতি বিষয়ক কাউন্সিলের এশিয়ান সিকিউরিটি প্রোগ্রামের ডিরেক্টর জেফ স্মিথের কথায়, 'দিল্লির নীতিনির্ধারকরা দীর্ঘদিন আশঙ্কায় ছিলেন যে, ওয়াশিংটন বা হ্যানয়ের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বেজিংয়ের তরফে আগ্রাসী ও অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে। এখন সেই ধারণাটি উল্টে গিয়েছে।'

এই ক্ষেপণাস্ত্রই বিক্রি করবে ভারত

ব্রাহ্মোস নিয়ে এই তোড়জোড় শুরু হল এমন একটা সময়ে, যখন সদ্য পরমাণু অস্ত্র ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় এককরে অবস্থা কাটিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ গোষ্ঠীতে (এমটিসিআর) ঢোকার ছাড়পত্র পেয়েছে ভারত। ব্রাহ্মোস মিসাইলের পাল্লা (২৯০ কিমি) এই গোষ্ঠীর বেঁধে দেওয়া সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যের (৩০০ কমি) চেয়ে কম। ফলে ক্ষেপণাস্ত্র রপ্তানিতে কোনও বাধা থাকছে না ভারতের। সূত্রের খবর, ভিয়েতনামকে শুধু মিসাইলটি না বেচে এই ক্ষেপণাস্ত্রবাহী একটি যুদ্ধজাহাজ দক্ষিণ চিন সাগরে ভিয়েতনামকে নিয়ন্ত্রণ ভূমিকা নিতে সাহায্য করতে পারে বলে দাবি ওই সূত্রের।

দক্ষিণ চিন সাগরের বাণিজ্যপথে বেজিংয়ের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা নিয়ে ভিয়েতনাম বা ফিলিপিন্সের সঙ্গে চিনের বেশ্বর্ষেরিসংঘাত, ভারতের জন্য তা ততটা প্রাসঙ্গিক না হলেও অরুণাচলে সীমান্ত সমস্যা, ভারত মহাসাগরে চিনের সামরিক উপস্থিতি বাড়ানো, পাকিস্তানকে চিনের সামরিক সাহায্য এবং শ্রীলঙ্কায় চিনা ডুবোজাহাজের উপস্থিতি নয়াদিল্লিকে যথেষ্ট উদ্বেগে রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে চিনের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে চাইছে ভারত। ভিয়েতনামের সঙ্গে সামরিক সম্পর্কের উন্নতিতে অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই নজর দিয়েছে নয়াদিল্লি। দশ কোটি মার্কিন ডলার ঋণপ্রকল্পের অধীনে ভিয়েতনামকে উপকূল সংলগ্ন সমুদ্রে টহল দেওয়ার উপযুক্ত নৌকো সরবরাহ করছিল ভারত। যা দেশের বৃহত্তম সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা সহায়তা। সম্প্রতি প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পার্রিকর ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং বাণিজ্যিক জাহাজ পরিবহণ ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। চলতি বছর শেষ হওয়ার আগেই ভিয়েতনামের সঙ্গে ব্রাহ্মোস মিসাইল রপ্তানি সংক্রান্ত চুক্তি সম্পন্ন হবে বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আশা।

নরেন্দ্র মোদী সরকার ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মোস মিসাইল প্রস্তুতকারক সংস্থা ব্রাহ্মোস এরোস্পেসকে ভারত-রুশ যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই ক্ষেপণাস্ত্র রপ্তানির জন্য তৎপর হতে নির্দেশ দিয়েছে। পাঁচটি রাষ্ট্রের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে এই সংস্থাকে। যার শীর্ষে রয়েছে ভিয়েতনাম। বাকি চারটি দেশ ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, চিলি এবং ব্রাজিল। ১১টি দেশের দ্বিতীয় একটি তালিকাও দেওয়া হয়েছে সরকার পাঠানো নোটে। বলা হয়েছে ওই দেশগুলিও ভারতের কাছ থেকে ব্রাহ্মোস কিনতে উৎসাহ দেখিয়েছে। তবে তা চূড়ান্ত হওয়ার আগে আরও কিছু আলোচনা এবং বিশ্লেষণ প্রয়োজন। দ্বিতীয় এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে ফিলিপিন্স। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির নামও রয়েছে তালিকায়।

সৌজন্যে—এই সময়

কিডনির বিকিকিনি খুল্লমখুল্লা ডট কম

পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু দরদরি করেও কিছুতেই একটা কিডনির জন্য সত্তর লাখের বেশি দিতে রাজি হলেন না তিনি। অপারেশনের আগে নগদ ৩৫ লাখ হাতে মিলবে। কিডনি দেওয়ার পরে আরও ৩৫। হাসপাতালে থাকতে হবে সবমিলিয়ে তিন দিন। সেখানে কোনও খরচ লাগবে না। আসা-যাওয়ার খরচও পাওয়া যাবে।

এই 'তিনি'টি হলেন জনৈক ডাক্তার রবার্ট।

ইন্টারনেটে এই রবার্টের নামেই দেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞাপন। তাঁকেই ধরা হয়েছিল টেলিফোনে। জানানো হল, টাকাপয়সা নিয়ে কোনও চুক্তিপত্র তো সই হচ্ছে না! কথার খেলাপ হবে না তো? ভিনদেশি উচ্চারণের ইংরেজিতে তাঁর আশ্বাস, "দিল্লি চলে এলেই আপনার সব সংশয় কেটে যাবে।" আর যদি শরীরে কোনও অসুবিধা হয়? জবাব মিলল, "কিছু হবে না।"

ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইটে 'ডাক্তার রবার্ট' অতি পরিচিত নাম। কিডনি বিক্রির জন্য কোথায় কোথায় যোগাযোগ করতে হবে জানিয়ে ফোন নম্বরের ছড়াছড়ি। বিজ্ঞাপনকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে দিল্লি অ্যাপোলো হাসপাতালের নামও রয়েছে বিজ্ঞাপনে। বলা হয়েছে, অস্ত্রোপচার হবে ওই হাসপাতালেই। দিল্লির অ্যাপোলো হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ কি বিষয়টা জানেন? সেখানকার সেলস বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার রাজকুমার রাওলা এবং জনসংযোগ বিভাগের মুখপাত্র কারণ ঠাকুর জানালেন 'ডাক্তার রবার্টের নামে সঙ্গে পরিচিত তাঁরা। তাঁদের কথায়, "এদের জন্য নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি আমরা। নাম খারাপ হচ্ছে আমাদের হাসপাতালের। কত বার সাইবার ক্রাইম বিভাগকে অভিযোগ জানিয়েছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করেছি। কিন্তু আমাদের নাম করে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধই হচ্ছে না।"

যে কিডনি পাচার চক্রের সন্ধানের দিল্লি পুলিশ এখন হিমসিম খেয়ে বেড়াচ্ছে, তার অন্যতম সূত্র কিন্তু দিল্লির এই অ্যাপোলো হাসপাতাল। নির্দিষ্ট সূত্র মারফত অভিযোগ পেয়ে সেখানে ভর্তি এক মহিলা ও তাঁর স্বামীকে প্রথমে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাঁদেরকে জেরা করেই জানা যায়, কিডনি পাচার চক্রের দালালদের হাত ধরেই এক প্রহীতার আত্মীয়ের পরিচয়ে ওই মহিলা কিডনিদাত্রী হিসেবে ভর্তি হয়েছিলেন। অ্যাপোলো-র দুই চিকিৎসকের দুই সহকারীকেও ওই সূত্রে গ্রেফতার করা হয়।

কিন্তু হাসপাতালের কর্মীরাই যদি গ্রেফতার হয়, তা হলে আর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে ডাক্তার রবার্টকে দুষছেন কেন? কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, "নকল কাগজপত্র তৈরি করে রোগীর আত্মীয় সাজিয়ে এই দাতাদের নিয়ে আসছে দালালেরা। দাবি করছে, 'মানবিকতার খাতিরে' কিডনি দান করতে চাইছেন দাতা। আমরা তো আর পুলিশ নই যে তাঁদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে সেটা নকল কিনা বুঝব। ফলে আমরা কিডনি প্রতিস্থাপন করে দিচ্ছি।" হাসপাতালের দুই চিকিৎসককে নিয়ে কি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? কর্তৃপক্ষের জবাব, "তদন্ত শেষ হয়নি, তাই কিছু বলা যাবে না।"

কিন্তু ঘটনা হল, দিল্লি পুলিশ যতই দেশ জুড়ে অভিযান চালাক না কেন, ইন্টারনেট থেকে কিডনি বিক্রির বিজ্ঞাপন সরেনি। সেখানে যে সব ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে, তার মালিকরাও সক্রিয়। ডাক্তার রবার্টেও দুষ্টতই তার প্রমাণ। নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করতেই যিনি নাম-ধাম-বয়স-রক্তের গ্রুপ জিজ্ঞাসা করে বলছেন, "অসুবিধা নেই। দিল্লির অ্যাপোলো হাসপাতালে চলে আসতে হবে। একটা কিডনির জন্য সত্তর লাখ মিলবে।" বাকি যাবতীয় তথ্য পাঠানোর জন্য ই-মেল আইডি চাইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মেল চলেও এল। তাতে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে বিশেষ নোট লেখা—'কিডনির জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি এক লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার দিতে পারি।'

শুধু ডাক্তার রবার্ট নন। ইন্টারনেটে তাঁর মতো ক্রেতার ছড়াছড়ি। বিজ্ঞাপনে তাঁদের অনেকেই জানিয়েছেন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনের মতো নানা দেশে তাঁরা ছড়িয়ে রয়েছেন। 'রাতারাতি অর্থকষ্ট মিটিয়ে ফেলার জন্য কিডনি বিক্রির বিকল্প হয় না'—এমন কথা লিখে কিডনি বিক্রেতাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টাও হয়েছে। এই রকমই একটি নম্বরে ফোন করতে এক মহিলা কণ্ঠ ফোন ধরলেন। তিনিও ইংরেজিতে কথা বললেন এবং মেল আইডি চাইলেন। এখানে একটি কিডনির দর অবশ্য ২৭ লাখ বলা হল। কিছুক্ষণের মধ্যে মেল এবং একটি ফর্ম চলে এল। সেই মেল-এ বেঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালের নাম উল্লেখ করে 'লুইস মরিস' নামে এক জন নিজেকে চিকিৎসক বলে দাবি করে জানিয়েছেন, তাঁরা বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগের চিকিৎসা করেন এবং কিডনি বিক্রির পক্ষে এটা আদর্শ, নির্ভরযোগ্য জায়গা! খোঁজ নিয়ে অবশ্য জানা গিয়েছে—যে হাসপাতালের নাম দেওয়া হয়েছে, বেঙ্গালুরুতে সেই নামে আদৌ কোনও হাসপাতালই নেই।

ইন্টারনেটে পাওয়া এই রকম আর একটি নম্বরে ফোন করলে মরাঠি টানে হিন্দি বলা এক ব্যক্তি নাম-ধাম-বয়স-রক্তের গ্রুপ জেনে নিলেন। কিডনি ছাড়া অন্য কোনও অঙ্গ বিক্রি করতে আগ্রহী কিনা সেটাও জিজ্ঞাসা করলেন। তার পর বললেন, "মুম্বই আসতে হবে। এখানে ডেভিড রে আছেন। তিনি সব বুঝে নেবেন। একটা কিডনির জন্য ৪ লাখ টাকা দেওয়া হবে।" ডেভিড রে কে? উত্তর এল, "তিনি আমাদের বড়সাহেব। কিডনি কেনার ব্যাপারটা উনিই দেখেন। বিভিন্ন হাসপাতালের সঙ্গে ডিল করেন। আপনার ফোন নম্বর দিয়ে রাখুন, উনি যোগাযোগ করে নেবেন।"

ইন্টারনেটে এমন জমাটি ব্যবসা চলছে, সেটা কি গোয়েন্দারা জানে না? রাজ্যে সিআইডি-র এক উচ্চপদস্থ কর্তা বলেন, "এ ব্যাপারে কেউ কোনও অভিযোগ আজ পর্যন্ত করেনি। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছ থেকে অভিযোগ এলে তবেই আমরা কিছু করতে পারি।" স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিশ্বরঞ্জন শতপথীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, "ইন্টারনেটে অঙ্গ ব্যবসার বিষয়টি জানতাম না। এখন জানলাম। পুলিশকে নিশ্চয়ই অভিযোগ জানাব।" নেফ্রোলজিস্ট অভিজিৎ তরফদার, ইউরোলজিস্ট অমিত ঘোষ, অনুপ কুণ্ডুদের মতো সকলেই অবশ্য মনে করছেন, যত দিন চাহিদা ও জোগানের অসামঞ্জস্য থাকবে তত দিন কিডনি দালালরাও থাকবে, তাদের বিজ্ঞাপনও চলবে।

তা হলে উপায়?

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে বেআইনী ব্যবসা তবে কী করে ঠেকানো যাবে? চিকিৎসকদের মতে, 'ক্যাডাভার ট্রান্সপ্লান্টই এ কাজে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হতে পারে। কী ভাবে? 'ব্রেন-ডেথ' বা মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘোষণা করা হয়েছে এমন ব্যক্তির দেহ থেকে অঙ্গ তুলে নিয়ে প্রাপ্তিস্থানের কাজে লাগানো। এ রাজ্যে একটি 'ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার কমিটি' তৈরিও হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, বিভিন্ন হাসপাতালে কার্যত ব্রেন ডেথ হয়ে যাওয়া রোগীদের উপরে নজর রাখবেন তাঁরা। রোগীর আত্মীয়দের বুঝিয়ে 'ব্রেন ডেথ' ঘোষণা করবেন এবং রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংগ্রহ করে প্রতিস্থাপনের কাজে ব্যবহার করার অনুমতি দিতে উৎসাহিত করবেন। কিন্তু চিকিৎসকদের অভিযোগ, কোনও অজানা কারণে এই কমিটি কোনও কাজ করে না। ফলে দালালেরাও হার মানে না।

(সহ প্রতিবেদন মধুরিমা দত্ত)

রাজ্যের রেলপ্রকল্প দ্রুত শেষ হবে, মমতাকে আশ্বাস প্রভুর

নবান্নে রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ্যে নির্মীয়মান প্রকল্পগুলি দ্রুত শেষ করার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে গেলেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। শুধু আশ্বাসই নয়, একদিনের কলকাতা সফরে এসে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন প্রভু জানালেন, রেলমন্ত্রী হিসাবে অত্যন্ত সফল ছিলেন মমতা। তাঁর সাধের মেট্রো প্রকল্পগুলির পথে অন্তরায় ছিল, সেসব সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন রেলমন্ত্রী। এরই পাশাপাশি রেলের প্রকল্পগুলি দ্রুত রূপায়ণের লক্ষ্যে যৌথ অংশীদারিত্বের কোম্পানি খোলার প্রস্তাব ফের রাজ্য সরকারকে দিয়েছেন প্রভু।

রাজ্য সরকার সম্পর্কে রেলমন্ত্রীর প্রশংসা শুধু নবান্নেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সরকারের তরফে মেলা পূর্ণ সহযোগিতার বিষয়টি বারবার উল্লেখ করেছেন প্রভু। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীর যৌথ ঘোষণা—রেলের প্রকল্পগুলির দ্রুত রূপায়ণে একযোগে কাজ করা হবে। এদিন রেলমন্ত্রী রেলের কাজগুলি দ্রুত রূপায়ণ সংক্রান্ত ঘোষণার সঙ্গে পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও মেট্রো রেলের বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস ও সূচনা করেন। তবে দিনের সবচেয়ে বড় ঘোষণাটি তিনি করেছেন নবান্নে। রেলমন্ত্রী বলেন, মুম্বইয়ের ধাঁচে কলকাতাতেও রেলের পরিচালনায় 'ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম' (সুসংহত পরিবহণ ব্যবস্থা) চালু করা হবে।

রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা কলকাতা ও শহরতলির পরিবহণ সমস্যা মেটাতে একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল জোকা-বিবাদী বাগ ভায়া মাঝেরহাট (১৮.৭৩ কিমি) মেট্রো, নোয়াপাড়া থেকে বারাসত ভায়া বিমানবন্দর (১৮.৩ কিমি), দমদম-বরানগর (৫.৫৭ কিমি), দক্ষিণেশ্বর থেকে বারাকপুর ভায়া বরানগর (১৪.৫ কিমি) এবং কবি সুভাষ (নিউ গড়িয়া) থেকে বিমানবন্দর (৩২ কিমি) পর্যন্ত নতুন মেট্রো পথ। নানা জটিলতায় প্রকল্পগুলির কাজ স্বাভাবিক গতিতে এগোচ্ছিল না। জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো প্রকল্পে মোমিনপুরের কাছে স্টেশন তৈরির উদ্যোগ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আপত্তিতে আটকে যায়। একইভাবে তারাতলার কাছে টাকশাল লাগোয়া অংশে প্রকল্প নিয়ে আপত্তি আসে অর্থমন্ত্রকের তরফে। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপে মমতার সাধের প্রকল্পে জটিলতা কেটেছে। অন্যান্য প্রকল্পের সমস্যা মেটাতেও অনুঘটকের কাজ করে রাজ্যপ্রশাসন। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্প তার বড় উদাহরণ। রেলমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো প্রকল্পের জট কেটেছে। সংশ্লিষ্ট দুই মন্ত্রক ছাড়পত্র দিয়েছে। এই নিয়ে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রেলকর্তাদের বৈঠকে বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান। এই প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের পুনর্বাসন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মমতা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে তা চূড়ান্ত করা হবে। রেলমন্ত্রী ও মন্ত্রকের অন্য আধিকারিকদের সামনে জোকা-বিবাদী বাগ প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রিতার জেরে ডায়মন্ডহারবার রোডে নিত্য যানজটে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির বিষয়টির উল্লেখ করেন মমতা। রেলমন্ত্রীকে তিনি বলেন, বিষয়টি একটু দেখুন। এরপরই প্রভু তাঁকে জানিয়ে দেন, ম্যাডাম, জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত অংশে মেট্রো খুব শীঘ্রই চালিয়ে দেওয়া হবে। তাঁকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে চলতে থাকা সমস্ত প্রকল্পের সঙ্গেই বর্ধমানের কুলটির ওয়াগন তৈরির কারখানা শীঘ্রই চালু হয়ে যাবে বলে রেলের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়।

হাওড়ায় মন্ত্রকের এক অনুষ্ঠানে প্রভু বলেন, ভৌগোলিক কারণে এ রাজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ১৫ মিনিটের ভাষণে রাজ্যের গুরুত্বটি তিনবার বুঝিয়েছেন তিনি। প্রভুর কথায়, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই রাজ্যের রেল প্রকল্পগুলি শেষ করা হবে। পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং স্টেশনগুলির সংস্কারের কাজও অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকছে বলে জানান রেলমন্ত্রী। এই কাজে বণিকসভাগুলিকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রভু এদিন হাওড়ায় বিবেকানন্দ মেডিটেশন সেন্টারের শিলান্যাস, হাওড়া-শিয়ালদহ শাখায় একাধিক ফুট ওভারব্রিজের উদ্বোধন, আরামবাগ-গোঘাটের মধ্যে নতুন লাইনের সূচনা, [illegible] বগি তৈরির কারখানার সূচনা, মুরাডি স্টেশনে ইউটিএস তথা পিআরএস-এর সূচনা এবং গোইলকেরা ও মনোহরপুরের মধ্যে তৈরি তৃতীয় লাইনের উদ্বোধনসহ মেট্রো রেলের নানা প্রকল্পের সূচনা করেন।

সৌজন্যে—বর্তমান

প্রভুর ঘোষণা

- মুম্বইয়ের মতো সুসংহত পরিবহণ ব্যবস্থা চালু হবে কলকাতাতেও
- রাজ্যের সঙ্গে ফের যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাব দিয়েছে রেলমন্ত্রক
- জোকা-বিবাদীবাগ মেট্রো প্রকল্পে মাঝেরহাট পর্যন্ত অংশের পরিষেবা আগে চালু হবে

খুদে ছাত্রদের বাহিনী নিয়ে পাখি বাঁচাচ্ছেন মাস্টারমশাই

রণবীর দেব অধিকারী, রায়গঞ্জ

মাস্টারমশাই, মাস্টারমশাই...। হাঁফাতে হাঁফাতে বিল্টু, বাপন, শঙ্কর, বুম্পাদের ছুটে আসতে দেখে প্রৌঢ় বুঝলেন, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। খুদেদের এই দলই তাঁর বলভরসা। গ্রামের পাখিদেরও।

মাস্টারমশাই, পুকুরপাড়ে দুজন বন্দুক নিয়ে এসেছে পাখি মারতে। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে। শিগগির চলুন...।

খুদে বাহিনীর কাছ থেকে খবর পেয়ে আরও কয়েকজনকে জুটিয়ে ছুট লাগালেন মাস্টারমশাই। হাতেনাতে ধরে ফেললেন চোরাশিকারিদের। বন্দুক কেড়ে নিয়ে পাল্টা শাসালেন। হুমকি দিলেন পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার। শেষে দুজনকে গ্রামের বাইরে বের করে শান্তি।

দশ বছর ধরে এটাই রুটিন অক্ষয় পালের। শিক্ষকতা করতেন। অবসর নিয়েছেন। দিন-রাত কেটে যায় গ্রামের পাখিদের নিয়েই। তাঁর প্রেম-ভালোবাসা সবই পাখিগুলো। উত্তর দিনাজপুরের প্রত্যন্ত গ্রামটিতে ফি বছর নানা জায়গা থেকে পাখি আসে। গ্রামের লোক আর চোরাশিকারীদের অত্যাচারে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল ওদের জীবন। পাখি আসাও কমে এসেছিল। অক্ষয়ের চেষ্টাতেই ছবিটা বদলেছে। জেলার লোক এখন মারনাইকে চেনে 'পাখিদের গ্রাম' হিসেবে।

অথচ, একটা সময় ছিল গাছেরডালে পাখি বসলে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিতেন গ্রামবাসীরা। ঘরবাড়ি নোংরা হওয়ায় সকাল-সন্ধ্যা গাল পাড়তেন মহিলারা,

প্রৌঢ় বুঝলেন, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। খুদেদের এই দলই তাঁর বলভরসা। গ্রামের পাখিদেরও।

মাস্টারমশাই, পুকুরপাড়ে দুজন বন্দুক নিয়ে এসেছে পাখি মারতে। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে

শব্দ আর কোনও পাখির ডানা ঝাপটে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ। মেরুদণ্ড সোজা রেখে একা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন প্রবীণ। গ্রামের দোরে দোরে ঘুরে বোঝান সকলকে। সচেতন করেন, বলেন পাখিদের উপকারী ভূমিকার কথা। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার সাঁটেন। তাঁর হাত শক্ত করে গ্রামের কচিকাঁচারাই। পাখিদের গল্প শুনিয়ে ওদের নিয়েই মাস্টারমশাই তৈরি করেন রক্ষীবাহিনী বুড়ি গুপ্তচরবাহিনী। চোরাশিকারি দেখলেই দৌড়ে খবর দেয় তারা। আর এদের সঙ্গে থাকার জন্য মহিলা ব্রিগেডও তৈরি করেছেন অক্ষয়।

সত্যি বলতে, যাঁরা একসময় ভিন্ এলাকার পাখি দু-চোখে সহ্য করতে পারত না, তাঁরাই পাখি পাহারা দেন এখন। চোরাশিকারি হানা দিলে নির্ভয়ে রুখে দাঁড়ান। এই বদলটা পাখিরাও টের পেয়েছে। মারনাইকে নিরাপদ আশ্রয় ঠাওরে ফিবছর চলে আসে তারা। গ্রামে গেলেই চোখে পড়ে ঝুঁটিওয়ালা বলাক, পানকৌড়ি, সারস, নাইট হেরন, ওপেনবিল স্টর্ক, ইগ্রেট-সহ নানা প্রজাতির দেশি ও পরিযায়ী পাখির। এমননিতে গ্রামে কোনও জঙ্গল নেই। মাঠেঘাটে, গেরস্থেরও উঠোনে, বাড়ির পিছনে আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল, বাতাবি, সজনে, পিঠালি বা হিজল গাছেই নিশ্চিন্তে বাসা বাঁধে ওরা। বাঁশবাগানেও ভরা সংসার। কয়েক বছরে পাখির সংখ্যাটা কয়েক হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাস্টারমশাইয়ের হিসেবে এ বছর পরিযায়ী ও দেশীয় মিলিয়ে পাখি এসেছে প্রায় পাঁচ হাজার। বছরের একটা বড় সময় গ্রামের ৩০০ বর্গমিটার

উপকারী ভূমিকার কথা। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার সাঁটেন। তাঁর হাত শক্ত করে গ্রামের কচিকাঁচারাই। পাখিদের গল্প শুনিয়ে ওদের নিয়েই মাস্টারমশাই তৈরি করেন রক্ষীবাহিনী বুড়ি গুপ্তচরবাহিনী।

বিদায় নেওয়া শুরু করে ওরা।

বাকি সময়টা গ্রামের মানুষ অপেক্ষায়। কবে আবার ফিরবে ওরা। গ্রামের বধূ ডলি দাস, অলকা দাস, পিউলি হালদারেরা এখন একবাক্যে বলেন, 'হেঁড়া পাতার আর খড়কাঠিতে বাড়ির উঠোন নোংরা হয়ে থাকত বলে আমরা বিরক্ত হতাম। বিষ্ঠা আর

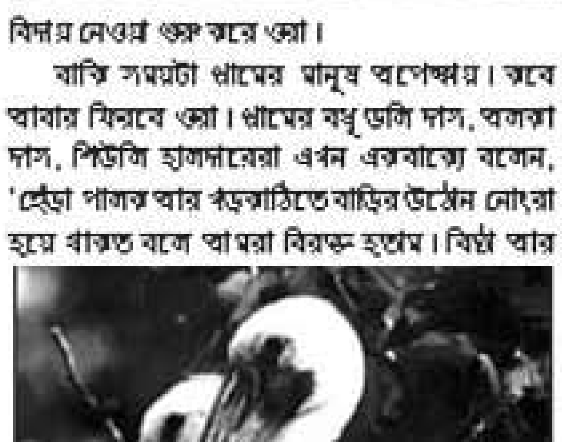

আমাদের সেই মানসিকতা পাল্টে দিয়েছেন। এখন আর বিরক্ত হই না। ওদের আমরাও ভালোবেসে ফেলেছি। ভাদ্র মাস পড়ে গেলে ওরা যখন গ্রাম থেকে চলে যায়, আমাদের মন খুব খারাপ হয়ে যায়। গ্রামটা কেমন খাঁখা খাঁখা লাগে।' গ্রামের কৃষক মাধই দাস, দীপক ধবিরা বলেন, 'মাস্টারমশাই আমাদের বুঝিয়েছেন, পাখি কত উপকারী। ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে ওরা আমাদের সাহায্য করে। তাই ওদের আর তাড়িয়ে দিই না। আমরাই এখন পাহারা দিই।'

এই উপলব্ধিগুলোই মাস্টারমশাইয়ের প্রৌঢ় জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। তাঁর দীর্ঘ লড়াইয়ের শংসাপত্রও। নিজে বলেন, 'পাখিরা আমাদের বন্ধু। পরিবেশের জন্য ওদের নিরাপদে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু চোরাশিকারিরা ওদের নিশ্চিন্তে থাকতে দিলে তো! তাই গ্রামের বাচ্চাদের নিয়ে আমি একটা দল গড়েছি। ওরাই বাইরের কোনও সন্দেহজনক কাউকে দেখলে গোয়েন্দার মতো খবর দিয়ে যায়। আমরা তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিই।' পাখিপ্রেমী এই শিক্ষকের দাবি, 'মারনাই একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। ইটাহারের প্রথম বিধায়ক তথা তেভাগা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের আঁতুড়ঘর ছিল এই গ্রাম। গ্রামে প্রাচীন শিবমন্দির, ছোট জমিদারবাড়ি সব রয়েছে। পর্যটন ও বন দপ্তর একসঙ্গে উদ্যোগ নিলে পাখিদের ঘিরে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে আমাদের মারনাই।'

বলতে বলতে জ্বলজ্বল করে ওঠে রোগাসোগা

কেমন খাঁখা খাঁখা লাগে।' গ্রামের কৃষক মাধই দাস, দীপক ধবিরা বলেন, 'মাস্টারমশাই আমাদের বুঝিয়েছেন, পাখি কত উপকারী। ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে ওরা আমাদের সাহায্য করে। তাই

পরমাণু প্রশ্নে ভারতকে ব্যতিব্যস্ত করতে পাকিস্তানকে নেপথ্যে মদত দিচ্ছে চীনই

সমৃদ্ধ দত্ত *নয়াদিল্লি

ইরান এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে বন্দর এবং বাঁধের মতো পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে কার্যত দীর্ঘকালীন স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক ভারত স্থাপন করে ফেলায় এবার পাকিস্তানকে দিয়ে চীন ভারতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যকে আটকে দিতে মরিয়া হয়েছে। পরমাণুসরবরাহকারী আন্তর্জাতিক যে রাষ্ট্রগোষ্ঠী রয়েছে তার সদস্যপদ পেতে ভারত প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে এবং গত চারদিন ধরে সুইজারল্যান্ড, মেক্সিকো ও আমেরিকা সফরে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই লক্ষ্যের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছেন বলেও মনে করা হচ্ছে। কারণ এতদিন ধরে ভারতের আবেদন সমর্থন না করা সুইজারল্যান্ড এবার মোদিকে আশ্বাস দিয়েছে, তারা ভারতকে সমর্থন করছে। মেক্সিকো জানিয়ে দিয়েছে, তারাও আছে ভারতের পাশে। বারাক ওবামা মোদিকে আবার জানিয়েছেন, আমেরিকা তো বরাবরই এই ইস্যুতে ভারতের পাশে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার অন্যতম শ্রেষ্ঠকেন্দ্র একটি গোষ্ঠী নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপের সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে ভারত প্রায় প্রথম সারির প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন আদায় করেছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি ভারতের পিছনে আছেন। এক ও এক মাত্র প্রতিবন্ধকতা চীন। এবং এতদিন নানা অজুহাতে ভারতকে এই গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায় বাধা সৃষ্টি করে গিয়েছে চীন। এবং এতদিন নানা অজুহাতে ভারতকে এই গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায় বাধা সৃষ্টি করে গিয়েছেন চীন। এবার কৌশলে নতুন খেলায় নেমেছে তারা। নরেন্দ্র মোদি যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে কৌশলগত সমর্থন আদায়ে সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন এবং এ বছরের শেষে সিওলে আয়োজিত নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপের বৈঠকে ভারত আশার আলো দেখা শুরু করেছে, তখনই পাকিস্তানকে দিয়ে চীন নতুন করে লিখিত আবেদন করিয়েছে।

পাকিস্তান আমেরিকার সেনেট এবং মার্কিন প্রশাসনের কাছে চিঠি লিখে বলেছে, তাদেরও নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপে প্রবেশ করার রাস্তা দেওয়া হোক। এই দাবি তাদেরও দীর্ঘদিনের। এই চিঠিতে পাকিস্তান লিখেছে, ৪২ বছর ধরে পাকিস্তান সুরক্ষিত পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা করছে। পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচির আওতায় থাকা প্রবং শর্তাবলী পাকিস্তান পালন করে চলেছে। তাই ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যেন কোনও বৈষম্য করা না হয়। এখানেই থেমে থেকে পাকিস্তান পরোক্ষে ভারতকেই কাঠগড়ায় তুলে বলেছে আমাদের প্রতিবেশী দেশে সম্পূর্ণ অসুরক্ষিত প্রক্রিয়ায় পরমাণু অস্ত্র উপকরণের ব্যবহার হচ্ছে। সেটিও আন্তর্জাতিক দুনিয়ার উচিত নজরদারি করা। বস্তুত পাকিস্তানের এই আবেদনের মাধ্যমে আসলে যন্ত্রণা তুলতে চাইছে চীন। কারণ আগামী বৈঠকে চীন পাকিস্তানের এই আবেদনকেই প্রধান হাতিয়ার করে বলবে পাশাপাশি দুটি দেশের আবেদনই সমানভাবে খতিয়ে দেখা উচিত। যে কোনও একটি দেশের আবেদন গ্রহণ করে অন্যকে বঞ্চনা করা এক ধরণের বৈষম্য হিসাবেই বিবেচিত হবে। এবং সেটিও শক্তির ভারসাম্য রক্ষার পরিপন্থী। বস্তুত এই যুক্তি আগেও চীন দিয়েছে ভারতকে আটকাতে। এবার পাকিস্তান যেহেতু সরকারিভাবে চিঠি লিখে আবার আবেদন করেছে, সেটা চীনের পক্ষে ভারতকে আটকে দেওয়ার জন্য সহায়ক হবে। তাই পাকিস্তানের এই উদ্যোগের পিছনে আসলে যে পুরোপুরি চীনই রয়েছে তা নিয়ে ভারত তো বটেই, আন্তর্জাতিক দুনিয়ারও সংশয় নেই।

কিন্তু ৪৮টি দেশের নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপের গোষ্ঠীতে সকলে সম্মত না হলে ভারতের আবেদন মঞ্জুর হওয়াও সম্ভব নয়। এই প্রথম নয়। এই বছরেই রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মাসুদ আজহার ও তার সংগঠনকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসাবে গণ্য করে নিষেধাজ্ঞা জারির লক্ষ্যে ভারতের আবেদনও চীন ভেস্তে দিয়েছে। যা পাকিস্তানকে অত্যন্ত উচ্ছসিত করেছে। একদিকে চীনের রাষ্ট্রপ্রধানরা এদেশে এসে ভারত চীন সম্পর্কের উন্নতির কথা বলছেন, আবার অন্যদিকে লাদাখে লালফৌজ ভারতে ঢুকে পড়ে উত্তেজনা বাড়াচ্ছে। আর পাকিস্তানকে পরিকাঠামোগত সাহায্য দেওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চেও পাকিস্তানকে বোড়ের চাল হিসাবে ব্যবহার করে চীন ভারতকে কোণঠাসা করে চলেছে একের পর এক পদক্ষেপে।

প্রসঙ্গত আমেরিকা এবার ভারতকে আশ্বাস দিয়েছে তারা চীনকেও রাজি করাতে চেষ্টা করবে যাতে তারা এবার একগুঁয়ে মনোভাব ছেড়ে ভারতকে নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপে সদস্য করার ব্যাপারে রাজি হয়ে যায়।

সৌজন্যে—বর্তমান

দিনে ৪০০, ঘণ্টায় ১৭... পথই মরণফাঁদ

প্রতি সাড়ে তিন মিনিটে এক জনের মৃত্যু হচ্ছে। প্রতি ঘণ্টায় ১৭জন এবং দিনে অন্তত ৪০০ জন প্রাণ হারাচ্ছেন।

মহামারি বা জঙ্গি হামলা নয়। এত মৃত্যু ঘটছে স্রেফ পথ দুর্ঘটনায়।

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, ২০১৫-র গোটা দেশে পথ দুর্ঘটনায় ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৫ লক্ষেরও বেশি গোটা বছর ৫ লক্ষেরও বেশি পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। যার প্রায় ৭৭ শতাংশই দুর্ঘটনাই ঘটেছে গাড়ির চালকের দোষে।

কী ধরনের দোষ? আপাতভাবে মদ্যপান করে গাড়িচালানোর জন্য বেশি দুর্ঘটনা ঘটে বলে মনে হলেও পরিসংখ্যান বলছে, যে সব ক্ষেত্রে চালকের দোষে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে মাত্র ৪.২ শতাংশ ক্ষেত্রে চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থাতেই ঊর্ধসীমার তুলনায় বেশি গতিতে গাড়ি চালানোর ফলে প্রায় ৬২ শতাংশ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দু বছর পূর্তিতে মোদী সরকার যখন সব ক্ষেত্রেই সাফল্যের দামামা বাজাচ্ছে, তখন পরিবহন মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ী নিজেই মানছেন, এই একটি ক্ষেত্রে সরকারের কোনও চেষ্টাই ফলপ্রসূ হয়নি। উল্টে ২০১৪-র তুলনায় ২০১৫-তে দুর্ঘটনার সংখ্যা আড়াই শতাংশ বেড়েছে। রাস্তায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে ৪.৬ শতাংশ। গড়কড়ী বলেন, "আগামী বছরের মধ্যে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে আনতে চাই। যদিও দুর্ঘটনা বা মৃতের সংখ্যা বাস্তবে শূন্য হওয়া উচিত।"

কিন্তু সেটা সম্ভব হবে কী ভাবে? কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ সচিব সঞ্জয় মিত্র বলেন, "যে হেতু চালকদের দোষেই অধিকাংশ পথ দুর্ঘটনা ঘটছে, তাই গাড়ি চলানোর পরিবেশ কী ভাবে আরামদায়ক করা যায়, তা দেখা হচ্ছে।" নানা রকম প্রস্তাবের মধ্যে একটি হল—ট্রাক বা বাসে চালকদের কেবিন বাধ্যতা মূলক ভাবে বাতানুকূল করা। যাতে দীর্ঘ সময় গাড়ি চালানোর সময় মাথা ঠান্ডা থাকে। গাড়িতে 'এয়ারব্যাগ' বাধ্যতা মূলক করারও প্রস্তাব রয়েছে। সঞ্জয়বাবু বলেন, "দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যাটা যথেষ্ট বেশি। এ ভাবে চলতে পারে না।" মৃতদের প্রায় ৫ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ৩৪-এর মধ্যে। এটা আর শুধু পথ দুর্ঘটনার বিষয় নেই, জন স্বাস্থ্যের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গড়কড়ীই বলছেন, আন্তর্জাতিক স্তরেও ভারতকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। কারণ গোটা বিশ্বে একমাত্র রাশিয়া ছাড়া আর সব দেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ভারতের থেকে কম। ব্রাজিলে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নিতিন প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন, ২০২০-র মধ্যে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে অর্ধেককরে ফেলা হবে। পরিসংখ্যা বলছে, মোট পথ দুর্ঘটনার ৮৩.৭ শতাংশই ঘটছে ১৩টি বড় রাজ্যে। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে। তবে মোট দুর্ঘটনার তুলনায় রাজ্যে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কম। এগিয়ে রয়েছে তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলি দেশের মধ্যে বেশি জনসংখ্যার শহরগুলিতে কলকাতার তুলনায় মুম্বই, দিল্লি, চেন্নাই ইনদওর শহরে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক বেশি। তবে একটি ক্ষেত্রে আসানসোল-দুর্গাপুর পরিবহন মন্ত্রকের দুশ্চিন্তার তালিকায় রয়েছে। তা হল, প্রাণনাশক দুর্ঘটনার হারে অমৃতসর, লুধিয়ানা, বারাণসীর পরেইজায়গা করে নিয়েছে আসানসোল-দুর্গাপুর। এই দুই শহরে ৪৭.১ শতাংশ দুর্ঘটনাই প্রাণনাশক হয়ে উঠেছে।

দুর্ঘটনা কমাতে মোদী সরকার মোটর ভেহিকল আইনে সংশোধন, ট্রাফিক আইন ভাঙায় কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা, বেশি ক্ষতিপূরণ ও দুর্ঘটনাগ্রস্তদের বাঁচানোর ব্যবস্থা উন্নত করার মতো বেশ কিছু পদক্ষেপ করতে চাইছে। কিন্তু বিষয়টি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত হলে রাজ্যগুলির সঙ্গেও ঐকমত্য জরুরি। এ জন্য রাজস্থানের পরিবহণমন্ত্রী ইউনুস খানের নেতৃত্বে সব রাজ্যের মন্ত্রীদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি হয়েছে। এই কমিটি শীঘ্রই রিপোর্ট দেবে।

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

সন্ত্রাস বরদাস্ত নয়, পাকিস্তানকে কঠোর ভাষায় মার্কিন হুঁশিয়ারি

সমৃদ্ধ দত্ত • নয়াদিল্লি

সামাজিক আপ্তবাক্য হলে বলা যেত 'ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেওয়া'। পাকিস্তানকে লাগাতার প্রচ্ছন্ন মদত দিয়ে নানাভাবে ভারতকে কোণঠাসা করা চীনকে পরোক্ষেকড়া বার্তা দিতেই যেন আমেরিকা পাকিস্তানকে কঠোরভাষায়হুঁশিয়ারি দিল। বর্তমানে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কূটনৈতিক সমীকরণে আমেরিকার ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে তোপ দাগার অর্থ আদতে চীনকেই কড়া বার্তা দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী মোদির মার্কিন সফর সমাপ্তির পরদিনই আমেরিকা বিবৃতি দিয়ে সতর্ক করে বলল, পাকিস্তানের মাটি থেকে ভারতকে আক্রমণ করার সন্ত্রাসবাদী কৌশল বন্ধ করতে ইসলামাবাদকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। ওবামা প্রশাসনের স্টেট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আমরা মনে করি ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরের সঙ্গেসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে আলোচনার টেবিলে বসা ছাড়া উপমহাদেশে শান্তিস্থাপনের আর কোনও পথ নেই। এই প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে হওয়া তখনই সম্ভব যখন পাকিস্তান নিজেদের দেশের মধ্যে চলা ভারতবিরোধী চক্রান্ত এবং ভারতে হামলার হুক বন্ধ করার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মহলকে নিশ্চয়তা দেবে। এক ধাপ এগিয়ে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট মুখপাত্র মার্ক টোনার স্পষ্ট বলেছেন, এটা নিয়ে সন্দেহ নেই পাকিস্তানের অবং সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি পাকিস্তানে বসেই ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এরকম কড়া ভাষায় আমেরিকা পাকিস্তানকে সরাসরি রীতিমতো ধমক দেওয়ার শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বারাক বিদায়লগ্নে ওবামা কার্যত এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছেন। প্রথমত, পাকিস্তানকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা এবং দ্বিপাক্ষিক ভাষাতেই পাকিস্তানকে আক্রমণ করে ভারতকে সন্তুষ্ট করা এবং দ্বিতীয়ত, চীনকেও চাপে রাখা।

গত ৮জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মার্কিন কংগ্রেসের সামনে ভাষণে নাম না করেও সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে পাকিস্তানকে তোপ দাগেন। তিনি বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদ নিয়ে গোটা বিশ্ব উদ্বিগ্ন। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রেই সন্ত্রাসের জন্ম এবং লালন পালন হয়। মোদী মার্কিন প্রশাসনকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, যারা সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করে তাদের মার্কিন প্রশাসন পুরস্কার দেওয়া থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। উদ্দেশ্য, পাকিস্তানকে আমেরিকা নতুন করে এফ সিক্সটিন ফাইটার জেট বিক্রির একটি চুক্তি করেছিল। কিন্তু পাঠানকোট হামলার পর যখন প্রমাণ হয়ে যায় যে পাকিস্তান থেকেই জয়েশ ই মহম্মদ ওই আক্রমণের কারিগর, তারপরই মার্কিন কংগ্রেস সেই চুক্তিকে আটকে দেয়। মোদি আমেরিকা প্রশাসনকে ধন্যবাদ দিয়েছেন আসলে পাকিস্তানকে এফ সিক্সটিন বিক্রির সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দেওয়ার জন্যই। মোদি ৮ জুন বারাক ওবামার সঙ্গে যে বৈঠক করেছিলেন সেখানেও পাকিস্তান এবং সন্ত্রাসবাদ অন্যতম বিষয় ছিল বলে আজ মার্ক টোনার স্বীকার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় সতর্ক করে দিয়ে আমেরিকা চীনকেই যে প্রচ্ছন্ন বার্তা দিল তা নিয়ে সংশয় নেই। কারণ একদিকে যেমন পাকিস্তান লাগাতার সন্ত্রাসবাদকে মদত দিয়ে চলেছে এবং সরাসরি আইএসআই ও সামরিক বিভাগ জঙ্গি সংগঠনগুলিকে পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করছে, ঠিক পাশাপাশি পাকিস্তানকে বন্দর, সড়ক, সেতু এবং নৌঘাটি নির্মাণে চীন সবথেকে বেশি সাহায্য করছে।

ভারতকে চাপে রাখতে চীনের অস্ত্র বরাবরই পাকিস্তান। আর শুধু আমেরিকা নয়। এবার চীনের উপর আন্তর্জাতিক মহলও ক্ষিপ্ত। কারণ নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপের সদস্য হিসাবে ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করার নিয়ে একমাত্র চীন বাধা দিয়ে চলেছে। এবং চীন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বলেছে ভারতকে সদস্য করা হলে পাকিস্তানকেও করা হোক। অথচ, ক্রমেই চীন এই ভারত বিরোধীতার প্রশ্নে নিঃসঙ্গ হচ্ছে। আর সেটা বুঝেই শেষ প্রয়াস হিসাবে খেলছে তুরুপের তাস। পাকিস্তান।

কিন্তু আমেরিকার আচমকা আক্রমণাত্মক মনোভাবেচীন ও পাকিস্তান এবার ব্যাকফুটে।

সৌজন্যে—বর্তমান

মোদীর ঠুমকাতেই ভরসা বিজেপির

দিগন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় • ইলাহাবাদ

কমলা নেহরু রোডের মোড়ে রাস্তার পানের দোকানে অনর্গল বেজে চলেছে 'হিরো নম্বর ওয়ান' সিনেমার গানটি—ইউপিওয়ালা ঠুমকা লাগাও, হিরো ঘায়েল নাচকে দিখাও...।

বনারসী পান গালে ঠুসে গোবিন্দা গাইছেন, আর 'ইউপিওয়ালা' ঠুমকা লাগাচ্ছেন।

আকর্ষণীয় ভাবে পানের দোকানের ঠিক উল্টো দিকেই নরেন্দ্র মোদীর বিরাট পোস্টার। তাতে লেখা 'ম্যায় ইউপিওয়ালা হুঁ'।

সরকারের দু'বছরের জন্মদিনে এই উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে এসেই মোদী প্রথম সুরটি বেঁধে দিয়েছিলেন। আগে বলতেন, 'আমি চায়েওয়ালা।' এখন বলছেন, 'আমি ইউপিওয়ালা।'

গত লোকসভা ভোটে প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে থেকে গুজরাতের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের বারাণসী থেকেও লড়েছিলেন মোদী। কারণ উত্তরপ্রদেশের মতো দেশের সব থেকে বড় রাজ্যে বাজি না জিতলে ৫৬ ইঞ্চির ছাতিটা ঠিকঠাক চওড়া হতো না। সে জন্য নিজের সব থেকে বিশ্বস্ত সেনাপতি অমিত শাহকে সেই সময় দিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের ভার।

বারাণসী জিতে দু'বছর আগেই উত্তরপ্রদেশের সাংসদ হয়েছিলেন। গুজরাতের বদোদরা ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকি উত্তরপ্রদেশেরই সাংসদ এখন মোদী। কিন্তু এত দিন এ ভাবে ঢাক পিটিয়ে নিজেকে 'ইউপিওয়ালা' বলতে হয়নি। এখন হচ্ছে। গরবা ছেড়ে মন দিতে হচ্ছে ইউপিওয়ালা ঠুমকাতেই।

কারণ?

বিজেপি নেতারা বলছেন, এতে তো নীতীশকুমারের ভূত এখনও পিছু ছাড়েনি। বিহারের ভোটের সময়ও গোটা দল বাজি রেখেছিলেন মোদীর নামেই। কিন্তু নীতীশ কুমার সুকৌশলে লড়াইটা 'বিহারী' বনাম 'বাহারি' করে দিয়েছিলেন। সেই হারের জ্বালা এখনও মেটেনি। এর পরেই গোবলয়ের আর একটি রাজ্যে লড়াইয়ের আগে, তা-ও আবার সেটি যখন উত্তরপ্রদেশ—মোদী নিজেকে আর বহিরাগত রাখতে চান না। তাই বারাণসীর সাংসদ হওয়ার প্রসঙ্গটি থেকে 'আমি তোমাদেরই লোক' গোছের গান গেয়ে রাখছেন তিনি।

লোকসভায় যে উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে ৭৩টি মোদীর ঝুলিতে পুরে 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ'-এর শিরোপা পেয়েছিলেন অমিত শাহ, তিনিই বললেন, "প্রধানমন্ত্রী এক জন ইউপিওয়ালা, এতে অতিশয়োক্তি কোথায়? তিনি তো সংসদে এই রাজ্যের মানুষেরই প্রতিনিধি। উত্তরপ্রদেশের উন্নয়ন কাজ করছে। কিন্তু অখিলেশ সরকার সেই উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে। সে কারণেই এ রাজ্যে বিজেপি সরকার হওয়া দরকার।"

সঙ্গম-নগরী ইলাহাবাদেই বসছে মোদীর দলের দু'দিনের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক। গত আড়াই-দশকে এই উত্তরপ্রদেশে কখনও কর্মসমিতির বৈঠক হয়নি। কিন্তু এখন উত্তরপ্রদেশকে পাখির চোখ দেখছেন মোদী-শাহ। এই বৈঠকের পরেই 'অভিষেক' ইউপিওয়ালা মোদীর। ইতিমধ্যেই দল ঠিক করেছে, ভোট পর্যন্ত প্রায় একশো সভা করবেন মোদী-অমিত শাহ-রাজনাথরা।

দলের কেউ চান, রাজনাথ সিংহকে মুখ করা হোক। এ রাজ্যে বিজেপির শেষ মুখ্যমন্ত্রী তিনিই। কেউ চান, কল্যাণ সিংহকে রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দিইয়ে ফিরিয়ে আনা হোক। কেউ বা চান, যোগী আদিত্যনাথকে দিয়ে হিন্দুত্বের জিগির তুলে বাজি মারুক বিজেপি। কেউ বা আবার স্মৃতি ইরানির ভক্ত। উঠেছে বরুণ গাঁধীর নামও। বিভিন্ন সমীক্ষায় তাঁকে এগিয়ে রাখা হলেও এই গাঁধীতে খুশি নন দলের নেতারা। এই অবস্থায় প্রচারে প্রধান মুখ রাখা হবে মোদীকেই। কারণ, এত বড় রাজ্য, এত জাত-পাত, ধর্মের ভেদ। কোনও এক জন নেতাকে মুখ করে গোটা রাজ্যের বৈতরণী পার হওয়াটা বেশ কঠিন কাজ।

রাজনাথ সিংহের ঘনিষ্ঠ বিজেপির মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী তাই বললেন, "আমাদের দলে সেনাপতির অভাব নেই। ২০০২ সালে রাজনাথ সিংহ, ২০০৭ সালে কল্যাণ সিংহ, ২০১২ সালে উমা ভারতীকেও মুখ্যমন্ত্রী মুখ করা হয়েছিল। কিন্তু কাউকে মুখ করলেই দল ভাল ফল করেছে, ইতিহাস তা বলে না।" কারণটি স্পষ্ট। এত বড় রাজ্যে এত জাতপাতের জটিল সমীকরণে এক জনকে মুখ করলে অখুশি হন অন্য জাত-সম্প্রদায়ের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা।

এই পরিস্থিতিতে বিজেপির তুরুপের তাস একজনই হতে পারেন বলে মনে করছেন নেতৃত্ব। তাঁর নাম নরেন্দ্র মোদী। তাই মোদীর ভাবমূর্তিকেও এখন নতুন করে ঢেলে সাজা হচ্ছে। গত দু'বছরে যে 'মোদী-ঝড়ে' ভাটা পড়েছে, তাতে শান দিয়ে ফের হাওয়া তোলাটাই এখন দলের রণনীতি। বিরোধীদের কৌশল বুঝে ভবিষ্যতে আর কোনও মুখকে তুলে ধরার প্রয়োজন হলে সে সিদ্ধান্ত নেবেন অমিত শাহ।

আপাতত ঠুমকা লাগাতে হবে 'ইউপিওয়ালা' মোদীকেই।

সৌজন্যে— আনন্দবাজার পত্রিকা

মমতার হাত ধরে ডালবড়াও 'স্পেশ্যাল'

সমীর মণ্ডল, নারায়ণগড়

২১ বছর তিনি বেলদা বাজারে তেলেভাজার ব্যবসা করছেন। ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে।

এলাকার বাইরে কেউ তাঁর নাম শোনেনি।

সেই তেলেভাজা বিক্রেতা দেবনাথ কর ওরফে মঙ্গলার নামই এ দিন ছড়িয়ে গেল চতুর্দিকে। কারণ খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর হাতের তৈরি ডালের বড়া খেতে চেয়েছেন যে!

ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েছিলেন, সূর্যকান্ত মিশ্রকে হারাতে পারলে নারায়ণগড় ভোটারদের তিনি প্রাপ্তির ডালি ভরে দেবেন। একই সঙ্গে, বেলদার বিখ্যাত ডালবড়াও খাবেন। মমতার সেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে। তাই প্রতিশ্রুতি মতোই এ দিন নারায়ণগড়ে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য মকরামপুরে তাঁর সভাস্থলের বাইরে ডালবড়ার স্টল বসিয়েছেন বেলদার মঙ্গলা। ২০০৫ বা ২০০৬ সালে একবার বেলদায় এসে মঙ্গলার থেকে মুড়ি ও ডালবড়া খেয়েছিলেন মমতা। তার এত বছর পরও মমতা নিজের থেকে ওই ডালবড়া খেতে চাইছেন, এটা শুনেই দারুণ খুশি মঙ্গলা।

তবে শুধুই কি মুখ্যমন্ত্রী খাবেন? তাহলে সভাস্থলে আসা সব লোকেই তো মঙ্গলার হাতের জাদুর স্বাদ পেতে চায়। তাই স্টলের সামনে বড় বড় দুটি ফ্রেম টাঙিয়ে দেওয়া হয় সাধারণের জন্য। ফলে সকাল থেকেই মঙ্গলার ডালের বড়ার স্টলে উপচে পড়া ভিড়। ৩৫ কেজি খেসারির ডাল বাটা হয়ে গিয়েছে। মোটামুটি ১০টা বাজতে বড় দুটি কড়াইয়ে নিজের হাতে বড়া ভাজতে শুরুও করে দিয়েছিল মঙ্গলা।

কিন্তু বিক্রি যে বন্ধ। কেন? কারণ মঙ্গলা সাফ বলে দিয়েছেন, 'দিদি নিজে যতক্ষণ না ডালবড়া খাচ্ছেন, একটি বড়াও বিক্রি হবে না।' এতক্ষণ স্টলের সামনে ভিড় ক্রমশ বাড়তেই থাকে। শেষে মুখ্যমন্ত্রীর প্লেটে সেই ডালবড়া পৌঁছনোর পর বিক্রি শুরু করেন মঙ্গলা। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সব বড়া শেষ। কারণ সভাস্থলের বহু মানুষই এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে পাওয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত ধরে খ্যাতি পাওয়া ডালবড়ার স্বাদ পেতেও। সেই প্রবল চাহিদা পুরোপুরি মেটানো সম্ভব হয়নি মঙ্গলার পক্ষে। যদিও বিশেষ করে এই দিনের জন্য তিনি ৪/৫ জন বাড়তি কর্মীও এনেছিলেন। গড়বেতার সন্ধিপুর থেকে আসা কাবেরী ও বিধান সরকার যেমন ভেবেছিলেন, কিছু ডালবড়া বাড়ির জন্য নিয়ে যাবেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয়নি।

প্রসঙ্গত, নারায়ণগড় বা বেলদার ডালবড়া যে বিখ্যাত, এমন ধারণা যে খুব প্রচলিত এমন নয়। তবে ভোটের প্রচারে নারায়ণগড়ে এসে মমতা এখনকার 'বিখ্যাত' ডালবড়া খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করতেই সংবাদমাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে। অথচ স্থানীয় মানুষই জানেন না এখানকার ডালবড়া বিখ্যাত কি না। কারণ পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাইয়ের বাবরসা, বর্ধমানের মিহিদানা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, কৃষ্ণনগরের ছানাপোড়ার মতো নারায়ণগড়ের ডালবড়ার নাম কোনও দিন সেভাবে শোনা যায়নি। যদিও মমতার হাত ধরে খ্যাতির তালিকায় উঠে খুশি বেলদা-নারায়ণগড়। বেলদা বাজারের পীতাংশু রায়, দীপঙ্কর ঘোড়া, বিষ্ণু সেনাপতি, নারায়ণগড়ের কালীপদ দাস, মিঠু মিশ্রর কথায়, 'অনেকটা তেলেভাজার দোকানে ডালের বড়া বিক্রি হয় দেখেছি, তবে বিখ্যাত কি না জানি না। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তাঁর কথা থেকেই এখানকার ডালের বড়া বিখ্যাত হয়েছে। এটাই আমাদের কাছে অনেক পাওয়া।'

সৌজন্যে—এই সময়

FLAT FOR SALE

Southern Avenue, Kolkata, furnished modern flat on 9th floor With unique view of Rabindra Sarobar Park and Stadium, South And East Open 2Br/2Bath, 900sq ft avant-gardeinterior decoration Matching modish furniture, decor, appliances, all included. Creation of a renowned int decorator. Asking 1.55 cr negotiable.

Please contact - ph - 973-783-5494

e-mail - dilipguha@hotmail.com

FLAT FOR SALE

In Union City, NJ, Troy Towers,
Very Close to Manhattan
One bed room Co op for sale.
Price $ 129k (negotiable)
Please call : paula brown at 201-866-6500
E-mail : paula@hudsonviewrealty.com

Please send all articles and enquiries about Sangbad Bichitra to :
Dilip Chakrabarti,
200 Winston Drive# 2920
Cliffside Park,
NJ-07010
dcha42@aol.com

Any questions for Membership or Advertisement dues, Please Contact :
Ranadeb Sarkar
346 Yale Road
Garden City, NY - 11530.
e-mail :
ranusarkar@hotmail.com

আপনার চাঁদা বাকি আছে কিনা জানতে চাইছেন? আপনার নাম ঠিকানা লেখা লেবেলে (প্রথম পাতায়) একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra, Periodical (USPS#020-877) is published semi-monthly by Cultural Association of Bengal from 200 Winston Drive#2920, Cliffside Park, NJ-07010
and
additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to Sangbad Bichitra,
4 Entrance Way, Purdys NY 10578

জল নিরাপত্তা দেশের নিরাপত্তার মতোই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল একটি বিষয়

বিশেষ নিবন্ধ

মৃন্ময় চন্দ

'আমাদের মাতৃভূমিকে সুজলাং সুফলাং বলে স্তব করা হয়েছে। কিন্তু এই দেশেই, যে জল পবিত্র করে সে স্বয়ং হয়েছে অপবিত্র, পঙ্কবিলীন...যে করে আরোগ্য বিধান সেই আজ রোগের আকর। দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাণের মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শস্যক্ষেত্রে। সমস্ত দেশ হয়ে উঠেছে তৃষ্ণার্ত, মলিন, রুগ্ন, উপবাসী।'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জল সংক্রান্ত প্রাত্যহিক কিছু তথ্য:

- রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন ৫০ লিটার শুদ্ধ জলের প্রয়োজন। অথচ UNDP-র সাম্প্রতিক পরিসংখ্যা দেখাচ্ছে একজন আমেরিকান প্রতিদিন ব্যবহার করছেন ১০০ গ্যালন অর্থাৎ ৪৫০ লিটার জল (১ গ্যালন = ৪.৫ লিটার) আর বাকি পৃথিবীর প্রতিটা মানুষের দৈনিক বরাদ্দ ৫.২৮ গ্যালন বা ২৩.৭৬ লিটার।
- এশিয়া ও আফ্রিকার বহু মহিলা মাথায় ২০ কেজি জলের নাগরি নিয়ে ৬ মাইল পর্যন্ত পথ অতিক্রমণে বাধ্য থাকেন পরিবারের প্রয়োজনে।
- বিশ্বের ৪ শতাংশ মিষ্টি জলের অংশীদার ভারত কিন্তু বিশ্বের ১৬ শতাংশ জনসংখ্যার ধারক সে।
- বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণায় ভারতে ২১ শতাংশ সংক্রমিত রোগের উৎস দূষিত পানীয় জল।
- প্রতি মিনিটে ৪টি, দিনে ৫৭৬০টি শিশু বিশ্বে পানীয় জল ও পরিচ্ছন্নতার অভাব এবং জলবাহিত রোগে মারা যায়।

প্রতিটি তথ্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ, তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

নদীমাতৃক দেশ ভারতবর্ষ। ১১৩টি নদী। ১৪টি বৃহৎ, ৪৪টি মাঝারি ও ৫৫টি ছোট নদী। অথচ গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই জলের হাহাকার। সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার অথরিটির বয়ানে ভারতের ১৮টি রাজ্যের ২৮৬টি জেলায় ভৌম জলস্তর ১৯৮২-র পর থেকে ৪ মিটারের বেশি নেমে গেছে। পৃথিবীর ৯৭.৫ শতাংশ জল লবণাক্ত, অপেয়। বাকি ২.৫ শতাংশ মিষ্টি জল লবণাক্ত, অপেয় বাকি ২.৫ শতাংশ মিষ্টি জল, সুপেয়। মিষ্টি জলের ৯৮.৮ শতাংশ দুর্গতি কারণ তার অবস্থান উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর হিমশৈলে এবং ভূগর্ভে। হিমবাহ বা হিমশৈলের আয়তন ২২৯৯৫০০০ ঘন কিমি আর ভূগর্ভস্থ ২৭৭৪২০০০ ঘন কিমি; বাকি ২০৮৫ ঘন কিমি নদী-নালা-খাল-বিল-জলাশয়ের জল সারা পৃথিবীর তৃষ্ণা মেটায়। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের মাত্র ২.৪৫ শতাংশ-র অংশীদার ভারত আর পৃথিবীর সামগ্রিক জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ-র গৌরবান্বিত দাবিদার সে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সারা পৃথিবীর নিরিখে ০.৭ শতাংশ ও এশিয়ার ৯.৩৬ শতাংশ। তথাপি ভারত শুষ্ক। প্রতি গ্রীষ্মে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জীবন যখন শুকায়ে যায় তখন সেই জীবনকে করুণাধারায় সিক্ত রাখতে চালাতে হয় জলের ট্রেন। নদী-নালা, জলাশয়, বৃষ্টিপাতের অকল্পনীয় প্রাচুর্যের দেশ ভারতবর্ষে ৭০ কোটি মানুষ আজ বঞ্চিত প্রাথমিকের ন্যূনতম পানীয় জলটুকুর জোগানে।

কেন ভাবতেন এই অভূতপূর্ব জলসংকট?

ডঃ কিরীট এস পারিখ (Kirit, S Parikh), ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, 'ইন্টিগ্রেটেড রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন ফর ডেভেলপমেন্ট (IRADe)' ও যোজনা কমিশনের জল ও শক্তি বিভাগের সদস্য তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জলসংকটের স্বরূপ নির্ধারণে তিনটি বিষয়কে দায়ী করছেন। ১. জনসংখ্যার লাগামহীন বৃদ্ধি। ২. জলের নিকৃষ্ট মান। বেশিরভাগ নদীর জল পান এমনকী স্নানেরও অযোগ্য। ১৯৮৬-তে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের বহুকষ্টের পরেও আজও কাজ কিছু হয়নি। শহরাঞ্চলে পরিশ্রুত পানীয় জলের সরবরাহে যতটা সরকারি বিনিয়োগ ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন দরকার তাও করা হয়নি। রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলো প্রযুক্তি, লোকাভাব ও অর্থাভাবে ধুঁকছে ফলে নিয়ন্ত্রণহীন শিল্পজাত বর্জ্য অবাধে গঙ্গার জলে মিশেছে ও গঙ্গার জলকে দূষিত করেছে। ৩. ভৌম জলের চাষের কাজে যথেচ্ছ ব্যবহার জলের মূল উৎসকেই ধ্বংস করেছে।

গরিবরাই কেবল জল সংকটের শিকার?

শহরে সম্পন্ন মানুষ সারা পৃথিবীতেই যায় এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার জল বুভুক্ষু অঞ্চলেও সামান্য অর্থ ও সরকারি ভর্তুকির কল্যাণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ব্যবহারের সুযোগ পায় বস্তিবাসী গরীব মানুষ দৈনিক ২০ লিটার জলও পাচ্ছেন না গৃহস্থালির কাজে, মহিলাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সারা পৃথিবীতেই গরিব মানুষেরা বঞ্চিত আইনি অধিকার থেকে, বঞ্চিত সরকারি সুযোগ সুবিধা ও পরিকাঠামো থেকে অর্থাৎ এই জলসংকট manufactured বা কৃত্রিম উপায়ে সরকারে আসীন রাজনৈতিক কুশীলবদের তৈরি। পরিশ্রুত পানীয় জলের প্রশ্নেও দেশেই পরিকাঠামো বেশি অর্থ ব্যয় করছেন অথচ পরিশ্রুত পানীয় জলের স্বপ্ন থেকে যাচ্ছে অধরাই। ফলে মানব উন্নয়নের ধারাটিও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সাংঘাতিক। বিদেশনীতিতে সর্বাধিক গুরুত্ব পায় দেশের নিরাপত্তা, তারপরেই উৎপত্তি হানা, জঙ্গিবাদ, পারমাণবিক অস্ত্রপ্রসার এবং বেআইনি মাদক ও অস্ত্রের চোরাচালান। এই পটভূমিতে জল নিরাপত্তার মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ, একটি বিষয় হারিয়ে যেতে তার প্রাসঙ্গিকতা। পরিশ্রুত পানীয় জল ও পরিচ্ছন্নতার অভাবে প্রতি বছর ১৮ লাখ শিশুর মৃত্যু হয় এই বিশ্বে। এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধ-সন্ত্রাস-পারমাণবিক বৈরিতা ১৮ লাখ শিশুর প্রাণ কেড়ে নিয়েছে? এইডস বা অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাকে বাগ মানাতে মুহূর্তের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় আন্তর্জাতিক সখ্যতা ও সনদ, তৈরি হয় নির্দিষ্ট পরিকল্পনা। বিশ্বের অমিত পরাক্রমী ৮টি দেশ মুহূর্তে তৈরি করে ফেলে 'গ্রুপ অব এইট', সামলানো যায় যেকোনও ভয়াল সমস্যাকে। অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে মর্মন্তুদ, হৃদয়বিদারক, জটিল, বহুমাত্রিক ও আত্মঘাতী সমস্যা। জল নিয়ে কারুর কোনও মাথাব্যথা নেই। কারণ জল সমস্যার ভুক্তভোগী সবচেয়ে বেশি কিছু গরিব দেশের অর্বাচীন গরিব মানুষ। এই হৃদয়-বিদারক গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণটি UNDP-র হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অফিসের ডিরেক্টর, Kevin Watkins-এর।

ভারতে কয়েকটি বড় শহরের জল সরবরাহ ও ব্যবহার চিত্র (সারণি ১)

শহর	জল সরবরাহ শতাংশ	জল পাওয়ার সময় (ঘণ্টা)	জল খরচ লি/ক্যাপিটা/দিন	হিসাব বহির্ভূত শতাংশ	জলের মিটার শতাংশ	গড় শুল্ক টা/কি
কলকাতা	৭৯০	৮.৩	১৩০.০	৩৫.০	০.১	১.১
মুম্বই	১০০.০	৪.০	১৯১.০	১৩.০	৭৫.০	৪.৬
চেন্নাই	৮৯৩	৫.০	৮৭.০	১৭.০	৩.৫	১০.৯
বেঙ্গালুরু	৯২৯	৪.৫	৭৪.০	৪৫.০	৯৫.৫	২০.৬
আমেদাবাদ	৭৪.৫	২.০	১৭১.০		৩.০	১.৪
বেনারস	৭৭৭	৭.০	১৪৭.০	৩০.০		৩.২

পশ্চিমবঙ্গে জলের চাহিদা, জোগান ও ঘাটতি চিত্র (সারণি ২)

সাল	জলের চাহিদা (মিলিয়ন কুঃ মিঃ)	ঘাটতি
২০০০	১০.৮৫	৩৮
২০১১	১৩.০২	৪৮
২০২৫	১৬.৬০	৫৯

সূত্র। রাজ্যের সেচ দপ্তরের পরিসংখ্যান (জেন্ত্র)

পশ্চিমবঙ্গের জলছবি:

পশ্চিমবঙ্গে মোট ১২৭টি মিউনিসিপ্যাল বা কর্পোরেশনের মতো সরকারি সংস্থার মাধ্যমে গোটা জল সরবরাহ ব্যবস্থাটি পরিচালিত হয়। ভৌম জলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ১৯৯৩-এর দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, দি ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্সেস (ম্যানেজমেন্ট, কন্ট্রোল অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট—২০০৫ ও দিস মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট—২০০৬। কোনও আইনই জল সুরক্ষা বা অপচয় রোধে যথেষ্ট নয়। অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় কলকাতায় জল ব্যবহারে প্রদেয় মাসুলের পরিমাণ সবচেয়ে কম, জলের অপচয় রোধে নেই কোনও কড়া দাওয়াই। আই আই এম, আমেদাবাদের বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করছেন জলের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়বে, পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদন একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া সুতরাং জলের মিটার বসিয়ে নির্দিষ্ট অঙ্কের মাশুল আদায় আবশ্যক। এর সঙ্গে প্রয়োজন জলাভূমি সংরক্ষণ; যেমন, বানতলার কাছে দক্ষিণ পূর্ব কলকাতা। এই অঞ্চলের ভেড়ি বা জলাভূমি স্বীকৃত 'রামসর ওয়েটল্যান্ড অব ইন্টারন্যাশনাল ইমপর্টেন্স' হিসাবে কিন্তু অসাধু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চক্রান্তে এই অঞ্চলের জলাভূমিও কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে দ্রুত অপস্রিয়মাণ।

জল সংকটমোচনের আশু উপায়:

১. সেচের কাজে যথেচ্ছ ভৌম জল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা, শুখা মরশুমে বা খরিফ সময় বোরো, আখ ও তুলো চাষ নিয়ন্ত্রণ, 'জল ধরো জল ভরো', স্লোগানকে কাজে পরিণত করা। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় (২০১২-১৭) তার ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। ২. যেমন খুশি ভৌম জল উত্তোলনে নজরদারি চালু হলে আর্সেনিক নিয়ন্ত্রণও সহজ হবে. ৩. পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ বা বিলি বণ্টন পুরোটাই সরকারি সম্পদের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং জল সংক্রান্ত কোনওরকম বেসরকারিকরণকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে। ৪. পরিশ্রুত পানীয় জল উৎপাদন ব্যয়বহুল সুতরাং শিল্পের মতো জল ব্যবহারেও মাশুল প্রণয়ন করা উচিত। জলের অপচয় খানিকটা হলেও তাতে কমবে। আর দরকার সুপরিকল্পিত সুষ্ঠু জলনীতি। ৫. নতুন নতুন বাঁধ নির্মাণে কাজের কাজ খুব একটা কিছু হয় না, বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণে বেশি মনোযোগী হওয়া দরকার। ৬. গাছের গোড়ায় বড় বিছিয়ে ভিজিয়ে রাখলে মাসে ৭৫০-১৫০০ গ্যালন জল সঞ্চয় করা যায়; সুইমিং পুল ঢেকে রাখলে, জল বাষ্পীভূত না হলে, মাসে ১০০০ গ্যালন জল বাঁচে; জলের পাইপের ফুটো যথাসময়ে মেরামত করলে দিনে বাঁচানো যায় ২০ গ্যালন জল, চানের শাওয়ার-এর মাথা ছোট ছিদ্রযুক্ত হলে আর ২ মিনিট কম চান করলে মাসে বাঁচানো যায় ৭০০ গ্যালন জল।

অ্যাডাম স্মিথের ভাষায় জীবনের জন্য জল অপরিহার্য, অত্যাবশ্যকীয়; হীরে নয়। হীরে অমূল্য, জলের কোনও দাম নেই। জলের মূল্য বুঝতে পারলেই জলের অপচয় কমবে।

সৌজন্যে—বর্তমান

এনএসজি বিতর্কের মধ্যেই অরুণাচলে ঢুকল চীনা সেনা

নয়াদিল্লি ও বেজিং: 'নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপ' (এনএসজি)-তে ভারতের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিতর্কের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্ত লঙ্ঘন করে ভারতীয় ভূখণ্ডে চীনা সেনা ঢুকে পড়া নিয়ে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হল। দিনচারেক আগে অরুণাচল প্রদেশের পূর্ব কামেং জেলার ইয়াংতে এলাকায় লালফৌজের প্রায় আড়াইশো সদস্য ঢুকে পড়ে বলে অভিযোগ। যদিও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চীনা সেনা ভারতীয় ভূখণ্ড ছেড়ে দেশে ফিরে যায় বলে প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে। এনএসজি-তে ভারতের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করছে বেজিং, এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় ভূখণ্ডে চীনা সেনার ঢুকে পড়ার ঘটনাকে খুব সহজভাবে নিতে নারাজ ওয়াকিবহাল মহল।

অরুণাচল প্রদেশে আন্তর্জাতিক সীমান্ত লঙ্ঘন করে চীনা সেনার এ দেশে ঢুকে পড়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। তবে, চলতি বছরে এই প্রথম আন্তর্জাতিক সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটালো লালফৌজ। সূত্রের খবর, গত ৯ জুন প্রায় তিন ঘণ্টা ভারতীয় ভূখণ্ডে ঘোরাফেরা করেছিল চীনা সেনা। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাচ্ছে, ২০১০, '১১, '১২, '১৩ও '১৪ সালে যথাক্রমে ২২৮, ২১৩, ৪২৬, ৪১১, ও৩৩৪ জন চীনা সৈন্য সীমান্ত পেরিয়ে অরুণাচলে ঢুকেছিল।

এদিকে, এনএসজির সদস্যপদ নিয়ে ভারতের দাবির বিপক্ষে যের বুলল বেজিং। চীনের সরকারি গণমাধ্যমে বলা হয়, ভারত ও পাকিস্তান দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র। দুই দেশই পারমাণবিক শক্তিধর। তাই কোনও কারণে ভারত এনএসজির সদস্যপদ পেলে নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অস্থিরতার সৃষ্টি হবে। যা চীনের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ণ করবে।

সূত্রের খবর, ৪৮ সদস্য বিশিষ্ট এনএসজির ভিয়েনার বৈঠকে সিংহভাগ সদস্য ভারতের অন্তর্ভুক্তির দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু চীনের পাশাপাশি নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রিয়া এই দাবি বিরোধিতা করেছিল। যেহেতু, ভারত পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি, সেই বিষয়টিকে হাতিয়ার করেই নয়াদিল্লির দাবির বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছে বেজিং।

সৌজন্যে—বর্তমান

১৫ থেকে ফারাক কমে দাঁড়াল তিনে

একের পর এক বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পর এ বার রাজ্যসভার ভোটেও কংগ্রেস শীর্ষনেতৃত্বের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিল।

রাজ্যসভায় আট রাজ্যের ৫৭টি আসনে নির্বাচনের পর কংগ্রেসের সঙ্গে অনেকটাই ব্যবধান কমিয়ে ফেলল বিজেপি। অন্য দিকে কংগ্রেসের অন্দরমহলে শীর্ষনেতৃত্বের বিরুদ্ধে নতুন বিদ্রোহের ইঙ্গিত মিলল। হরিয়ানায় সনিয়া গাঁধীর নির্দেশ সত্ত্বেও তাঁর পছন্দের প্রার্থী আর কে আনন্দ হেরে গিয়েছেন। তাঁকে হারিয়ে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপি-সমর্থিত মিডিয়া ব্যারন সুভাষ চন্দ্র। কংগ্রেস নেতারা মনে করছেন, রাজ্যের নেতা ভূপেন্দ্র সিংহ হুডা হাইকম্যান্ডের নির্দেশ না মানাতেই এ ভাবে দলের মুখ পুড়েছে।

লোকসভায় বিজেপির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও রাজ্যসভায় কংগ্রেসই সব থেকে বড় দল হওয়ার সুবাদে এত দিন মোদী সরকারকে বিপাকে ফেলেছে। জমি অধিগ্রহণ বিলে সংশোধন থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সংস্কারের বিলে সরকার রাজ্যসভাতেই বারবার হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু সাত রাজ্যে রাজ্যসভার ৫৭টি আসনে নির্বাচনের পর কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির ব্যবধান অনেকটাই কমিয়ে এনেছে বিজেপি। কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ৬৪ থেকে কমে এসেছে ৫৭-তে। অন্য দিকে বিজেপির সদস্যসংখ্যা ৪৯ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৪।

এমন নয় যে এর ফলে রাজ্যসভার সমীকরণ পাল্টে যাচ্ছে। কারণ আপাত ভাবে কংগ্রেসের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির ভিড় অনেক বেশি। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির ব্যবধান কমে আসায় ভবিষ্যতে অনেক বিলেই সরকারের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট জোটানো সম্ভব হবে বলে আশাস করছেন মোদী সরকারের মন্ত্রীরা।

কংগ্রেসের জন্য খুশির খবর হল, পি চিদম্বরম, কপিল সিব্বলের মতো ইউপিএ-সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা এ বার রাজ্যসভায় আসছেন। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেস প্রার্থীকে জিতিয়ে আনতে সাহায্য করেছেন বসপা-নেত্রী মায়াবতী। উল্টো দিকে বিজেপিও বেঙ্কাইয়া নায়ডু, মুখতার আব্বাস নকভি, নির্মলা সীতারমন, পীযূষ গয়ালদের মতো হেভিওয়েট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে রাজ্যসভায় জিতিয়ে এনেছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে ফের রাজ্যসভায় ফিরছেন অমর সিংহ। কিন্তু কংগ্রেসের অন্দরমহলের ছবিটা যে মোটেই সুখকর নয়, তা আজকের ভোটে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ছত্তীসগঢ়ে অজিত জোগী, মহারাষ্ট্রে গুরুদাস কামাথরা দল ছাড়ার হুমকি দেওয়ার পর সনিয়া গাঁধী নিজেই তাঁদের উষ্মা কমাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সনিয়ার চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছেন হরিয়ানা ভূপেন্দ্র সিংহ হুডা। হরিয়ানায় দু'টি আসনে ভোটাভুটি হয়েছিল। বিজেপির মন্ত্রী বীরেন্দ্র সিংহ চৌধুরীর একটি আসনে জয় নিশ্চিত ছিল। অন্য আসনে আইনজীবী আর কে আনন্দকে জেতানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন সনিয়া। কংগ্রেস ছাড়াও আইএনএলডি-র উপরে ভরসা করেছিলেন আনন্দ। কিন্তু দিনের শেষে দেখা যায়, ভুল কালি ব্যবহার করার জন্য ১৪ জন কংগ্রেস বিধায়কের ভোট খারিজ হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস শীর্ষনেতৃত্ব মনে করছে, এটা আসলে অন্তর্ঘাত। এ বিষয়ে হুডার ব্যাখ্যা দাবি করেছে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড।

কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ বলেন, ''হতাশাজনক ঘটনা। কেন এমন হল, তা খতিয়ে দেখতে হবে। তবে দলের অন্দরে যখন পালাবদল চলে, বাইরের পরিস্থিতি বিরূপ থাকে, তখন এই ধরনের ঘটনা, আবার পরে তা ঠিকও হয়ে যায়।''

উত্তরপ্রদেশ থেকে কপিল সিব্বলের রাজ্যসভায় জেতা নিয়েও অনিশ্চয়তা ছিল। সিব্বলকে প্যাঁচে ফেলতে গুজরাত থেকে নরেন্দ্র মোদী-ঘনিষ্ঠ শহর ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীর স্ত্রী প্রীতি মহাপাত্রকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে খাড়া করেছিল বিজেপি। দিনের শেষে সিব্বল জিতেছেন ঠিকই। কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসের ২৯ জন বিধায়ক থাকলেও মাত্র ২৫টি প্রথম পছন্দের ভোট পেয়েছেন সিব্বল। অথচ কংগ্রেসের নিজস্ব ভোট ছাড়াও রাষ্ট্রীয় লোক দলের ভোট পাবেন বলে আশা করেছিলেন সিব্বল। শেষবেলায় মায়াবতীর দলের ভোটই সিব্বলের রক্ষাকর্তা হয়ে উঠেছে।

সাধারণত রাজ্যসভার ভোট ঘিরে তেমন উত্তেজনা তৈরি হয় না। কিন্তু এ বারের ছবিটা ছিল অন্য রকম। কর্নাটক থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে ঘোড়া কেনাবেচার অভিযোগ উঠেছিল। কংগ্রেস, বসপার মতো দলের নেতারা বিজেপির বিরুদ্ধে টাকা ওড়ানোর অভিযোগ তুলেছে। আজ ঝাড়খণ্ডে ভোট চলাকালীনই জেএমএম-বিধায়ক চামরা লিন্ডাকে তিন বছরের পুরনো একটি মামলায় গ্রেফতার করা হয়। উত্তরপ্রদেশে আবার বিজেপির বিধায়ক বিজয়বাহাদুর যাদব নিজেই জানিয়েছেন তিনি সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন।

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

ভিনদেশের তটে প্রথম ৬ কন্যার তরী

কমলেশ চৌধুরী

জলপথে বিশ্বভ্রমণে বেরোবে নৌসেনার তরী। 'হাল-বৈঠা' সবই থাকবে শুধু নারীবাহিনীর হাতে। ভারতীয় নৌসেনার সেই পরিকল্পনার মহড়ায় ফেব্রুয়ারিতে বিশাখাপত্তনম থেকে গোয়া পৌঁছেছিল 'আইএনএসভি মহাদেই'। শুধু কন্যাদের হাতে নৌসেনার নৌকা ভাসানো সেই প্রথম। এ বার ভারত মহাসাগরে ২০ দিন ধরে ভেসে সেই তরী পৌঁছে গেল মরিশাসে। সেইলিং ভেসেল নিয়ে প্রায় চার কিলোমিটার পেরিয়ে কন্যাদের প্রথমবার ভিনদেশের তটে পৌঁছনোর সাফল্যে খুশি ভারতীয় নৌসেনা।

সবচেয়ে খুশি সম্ভবত মহাদেই-এর কম্যান্ডিং অফিসার কম্যান্ডার দিলীপ দোন্ডে। এই তরী নিয়ে তিনিই প্রথম ভারতীয় হিসেবে একা দুনিয়া ঘুরে (সোলো সারকামনেভিগেশন) এসেছিলেন। তার পর খুঁজে বের করেছেন নৌসেনার বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত কন্যাদের। ট্রেনিং দিয়েছেন। শেষমেশ ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউয়ের শেষে পাঁচ কন্যাকে পুরোপুরি দায়িত্ব সঁপে নিজে সরে দাঁড়ান সাফল্যের খুশির দেখা হয় সেদিন। এর পর গোয়ার মাঝিয়ে টানা প্রশিক্ষণ চলছে। মহাদেই দেখতে পালতোলা নৌকার মতো হলেও বস্তু বিশাল। দৈর্ঘ্য ১৭ মিটার। ওজন ২৩ টন। শুধু চালু করা আর তটে ভেড়ার সময়ই ইঞ্জিনের প্রয়োজন হয়। বাকি সময় হাওয়ার গতিই ভরসা। তাই মহাদেই-এর দ্বিতীয় সংস্করণের কাঠামো তৈরির সময় থেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খ নজরে রাখতে হয়েছে তাঁদের। যাতে সমস্যায় পড়লেও সমাধান নিজেরাই করতে পারেন। এখনও পর্যন্ত ঠিক রয়েছে, ২০১৭ সালে বিশ্বভ্রমণে বেরোবে নারীবাহিনী। তার জন্য মহড়ায় যাতে কোনও খামতি না থাকে, তাই বেছে নেওয়া হয় 'ওপেন সি ভয়েজ' হতে পারে এমন পেশাকে। বেছে নেওয়া হয় বর্ষার সময়কেই, যাতে খারাপ আবহাওয়ার সঙ্গে যুঝে নিতে পারেন নারী-সেনারা।

মরিশাসের পথে নৌসেনার সেই তরী

বাস্তবে হয়েছেও তাই। মহাদেই-এর অভিজ্ঞতা বলছে, ঘণ্টায় ৬৫ কিলোমিটার গতিবেগে বয়ে যাওয়া হাওয়ার মধ্যে পড়তে হয়েছে। সামলাতে হয়েছে পাঁচ মিটার পর্যন্ত উঁচু ঢেউ। সবশেষে পোর্টলুইস বন্দরে পৌঁছয় মহাদেই। মরিশাস কোস্টগার্ডের কর্তারা ছয় কন্যাকে স্বাগত জানান। আবার ২৪ জুন তাঁরা পোর্ট লুইস থেকে গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। এই পর্বে মরিশাসের প্রেসিডেন্ট-সহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ চলবে। সফল যাত্রার খবরে কম্যান্ডার দোন্ডে 'এই সময়'কে ফোনে বলেন, 'শুধু মেয়েদের একটি দল নৌকা নিয়ে সমুদ্রে এতটা পথ অতিক্রম করছে, গোটা দুনিয়ায় এমন ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। ওদের কৃতিত্বে আমি গর্বিত।' প্রাথমিক ভাবে ঠিক ছিল, বিশ্বভ্রমণের আগে দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা সফরে বেরোবে মহাদেই। অবশ্য দোন্ডে বলেন, 'ওদের ফিরতে দিন। এর পর কী করবে, সেটা ওরাই ঠিক করবে।'

মহাদেই-এর নেতৃত্বে যিনি রয়েছেন, সেই লেফটেন্যান্ট ভর্তিকা যোশীর জন্ম পাহাড়ি এলাকা উত্তরাখণ্ডে। শুধু তাই নয়, নৌসেনার আর্কিটেক্ট বিভাগে কর্মরত ছিলেন তিনি। অবশ্য বাকি পাঁচ কন্যাই নৌসেনার বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত। যেমন, লেফটেন্যান্ট পি স্বাতী, লেফটেন্যান্ট প্রতিভা জামওয়াল রয়েছেন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে, লেফটেন্যান্ট বিজয়া দেবী, সাব লেফটেন্যান্ট পায়েল গুপ্তা রয়েছেন শিক্ষা বিভাগে। লেফটেন্যান্ট বি ঐশ্বর্য ভর্তিকার মতোই নেভাল আর্কিটেক্ট। রোমাঞ্চ-প্রেমই তাঁদের মহাদেই-এ টেনে এনেছে।

সৌজন্যে—এই সময়

১০০ দিনের কাজ নিয়ে রাজ্যের 'পারফরম্যান্স' রিপোর্ট তলব কেন্দ্রের

কৌশিক ঘোষ, কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গ-সহ সব রাজ্যের কাছ থেকে একশো দিনের কাজের প্রকল্পের পারফরম্যান্স রিপোর্ট চাইল কেন্দ্রীয় সরকার। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে, এটাও জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে এবং চলতি '১৬-'১৭ আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে কতটা কাজ হয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে মে মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে ই-মেলের মাধ্যমে জানাতে হবে রাজ্যগুলিকে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম সচিব অপরাজিতা সারেঙ্গির গত ২৪ মে তারিখে পাঠানো চিঠিতে কোন কোন বিষয়ের উপর রিপোর্ট দিতে হবে, তা প্রোফর্মার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, একশো দিনের প্রকল্পের খরচের প্রায় ৯০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আসে। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্র যা চাইছে, এটার কোনও মানেই হয় না। একশো দিনের প্রকল্পে কোনও আগাম অর্থ দেওয়া হয় না। আমরা কী কাজ করেছি, সেটা খতিয়ে দেখে অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

রিপোর্টে কাজ কতটা হয়েছে, তার পাশাপাশি আর্থিক হিসাব পেশ করতে হবে রাজ্যগুলিকে। কত পরিবার কাজের দাবি করেছে ও তাদের মধ্যে কতজন কাজ পেয়েছে, তার হিসাব তো দিতেই হবে। মোট যে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে, তার হিসাব দেওয়ার পাশাপাশি এর কতটা তফসিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলারা পেয়েছেন, তার শতাংশের হিসাবও উল্লেখ রাখতে হবে রিপোর্টে। শ্রমদিবস সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা কী ছিল ও তার কতটা পূরণ হয়েছে, তা জানাতে হবে রাজ্যগুলিকে। কত পরিবার একশো দিন কাজ পেয়েছে সেটার পাশাপাশি খরা ঘোষিত এলাকায় একশো দিনের বেশি কাজ দেওয়ার পরিসংখ্যানও জানাতে হবে কেন্দ্রকে।

আর্থিক বছরের শুরুতে প্রকল্পে কত টাকা ছিল, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কত টাকা দিয়েছে, মোট কত খরচ হয়েছে এবং খরচের মধ্যে কতটা মজুরি দিতে ব্যয় হয়েছে, তা জানাতে হবে রিপোর্টে। কাজ কতটা শেষ হয়েছে, সেটাও বিস্তারিত ভাবে জানাতে হবে। যত কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে কত সম্পূর্ণ হয়েছে, জানাতে হবে তাও। জল সংরক্ষণ, সেচ, জলাশয় সৃষ্টি, বনসৃজন, জমির উন্নয়নের কাজের হিসাব ও এতে কী উপকার হয়েছে, তাও জানতে চেয়েছে কেন্দ্র। বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে কত পরিবার উপকৃত হয়েছে, সেই হিসাবও পেশ করতে হবে।

তবে রাজ্যগুলির কাছ থেকে পারফরম্যান্স রিপোর্ট চাইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব নজরদারিতে প্রাপ্ত তথ্য পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে রাজ্যের কোন ক্ষেত্রে খামতি আছে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছে। গত এপ্রিল মাসে একশো দিনের প্রকল্প রূপায়ণে কোথায় খামতি আছে, তা জানিয়ে ৩ মে রাজ্য সরকারকে চিঠি দেয় কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। ওই চিঠিতে বলা হয়েছিল, এপ্রিল মাসে ৬ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে ১১৮ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হওয়ার কথা। মজুরি মেটানোর ক্ষেত্রে দেরি হওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ৪৩ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকার মজুরি নির্ধারিত ১৫ দিনের পর দেওয়া হয়। মোট মজুরির এটা ৪০ শতাংশ। '১৪-'১৫ আর্থিক বছরে শুরু হওয়া ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬৫৬টি কাজ যে অসম্পূর্ণ আছে, সেটাও মনে করিয়ে দেওয়া হয় রাজ্য সরকারকে। অসমাপ্ত কাজগুলি আগামী জুলাই মাসের মধ্যে শেষ করতে বলা হয়েছে। একশো দিনের প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের গরিব মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে ব্যক্তিগত সম্পদ তৈরিতে জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্যে এপ্রিল মাসে মোট কাজের ৪৮ শতাংশ ব্যক্তিগত জমিতে হয়েছে। এই খাতে মোট বরাদ্দের ১৫ শতাংশ খরচ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টিতে আরও বেশি নজর দিতে বলেছে কেন্দ্র। প্রসঙ্গত, একশো দিনের প্রকল্পে গ্রামের বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণে জোর দিয়েছে কেন্দ্র। কৃষি সংক্রান্ত কাজে আরও খরচ করার পরামর্শ দিয়েছে। কেন্দ্র এই সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছে, তাতে একশো দিনের বিভিন্ন ধরনের কাজে '১৬-১৭ আর্থিক বছরে কী লক্ষ্যমাত্রা আছে ও তার কতটা এপ্রিল মাসে হয়েছে, সেই হিসাব দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলিকে অবিলম্বে একশো দিনের কাজের প্রকল্পের জন্য এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি কাউন্সিল গঠন করতে বলেছে কেন্দ্র। একশো দিনের প্রকল্পের আইনে এই কাউন্সিল গঠনের বিষয়টি আছে। সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি এক নির্দেশে বলেছে, প্রকল্প ঠিকমতো চলছে কি না, সে ব্যাপারে নজরদারি করতে সব রাজ্যে কাউন্সিল গঠন করতে হবে। দু'মাসের মধ্যে কমিটি গঠন করে তার বৈঠকের বিস্তারিত বিবরণ পাঠাতে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্র।

—সৌজন্যে বর্তমান

FLAT FOR SALE IN SANTOSHPUR, MODERN PARK

BUILT-UP AREA ABOUT 1000 SQ. FT ON FIRST FLOOR

NORTH EAST OPEN, 2 BEDROOMS, 2 BATHROOMS INCLUDING COVERED SHOWER (ONE ATTACHED WITH ONE BEDROOM), BALCONY, CERAMIC TILE FLOORS AND MORE

PLEASE VISIT: WWW.HOUSING.COM/IN/BUY/PAGE/138708 :
CONTACT: KOLKATA – P.K.SENGUPTA, 94 7724 0336 & 70 5993 4717
USA: JOYSRI SARKAR, 504-246-4017 & 504-701- 5724

We are consolidators for Singapore, Qatar, China, Air Canada, PAL, Jet Airways, Air India, Singapore, Korean, Royal Jordanian, Asiana. Our New partner Gulf Airlines Preferred rates on Emirates, Northwest, Lufthansa.
Come see our new office
12375 Bissonnet St Suite # B Houston, TX 77099-1273 ;
Tel: 888-811-5377; 281- 530-3000
Fax: 281-530-3798 ; Email: camdentravel@aol.com

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization
Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.
IRSEmp.No.51-0180481

Membership Fee:

- [ ] US$ 25.00 (USA _ Annual)
- [ ] US$ 250.00 (USA – Life)
- [ ] US$ 35.00 (Canada – Annual)
- [ ] US$350.00(Canada – Life)

MEMBERSHIP FORM

Name: ____________________
Spouse's Name: ____________________
Address: ____________________
City: __________ State: ____ ZIP ______
Phone #: __________ E-mail: __________

Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): $ ____

Signature : ____________________ Date: ________

PLEASE CHEK ONE:
NEW MEMBER: ☐
RENEWAL: ☐

MAIL TO: RANADEB SARKAR
346 YALE ROAD
GARDEN CITY, NY 11530

S.B.MUKHERJEE & CO., P.C.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
P.O. BOX 1464
YORKSTOWN HEIGHTS, NY 10598

TEL: (914) 962-0050 FAX: (914) 962-1067

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS FOR NABC 2014

The Board of Trustees
North America Bengali Conference 2014
(A Program of Cultural Association of Bengal)

We have audited the accompanying statement of assets and fund balance arising from cash transactions of North America Bengali Conference 2014 (NABC2014), which is a program of the Cultural Association of Bengal (a non-profit organization) and the related statements of revenues collected and expenses disbursed for the period July 1, 2013 through May 31, 2015. These financial statements are the responsibility of the Fund's management. Our responsibility is to express an opinion of these financial based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards in the United States of America. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statement. An audit includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

The Fund's policy is to prepare its financial statements on the basis of cash receipts and disbursements, which is a comprehensive basis of accounting other than generally accepted accounting principles, Consequently, certain revenues and the related assets are recognized when received rather than when earned and certain expenses are recognized when paid rather than when the obligations are incurred.

In our opinion, the aforementioned financial statements present fairly, in all material respects, the assets and fund balance arising from cash transactions of the Fund as of July 1, 2013 and the revenues collected and expenses disbursed for the period July1, 2013 through May31, 2015 on the basis of comprehensive basis of accounting other than generally accepted accounting principles.

Our audit was made for the purpose of forming an opinion on the basic financial statements taken as a whole. The supplementary information included in Schedules A, B and C, is prepared for purposes of additional analysis and is not a required part of the basic financial statements. Such information had not been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the basic financial statements and, we express no opinion, on them.

This report is intended solely for the information and use of the Board of Trustees of Cultural Association of Bengal and management of the Fund and is not intended to be and should not be used by anyone other than these specified parties,

Yorktown Heights, New York *S.B.MUKHERJEE & CO., CPAS, P.C.*
May 26, 2016

Flat for sale

In an upscale neighborhood within walking distance from shops,restaurants,parks,hospitals,public transportation and other facilities near Park Street area. 2 bedrooms, 2 full baths, balcony 1770 sq. ft.(super built) in a magnificent building designed by Haafiz contractors,recreational facilities in a terrace garden. Entrance and exit gates, large driveway, 24 hour security, cleaning crew, in house electrician, plumber and lift man. Please contact 610 664 5112

School for sale

A profitable English medium school in Burdwan (50 miles from Kolkata) for sale. KG to class 10 (affiliated to Delhi board ICSE). A well managed, new 4 story modern infrastructure with big playground and 700 hundred students. Equipped with smart class (computer assisted learning), science labs,library, 4 school buses. For more details contact. prajalgoswami@gmail.com

ইনকারসেরেটেড

কৃষ্ণা চৌধুরী

নভেম্বরের মাঝামাঝি সাধারণত 1st Marking period এর রেজাল্ট বেরোয়। এইদিন স্কুল হাফ ছুটি হয় এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের বাবা, মা বা অন্যান্য কোনো আত্মীয়স্বজনকে স্কুলে আসতে হয় রিপোর্টকার্ড নেওয়ার জন্য। স্টুডেন্টদের হাতে রিপোর্টকার্ড দেওয়া হয়নি। সেদিন gymnasium এ সমস্ত টিচাররা টেবিল পাতে সারি সারি। নিজের নিজের স্টুডেন্টদের লিস্ট নিয়ে বসে তারপর parent রা নিজেদের ছেলেমেয়েদের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে যায় এসে।

সেবছর এমনই এক November এর মাঝামাঝি আমরা সবাই gym এ নির্দিষ্ট টেবিলে গিয়ে বসেছি। বিরাট বড় gym এ চারিদিকে সব ডিপার্টমেন্টের টিচাররা বসেছে, মাঝখানে গাদা গাদা চেয়ার সাজানো রয়েছে অভিভাবকদের বসার জন্য।

আমি যখন ঢুকলাম দেখি আমার টেবিলে দুজন বসে রয়েছে, দেখেই চিনলাম Brittany র বাবা মা। হেসে আপ্যায়ন করে নিজের চেয়ারটিতে বসলাম, রিপোর্ট কার্ডের বান্ডিল খুলে Brittany র রিপোর্ট কার্ডটি ওর বাবা মার হাতে তুলে দিলাম। Brittany খুবই ভাল মেয়ে, সুতরাং তার তারিফ করা ছাড়া আর কিছু বলার ছিল না আমার। এরপর একের পর এক বহু অভিভাবকদের সাথে মোলাকাত হল যা প্রত্যেক বছরেই হয়ে থাকে, এটি নতুন কিছু নয়।

লক্ষ্য করলাম এক ভদ্রমহিলা বেশ অনেকক্ষণ ধরেই আমাদের টেবিলের উল্টোদিকে একটু দূরে চেয়ারে বসে আমার দিকেই যে দৃষ্টিতে দেখছেন কিন্তু কাছে আসছেনও না কিছু বলছেনও না। প্রথম দিকে তেমন গা করিনি। ভাবলাম হয়তো নিজের ছেলে বা মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। তারপর কেমন যেন মনে হল বোধহয় আমার সঙ্গেই কথা বলতে চায়, তবু কিছু বললাম না। বেলা ১টা থেকে রিপোর্ট কার্ড দেওয়া শুরু হয়েছে, এখন বাজে সাড়ে চারটে। ভদ্রমহিলা কিন্তু নড়ছেনও না চড়ছেনও না ঠায় একভাবে চেয়ারে বসে রয়েছেন আমার দিকে তাকিয়ে। আর আধঘণ্টা পরে আমাদের dinner break হবে, পাঁচটা থেকে ছ'টা। তারপরও সবাইকে একঘণ্টা থাকতে হবে তবে দিনের কর্ম শেষ হবে। Dinner থেকে ফিরে এসে দেখি ভদ্রমহিলা সেইভাবেই বসে আছেন, পাশে একটি মেয়ে। ভাবলাম এই মেয়েটির জন্যই বোধহয় বসেছিলেন। Dinner এর পর ভীড় অনেক পাতলা, এই সময় আর বেশী লোকজন আসে না কেননা তখন সকলেরই dinner time । সবাই উসখুস করছে, একে তো dinner খেয়ে সকলের ঘুম পেয়ে গেছে, তার ওপরে বেলা একটা থেকে ঠায় বসে বসে সবাই বাড়ি যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছে। প্রায় সাড়ে ছটার সময় দেখি ভদ্রমহিলা মেয়েটিকে সঙ্গে করে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি ওদের আপ্যায়ন করে বসতে বললাম। পাশের টেবিল থেকে সহকর্মী Susan মেয়েটির দিকে হাত তুলে বলল, 'Hi, Jessica'। বুঝলাম মেয়েটি Susan এর স্টুডেন্ট, তবে আমার কাছে কেন? কিছু প্রশ্ন করলাম না।

'Hi, how are you Mrs. Chatterjee, I am Steven Hawkins'

'Mother' ভদ্রমহিলা বললেন। 'Steven Hawkins'? ঠিক মনে করতে পারলাম না। আমার কোনো ক্লাসেই তো Steven বলে কেউ নেই এবছর। রিপোর্ট কার্ডের বান্ডিল খুলে খুঁজতে লাগলাম। ভদ্রমহিলা বুঝতে পারলেন, বললেন, 'Mrs. Chatterjee, Steve graduated in 2003', আমি একটু অবাক হলাম। তাহলে এতদিন পরে আমার কাছে কি প্রয়োজন? Jessica ও তো আমার student নয়। Steve যে কে সেটা মনে করতে পারলাম না কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করলাম না। আজকাল সকালে কি ব্রেকফাস্ট খাও তাও ভুলে যাই। জিজ্ঞাসা করলাম Steve এর কোনো ছবি আছে কিনা সঙ্গে। উনি পার্স থেকে একটি ছবি বার করলেন, দেখেই চিনতে পারলাম। হৃষ্টপুষ্ট চেহারার Steve আমার খুবই প্রিয় ছাত্র ছিল, পড়াশুনাতেও যেমন ভাল ছিল, ব্যবহারও ছিল তেমনি মিষ্টি। আমাকে এক দিনের জন্যও বকতে হয়নি ওকে। ছবিটা দেখে ওকে ফেরত দিলাম, দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম তা Steven কি করছে আজকাল। ভদ্রমহিলা কাঁদতে শুরু করলেন। আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম, Jessica ও চুপ করে রয়েছে। যেহেতু লোকজন কমে গেছে এবং Mrs. Hawkins gym এর দিকে পিছন ফিরে বসে আছেন আর অন্যান্য টিচাররাও একে অন্যের সাথে গল্পে মশগুল কেউই লক্ষ্য করল না আমাদের দিকে। আমি একটু টিস্যু বার করে ওর হাতে দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে।

'He has been incarcerated. There has never been a trial'.

'সে কি'? আমি ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, 'On what charges'?

'Murder'. আমি প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম, নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় আছে সে। 'Pennsylvania', বলে সেখানকার একটি জেলের নাম করল যা আমি জীবনেও শুনিনি। Mrs. Hawkins চোখ টোখ মুছে আমার দুহাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'Mrs. Chatterjee, Steven wants to see you'. আমি তো মহা ফাঁপরে পড়ে গেলাম। আমি কি করে Pensylvania যাব? Mrs. Hawkins বোধহয় বুঝতে পারলেন আমার সমস্যা, বললেন, 'don't worry, we will take you there. Mrs. Chatterjee, Steve believes I repeat he wholeheartedly believes that you are the one that can help him'. আমাকে একটি কার্ড দিলেন, দেখলাম city office এ বেশ বড় position কাজ করেন। আমার address, phone number সব লিখে নিলেন, বললেন যেদিন আমি যেতে চাই সেদিনই নিয়ে যাবে ওরা।

Intercom এ প্রিন্সিপ্যালের গলা শোনা গেল, সমস্ত অভিভাবকদের ধন্যবাদজানিয়ে বিদায় নেওয়ার জন্য অনুরোধ। যাওয়ার আগে আবার আমারহাত দুটি ধরে আর একবার অনুনয় করল, 'Mrs. Chatterjee, please help me, help Steve'. তাকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় জানালাম কিন্তু নিজে প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়লাম।

বাড়ি ফিরে খবরটি জানানো মাত্রই কর্তা রেগে আগুন তেলে বেগুনের মতো জ্বলে উঠলেন কিন্তু ছেলেরা প্রচুর উৎসাহ দিল। এরপর স্কুল থেকে একদিন ছুটি নিয়ে গেলাম সেই Pennsylvania র জেলে Steven কে দেখতে। সকাল আটটার সময় বেরিয়ে প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ ১২০ মাইল রাস্তা আমি, Jessica এবং Mr. Hawkins এই ডিসেম্বরের ঠাণ্ডার মধ্যে গাড়ি করে গেলাম। জীবনে এই প্রথম আমি জেলখানা দেখলাম। বিরাট গেট, দুপাশে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে, চারিদিকে উঁচু পাঁচিল barbed wire লাগানো। গেটের বাইরে দাঁড়ানো রক্ষীদের পরিচয় পত্র দেখানোর পর গেট খোলার permission পেতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো কারণ সব পরিচয়পত্র scan করে রক্ষীরা পাঠালো ভেতরে, সেইসব ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে verified হয়ে এল তবে গেট খোলার মেশিন চলল। বিরাট চওড়া cast iron গেট অল্প একটু ফাঁক হল, তার মধ্যে দিয়ে আমরা তিনজন ঢুকলাম। ভেতরে ঢুকে দেখি বিরাট বড় কম্পাউন্ড, সেটা পেরোলাম, তারপর এ চত্বর, সে চত্বর, এই করিডর, সেইকরিডর পেরিয়ে একটা বিরাট বড় হলঘরে ঢুকলাম। শুনলাম এখান থেকে রক্ষী এসে এক একজন করে prisoner দের কাছে নিয়ে যাবে। এখানে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর একজন এসে আবার পরিচয়পত্র দেখতে চাইল। এই নিয়ে চারবার পরিচয়পত্র দেখানো হল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, অনেক লোক বসে রয়েছে সবাই নিজের নিজের লোকদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। খুনী, ডাকাত যাই হোক সবারই স্নেহ ভালোবাসার লোক থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে গার্ড এসে Mrs Hawkins কে ডাকল Steven এর সঙ্গে দেখা করানোর জন্য, আমিও উঠে যাচ্ছিলাম কিন্তু লোকটি আমাকে বসিয়ে দিল, 'one at a time please' বলে। দশ মিনিট পরে Mrs. Hawkins ফিরে আসার পর গার্ড আমাকে নিতে এল। বলল, 'ten minutes for the attendees'। এতটা রাস্তা এসে মাত্র দশ মিনিট? আবার একটা করিডর পেরিয়ে একটা ছোট ঘরে দেখি সারি সারি কাঁচ ঢাকা কেবিনের টিকিট কাউন্টারের মতো করে, ভেতর থেকে কয়েদীরা শুধু ফোন তুলে কথা বলতে পারে, তাদের দেখা যাচ্ছে কিন্তু ছোঁয়া যাবেনা আর কথা শোনা যাবে শুধু দুদিকে রাখা ফোন তুললে।

আমাকে গার্ড কাউন্টারের এপাশে রাখা একটা টুলে বসতে বলল, দেখি কাঁচের ওপাশে হৃষ্টপুষ্ট চেহারার লোক বসে রয়েছে, মুখ দাড়ি গোঁফ ভর্তি। আমাকে দেখেই হাত তুলে দেখালো ফোনটা তুলতে। ফোন তুলতেই একটা হেঁড়ে গলায় শুনতে পেলাম, 'hallo, Mrs. Chatterjee how are you'? এটাই কি সেই Steve? আমার কাছে কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে, যে Steve কে আমি পড়িয়েছি তার সঙ্গে কোন মিলই খুঁজে পেলাম না। 'Mrs. Chatterjee, I am excited, overwhelmed and utterly pleases to see you'. বলেই কাঁদতে শুরু করল ঠিক মায়েরই মতো, 'Mrs. Chatterjee, please help me to get out of this hell. I believe you are the only person that can help me'. আমারও চোখ শুকনো থাকল না। তার কথায় জানতে পারলাম সে কলেজে পড়াশুনো করার সময় পার্টটাইম bartender এ কাজ করত পড়াশুনোর কিছু খরচ তোলার জন্য। যেদিন ঘটনা ঘটে সেদিন মধ্যরাত্রে bar বন্ধ করে যাওয়ার মুখে চারজন drunkard ঝগড়া করতে করতে bar এ ঢুকল, ঢুকেই অর্ডার করল whiskey র। Steve যখন জানালো বার বন্ধ হয়ে গেছে তখন তারা নিজেরাই ক্যাবিনেট খুলে বোতল বার করবার চেষ্টা করল। Steve তৎক্ষণাৎ পুলিশে ফোন করবার সঙ্গেসঙ্গে তারা তাকে মারতে ছুটে এল, একটা brawl শুরু হয়ে গেল। ওদের একজন তার দিকে ছুটে আসতেই সে সরে গিয়ে পালাতে গেল। পেছন দিক থেকেও আর একজন তাকে ছুরি মারার জন্যে দৌড়ে আসছিল। Steve সরে যেতেই পেছনের লোকটার ছুরি সামনের লোকটার বুকে বিদ্ধ হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়। সমস্ত ঘটনাটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যা Steve এর কাছে এখনও বোধগম্য হচ্ছে না। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে আসে, যখন পুলিশ রিপোর্ট বেরোল সবাই তাকেই খুনী সাব্যস্ত করল।

পরের দিন ব্যাপারটা আমি Principal কে জানালাম, তিনি খুব খুশী হলেন যে আমি Steve এর সঙ্গে দেখা করে এসেছি বলে। প্রথমতঃ সে আমাদের প্রাক্তন ছাত্র, দ্বিতীয়তঃ সে নির্দোষ। এর পরের কয়েকমাস আমাকে যা দৌড়োদৌড়ি করতে সে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। Principal এর চিঠি নিয়ে district superintendent, mayor, councilmen এবং শেষ পর্যন্ত congressmen এর কাছে যেতে হল, যদিও প্রথম যোগাযোগগুলো উনিই করে দিলেন। অনেকে অনেকরকম ভাবেই সাহায্য করল কিন্তু মোটামুটিসব জায়গায় আমাকেই যেতে হল কতদিন ধরে, কত ঘাট ঘুরে, কত কথা বলা বিভিন্ন লোকের সঙ্গে, কত চিঠি লেখা, কত ফোন করা ইত্যাদির মধ্যে, টালমাটালের মধ্যে দিয়ে গেল দিনগুলো। স্কুলের কাজ তাই বলে অব্যাহত রইল না। এই করতে করতে সামার এসে গেল, স্কুল বন্ধ হলো, আমিও সামারের ছুটি উপভোগ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলাম।

নতুন বছর শুরু হল সেপ্টেম্বর মাসে। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর অবধি dancing with the wolf এর মতো দিন চলে। Thanksgiving থেকেই শুরু হয়ে যায় খ্রীষ্টমাসের দিন গোনা। সারাক্ষণ লেগে রয়েছে নানারকম অনুষ্ঠান, বিভিন্ন জায়গায় class trip আর সেই ছুতোয় ছেলেমেয়েদের ক্লাস কামাই। খ্রীষ্টমাসের ছুটি দুদিন আগে হচ্ছে Alumni day. সেদিন স্কুল হাফ ছুটি হয়ে যায় কিন্তু বিরাট বড় অনুষ্ঠান। যেহেতু অডিটোরিয়াম সারানো হচ্ছে তাই এবছর gymnasium এই সব অনুষ্ঠান হবে। পুরোনো ছাত্রছাত্রীরা সব আসে, নাচ, গান, খানা পিনা, হৈচৈ চলে বাকী সময়টা। আমিও খাতাপত্র ক্যাবিনেটে ঢুকিয়ে নীচে গেলাম, gymnasium ঢুকে দেখি DJ র বাজনা তারস্বরে বাজছে। আমাদের সেখানে উপস্থিত থাকতেই হবে কারণ ছেলেমেয়েদের তদারকি করতেই হবে সে যতই কানফাটানো আর মাথা ধরানো music বাজুক। আমি ঢুকতেই কতকগুলো ছেলেমেয়ে হৈচৈ করে দৌড়ে এসে টানাটানি করে gym এর মাঝখানে যেখানে ওরা dance floor তৈরী করেছে সেখানে টেনে নিয়ে গেল। যত বলি পায়ে ব্যথা নাচতে পারবো না কে কার কথা শোনে। অতঃপর salsa, mambo, cha cha cha, snake dance হানা তানা নানারকমের নাচ ওদের সঙ্গে নাচতে হলো। চারিদিকে সব হাতে তালি দিয়ে বাজনার সাথে সাথে 'go, Mrs. Chatterjee, go Mrs. Chatterjee' বলে সব cheer করছে।

একদলের হাত থেকে ছাড়া পাই তো আর এক ধরে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ওরা আমাকে ক্ষান্ত দিল। আমি একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম।

'Hallo, Mrs. Chatterjee', বলে, একটি ছেলে সামনে এসে দাঁড়ালো। Steven Hawkins, দেখেই চিনতে পারলাম দাড়ি গোঁফ কামানো মিষ্টি চেহারার Steve. আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, তাহলে সে ছাড়া পেয়ে গেছে জেল থেকে। 'Hallo Steven how are you'? 'I am just fine, thank you' বলে জড়িয়ে ধরে গালে একটি চুমো দিল। Gym এ কানফাটানো আওয়াজে তার একটা কথাও শুনতে পারছিলাম না। Steve কে সঙ্গে করে আমার ক্লাসরুমে নিয়ে যাবার আগে Susan কে বললাম কেউ যদি জিগ্যেস করে আমি কোথায় তাহলে বলবে আমার পায়ে ব্যথা করছে তাই ওপরে গেলাম। Susan মুচকি হেসে বলল, 'your camaraderie is incredible'. 'But, of course', বলে আমি এগিয়ে গেলাম।

ক্লাসরুমে ঢুকে Steve মন্তব্য করল, 'It looks the same, hasn't changed a bit except that the furniture have been moved around'. আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ না দিয়েই Steve আর একবার আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'it all happene because of you Mrs. Chatterjee'. 'What happened'? আমি জানতে চাইলাম। 'That I am releases from the jail term, that I got the fair trial, got out of incarceration, all because of you'. জানালো আমাকে। আমার চেষ্টায় সে স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে? অবিশ্বাস্য! আমি যে তার সঙ্গে দেখা করে, সমস্ত details নিয়ে কত লোকের সঙ্গে দেখা করে গাদা চিঠি লিখে কত important লোকের recommendation যোগাড় করে justice department এ পাঠিয়েছি যা তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করতে সাহায্য করেছে এ আর কেউ তার জন্য করত না, এটাই তার বিশ্বাস। 'Nobody would've done that for me Mrs. Chatterjee'. 'How do you know'? আমি বললাম। 'I know, I know, I asked my heart, you're the one and only. That's why I told my mom to see you and nobody else'.

ছুটির ঘণ্টা শোনা গেল। আরও দুচারটে কথার পর Steve বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। যাবার আগে তার হাতে ধরা একটি প্যাকেট আমাকে দিল, আরেকবার আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে একটি চুমো দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাবলাম দেখি প্যাকেটটা খুলি। কাল সকালে আর ঘুম থেকে সাতসকালে উঠতে হবে না, একটু দেরী করে শুতে যাব। নিজের ঘরে গিয়ে প্যাকেটটা খুলে দেখি কি আছে, ভাবলাম একটা ছবির ফ্রেম হবে হয়তো। কিন্তু একি! এ যে আমারই মুখ হুবহু আঁকা

এর পর ১৩ পাতায়

এমবিটের সাফল্য

পার্থ দাস

২০০৬ সালে যে ব্যবসার শুরু সেটা কি করে ২০১২ সালের মধ্যে এক বিলিয়ন ডলারের ওপর মুনাফা করে? মার্কিন ব্যবসার মধ্যে আর যে দুটো কোম্পানী ৭ বছরের কম সময়ের মধ্যে এক বিলিয়ন ডলারের মুনাফা করেছে সে দুটো হল গুগল এবং এক্সেল কমিউনিকেশন। ২০১৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এমবিটের মুনাফা হয়েছে দুই বিলিয়ন। এমবিট এনার্জি কোম্পানীর এই অনন্য সাধারণ সাফল্যের চাবি কাঠি কি?

২০০৬ সালের বসন্তকালে জেরি থমসন জুনিয়ার এবং ক্রিশ চেম্বারস্ রিকি সেনডউইচ খাচ্ছিলেন। জেরি থমসনের পারিবারিক ব্যবসা ছিল 'সেভেন ইলেভেন'। 'সেভেন ইলেভেনে'র নামের এক ইতিহাস আছে। জেরি থমসনের দাদু ভেবেছিলেন যে এমন একটি দোকান করবেন যা সকাল সাতটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। তিনি সুবিধার জন্য নাম করণ করলেন, 'সেভেন ইলেভেন'। জেরি থমসন আর 'সেভেন ইলেভেনতে' নেই। ঐ কোম্পানী বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ক্রিশ চেম্বারস্ কাজ করতেন টেলিফোন কোম্পানী 'এক্সেল কমিউনিকেশনস্'-তে। সত্তর-আশি সালে টেলিফোন কোম্পানীগুলি একচেটিয়া কারবার করতো। নিউইয়র্ক শহর থেকে বাইরে টেলিফোন করলেই ভালো খরচ হতো। এই একচেটিয়া মুনাফা বন্ধ করার জন্য আশি সালের শেষ দিকে সরকার টেলিফোন ব্যবসাকে অনিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছিলেন। নতুন নতুন টেলিফোন কোম্পানী টেলিফোনের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। বাজারে এলো প্রতিযোগিতা। গ্রাহক সংগ্রহের জন্য এই নতুন নতুন টেলিফোন কোম্পানীগুলো প্রতিটি টেলিফোন করার খরচও কমিয়ে ফেললো।

আগে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোন জায়গায় দূরভাষণ করলে পয়সা দিতে হতো সেগুলো এখন হয়ে গেল নিঃশুল্ক। এক্সেল কমিউনিকেশনের সৃষ্টি হয় ১৯৮৮ সালে। এক্সেল কমিউনিকেশন নিজেরা ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড, ওয়াশিংটনে টেলিফোন ব্যবসা শুরু করে দেয়। ক্রিশ চেম্বারেশ এক্সেল কমিউনিকেশনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এলেন এমবিট কোম্পানীতে। তখন বিদ্যুৎ ও গ্যাস কোম্পানীগুলো সারা আমেরিকা জুড়ে একচেটিয়া ব্যবসা করতো। নিউইয়র্ক শহরে ছিল কনএডিশন। নিউজার্সিতে ছিল পি এসজি। অন্য কোন কোম্পানী এক জায়গায় ব্যবসা করতে পারতো না। এ অবস্থায় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম হয়ে পড়লো আকাশ ছোঁয়া। এ ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য ১৯৯৬ সালে সরকার টেলিফোন ব্যবসার মতো বিদ্যুৎ বাজারকে নিউইয়র্ক রাজ্যে অনিয়ন্ত্রিত করে দেয়। অন্যভাবে বলা যায় অন্য যেকোন কোম্পানী নিউইয়র্ক রাজ্যের বিদ্যুৎকে বিক্রয় করার অধিকার পেয়ে গেলো। নিউইয়র্ক রাজ্যের দেখাদেখি পেনসিলভেনিয়া ও ইলিনয় (১৯৯৭) মেশাচুসেটস্, মেরিল্যান্ড, নিউজার্সি (১৯৯৯), কানেকটিকাট (২০০০), ওয়াশিংটন (২০০১), টেক্সাস (২০০২) প্রভৃতি রাজ্যের বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দেয়।

এমবিট ব্যবসা শুরু করে ২০০৬ সালে ডালাসে। এক্সেল কমিউনিকেশন, ভেরাইজন, এটি এন্ড টি, সেভেন ইলেভেন, আমেরিকা এয়ারলাইনস্ প্রভৃতি বড়ো বড়ো কোম্পানীর লোকেরা মিলে সংকল্প করেন এমবিটকে একনম্বর কোম্পানী বানানোর। অন্য কোম্পানীগুলো যেখানে গ্রাহককে বর্তমান কোম্পানি থেকে কম খরচের কোন লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয় না এমবিট শুরু করলো দেওয়া, কম খরচের লিখিত প্রতিশ্রুতি। ২০০৬ সাল থেকে 'বেটার বিজনেস ব্যুরো' এমবিটকে গ্রাহক পরিষেবার জন্য 'এ প্লাস' রেটিং দিয়ে আসছে। ২০০৮ সালে এমবিটের মূলধন হল ২০০ মিলিয়ন ডলার। ২০০৯ সালে এমবিটের মূলধন বেড়ে হয় ৩২৫ মিলিয়ন ডলার। ২০১০ সালে অলস্ ম্যাগাজিন এমবিটকে সবচেয়ে দ্রুততম বৃহৎ কোম্পানী বলে ঘোষিত করলো। ২০১১ সালে জে.ডি. পাওয়ার গ্রাহক পরিষেবায় এমবিটকে করলো এক নম্বর এনার্জি কোম্পানী। ২০১৫ থেকে এমবিট সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ জোগানের পরিষেবা দিল। সোলার এনার্জি হল সূর্যের তাপ থেকে বিদ্যুৎ শক্তির যোগান দেওয়া। সূর্যকিরণ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ শক্তি কেনার প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। এমবিট কোম্পানীর এখন দুই বিলিয়নের ওপর গ্রাহক। অতিরিক্ত ডলার এর মূলধন।

অন্যান্য কোম্পানী এমবিটের মতো সাফল্য পায়নি। নিউইয়র্ক শহরে কন এডিশনের কাছ থেকে বর্তমান লেখক জানতে পারলেন যে খোদ নিউইয়র্ক শহরে অন্ততঃ পঁচিশটি কোম্পানী এমবিটের মতো বিদ্যুৎ ও গ্যাসের জোগান দেয়। এমবিটের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে এরা এমবিটকে বলতে লাগলো 'পিরামিড ব্যবসা' যদি এমবিট 'বেটার বিজনেস ব্যুরো' থেকে 'এ প্লাস' রেটিং পেয়েছে। পিরামিড হল সেই ব্যবসা যেখানে প্রথম ব্যক্তি সমস্ত মুনাফা ভোগ করে অবশিষ্ট ব্যক্তি কেবলমাত্র কাজ করে। পিরামিডের চূড়াতে যিনি থাকেন তিনিই সব সুবিধা ভোগ করেন। এমবিটকে কিন্তু 'পিরামিড' বলা যাবে না। আমি দেখেছি যে লোক পরবর্তীকালে এসেছেন তিনি আগের লোকের চেয়ে বেশি অর্থ রোজগার করছেন। এমনি যদি লোক ঠকানোর ব্যবসা হতো তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ও রাজ্য সরকার কোনভাবেই এই ব্যবসাকে চলতে দিতেন না। 'বেটার বিজনেস ব্যুরো' একে 'এ প্লাস' রেটিংও দিতেন না। 'সান রুফ' কোম্পানী সোলার এনার্জি দেওয়ার জন্য এমবিটের সঙ্গে চুক্তিও করতো না। এমবিট আমাকে ২ শতাংশ কম দামে ইলেকট্রিক যোগান দেওয়ার জন্য লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ। এমবিট আমাকে ঐ দামে একবার না দেওয়ার জন্য পৃথকভাবে চেক পাঠিয়েছিল। এমবিটের সততার কোন তুলনা হয় না। কোন গ্রাহকের অনুমতি ছাড়া ইলেকট্রিক কিংবা গ্যাস কোনভাবেই যোগান দেয় না। আমার নিজের ইলেকট্রিক বিলে হঠাৎ দেখি যে অন্য একটি এনার্জি কোম্পানী আমার ইলেকট্রিক যোগান দিতে আরম্ভ করেছে। এমবিট কিন্তু কোনভাবেই এভাবে জোর করে ইলেকট্রিক কিংবা গ্যাসের যোগান দেয় না। আমার মনে হয় এমবিটের সাফল্যের কারণ হল লিখিত চুক্তি, সততা, নিঃশুল্ক সোলার এনার্জি, চুক্তি এবং সর্বোপরি 'বেটার বিজনেস ব্যুরো'—'এ প্লাস' রেটিং।

রাষ্ট্রসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের সংস্কারের পক্ষে জোর সওয়াল করলেন রাষ্ট্রপতি

আক্রা: রাষ্ট্রসংঘ, বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রাচীন বা সেকেলে ধ্যানধারণা আঁকড়ে থাকলে চলবে না। বর্তমান বিশ্বের সমস্যা সমাধানের জন্য আধুনিক মনস্ক হওয়া প্রয়োজন। ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব স্ট্যাটিস্টিক্যাল, সোশ্যাল অ্যান্ড ইকনমিক রিসার্চ-এর ছাত্রছাত্রীদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্যই করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪৫ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। তারপর এর মধ্যে সারা বিশ্বে সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু, এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির গঠনতন্ত্র বা পরিকাঠামোর কোনও রূপ হয়নি। ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিড়ে ঠাসা অডিটোরিয়ামে (পশ্চিম আফ্রিকার অন্যতম বড়) পড়ুয়াদের সামনে রাষ্ট্রসংঘ, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং আইএমএফের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান, রাষ্ট্রসংঘের জন্মের সময় খুব কম দেশই তার সদস্য ছিল।

কিন্তু, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বহু দেশের জন্ম হয়েছে বিশ্বযুদ্ধের পর। কিন্তু, রাষ্ট্রসংঘে তাদের কোনও কার্যকরী ভূমিকা নেই। তাই, বিশ্বসংস্থাগুলিকে আমূল সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ডব্লুটিও, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ-সর্বত্র প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কার প্রয়োজন।' তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, বিশ্বের জনসংখ্যার প্রতি ছ'জনের মধ্যে একজন ভারতীয়। অন্যদিকে, আফ্রিকা মহাদেশের হল উত্থানের আঁতুড়ঘর। কিন্তু, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এদের কোনও স্থায়ী পদ নেই। এরপরই তিনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, এই সংস্থার পক্ষে কি বর্তমান বিশ্বের সমস্যার সমাধান সম্ভব?

অডিটোরিয়ামে বক্তব্য রাখার আগে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান, ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকনমিক কো-অপারেশন প্রোগ্রামে ঘানার ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভারত সরকার আসন সংখ্যা ২৫০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ করেছে। বাণিজ্যিক স্কলারশিপের সংখ্যাও ২০ থেকে বাড়িয়ে ৪০ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীনতার সময় যা ছিল, তার তুলনায় এখন ভারতের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আর এই পরিবর্তন একদিনে সম্ভব হয়নি। এই ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে দেশেও রাজনৈতিক নেতাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগের ফলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে ঘানার প্রথম প্রেসিডেন্টের নামে তৈরি কওমে এনক্রুমা স্মৃতিসৌধে গিয়ে পুষ্পস্তবক দেন প্রণব মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে ভারত এবং ঘানা। দুই দেশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই দেশেই সন্ত্রাসবাদের শিকার। ভারত যেমন সীমান্তপারের সন্ত্রাসে বিধ্বস্ত, ঘানাতেও জঙ্গিরা ক্রমশ তাদের সক্রিয়তা বাড়াচ্ছে। ঘানার মতো পশ্চিম আফ্রিকায় দেশে আইএস এবং বোকো হারাম জঙ্গিরা তাদের উপস্থিতি জাহির করছে। এ নিয়ে ঘানার প্রেসিডেন্ট জন দ্রামানি মহামার সঙ্গে বৈঠকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের। দু'পক্ষই স্বীকার করে নিয়েছে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদই এখন গোটা বিশ্বের মাথাব্যথার কারণ। জঙ্গিদমন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত তথ্য বিনিময়ের উপর জোর দিয়েছেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান।

খুব শীঘ্রই আফ্রিকা সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সে ইঙ্গিতও মিলেছে রাষ্ট্রপতির মন্তব্যে। ঘানায় ভারতের রাষ্ট্রদূতে জীবনসাথী রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সম্মানে যে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। সেখানেই আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের নিবিড় সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি। এবারের সফরে তিনি ঘানা, আইভরি কোস্ট এবং নামিবিয়া সফর করছেন। প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'আমার এই সফর কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যে নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে, তা অতীত ইতিহাস দেখলেই বোঝা যাবে। কিছুদিন আগেই ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি তিউনিশিয়া এবং মরক্কো গিয়েছিলেন। শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আফ্রিকার চার-পাঁচটি দেশ সফর করবেন।'

ঘানার প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও কথা বলেছেন রাষ্ট্রপতি। তাঁদের প্রতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের আহ্বান, প্রধানমন্ত্রী মোদি যে উদ্যোগগুলি ('ডিজিটাল ইন্ডিয়া', 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া', 'ক্লিন ইন্ডিয়া মিশন', 'স্মার্ট সিটি') নিয়েছেন, তাতে যোগদান করতে। রাষ্ট্রপতি জানান, আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ সাত হাজার কোটি মার্কিন ডলারের বেশি আর বিনিয়োগের পরিমাণ সাড়ে তিন হাজার কোটি মার্কিন ডলারের মতো। ভবিষ্যতে এর পরিমাণ যে বাড়বে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সৌজন্যে—বর্তমান

ইনকারসেরেটেড

১২ পাতার পর

ফ্রেমের মধ্যে। ছবির আমাকে দেখে মনে হচ্ছে নিষ্পাপ একটি মুখ, জ্যোতি বেরোচ্ছে। এ কাকে এঁকেছে Steve? আমি নিশ্চয় জানি আমি এত নিষ্পাপ নই। ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। এর আগে কত Art major এর ছেলেমেয়েরা আমার ছবি এঁকে উপহার দিয়েছে। Steve এর Art ছিল স্কুলের কম্প এই ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা।

আমার মুখটা ঠিকই আছে, তার থেকে যে চমৎকারিত্বের আভা বেরোচ্ছে সেটা তার কল্পনা। Steve কি আমাকে স্বর্গের দেবী ঠাউরালো?

বুঝতে পারলাম আমার মধ্যে সে দেবীই দেখেছিলো যে তাকে ঐ নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করবে। হঠাৎ চোখে জল এসে গেল। শৈশব ও কৈশোর মনে একবার যে ছাপ পড়ে সে আর কিছুতেই মোছা যায় না। সেই ১৪ বছরের Steve আমাকে যে চোখে দেখেছিলো সেটাই তার সারাজীবনের পাথেয় হয়ে রয়েছে। এজন্যই বলে 'Childhood memories haunt' চোখের জল মুছে আর একবার ছবিটিকে ভাল করে নিরীক্ষা করে দেখলাম, ছবির তলায় ডানদিকের কোণে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা আছে 'Steven Hawkins, Incarcerated in Pennsylvania।

মদিরা, মন্দাকিনী...,

ডঃ অজিত ঘোষ, দঃ ফ্লোরিডা

হাতে-খড়ি

শান্তি আমাকে Rain-Check দিয়েই রেখেছিলো,—লালবাজার পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সে ওর ডর্মে (Dorm) তে গেলে আমাকে cold beer খাওয়াবে। শান্তি হলো পুলিশ-সার্জেন্ট (C.P.) উপস্থিত HQ তে posted। বলেছিলো আনন্দ, Traffic Sergeant ও থাকবে ওখানে, আর পরিমল, আমার B.Sc. র classmate, সেও আসবে।

বিদ্যাসাগরে আমার সেদিনের ডিউটি পাঁচটা পনেরোতে শেষ। ট্রাম ধরে গেলাম পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সে, ওদের Officers' Dorm' এ—দোতলায়, চৌদ্দ-নম্বর ঘরে। শান্তির ঘরে তখন আনন্দ আর পরিমল দুজনেই হাজির। পরিমল কাজ করতো State Govt. এর Food Department' এ।

ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ—আধ-ঘণ্টাটাক হবে হয়তো, গল্প-স্বল্প করার পর শান্তি আমাদের নিয়ে গেল Officers' Club কী Canteen এ; ঐ রকম একটা নামের বিরাট এক হলঘরে, একতলায়। হলঘরের এক কোণে একটা টেবিল নিয়ে বসা গেল। শান্তি বোধহয় আগে থেকে বন্দোবস্ত করেই রেখেছিল। একটু পরেই একজন এসে টেবিলে একটা বড়ো বোতল, আর চারটে গেলাশ, আর এক প্লেট বাদাম-ভাজা (Shells removed) দিয়ে গেল। কোনো রকম Alchoholic drinks আমার এই প্রথম। বোতলের গায়ে ঈগলের ছবি।

আমি আর পরিমল অল্প করে নিয়েছি গ্লাসে—ভয়, পাছে drunk হয়ে যাই। বাড়ি ফিরতে হবে তো। সেখানে আছে আমার আনকোরা নতুন গিন্নি,—সতী, আর আছেন দিদিমা, নিঃসম্পর্কীয়া, অতি প্রাচীন; তিনি রাঁধেন, বাড়েন। বোতলের বাদবাকি শেষ করলো শান্তিতে আর আনন্দতে, ধীরে-সুস্থে শান্তি-কম, আনন্দর পরিমানটাই বেশী। ওরাই প্রায় ৩/৪ বোতলটা শেষ করলো।

হঠাৎ আমার নজর পড়ল চৌকো হলঘরটার—diagonally উল্টো দিকের এক কোনো দেখি, আমার এক—তুতো দাদা একটা টেবিল নিয়ে বসেছেন একজন অফিসারের সঙ্গে! তাঁদের বোতলের সাইজ, আর সোনালী-রূপোলী লেবেলের ছাপ-ছোপ দূর থেকে যতোটুকু দেখা যায়, দেখে মনে হল—নির্ঘাৎ—স্কচ, কী হুইস্কি না—হয়ে যায় না।

বেশীক্ষণ ওদের দিকে তাকাইনি, —যদি চোখা-চোখি হয়ে যায়? শান্তিকে বললাম—, "শান্তি, হয়ে গেল! এবার বাড়িতে খবর চলে যাবে, "অজিত—ইত্যাদি, ইত্যাদি—"। আনন্দ ভারি witty; বল্লে—"ভালোই তো হলো। তুমিওতো ওদেরকে দেখেছো। আরে, তোমার দাদা কাউকে কিছু বলবে না। তুমি দেখে নিয়ো। আরে,—তুমিও তাকে ড্রিংক করতে দেখেছো। আর আমরা চারজন সাক্ষী আছি।" Ananda was right! তার কথার উদ্বেগ একটু কমলো বটে, তবু ভয় একটু রয়েই গেল। আমি আর পরিমল বেরিয়ে পড়লাম।

বাড়ি ফেরার পথে, ট্রামে আসার সময় পরিমল বল্লে—"জানো, ট্রামের সবাই গন্ধ পাচ্ছে, আর ভাবছে—' এরা দুটো মাতাল।' চুলোয় যাক", বলে পরিমল নেমে গেল বৌবাজারে মোড়ে, ভবানীপুরের বাস ধরবে বলে। আমার ট্রাম বাঁক নিলো শ্যামবাজারে আমার বাড়ির দিকে।

মন্দাকিনীর জল

বাসু আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো শর্মাজীর সঙ্গে। পুরো নাম তাঁর ভুলে গেছি। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। বাসুদেও ভার্মা হলো পাঞ্জাবী হিন্দু, ক্ষত্রিয়। বাসুর কাছে শুনেছিলাম—শর্মাজী নিজে নিরামিষাশী হলেও বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করলে যেকোন মাংস স্বহস্তে রেঁধে দিতেন, নিজে না খেলেও। তাঁর বাড়িতে আজ আমি নিমন্ত্রিত; সদ্য দেশ থেকে এসেছি। আমি অতিথি বলে এটি একটি স্পেশাল treatment হচ্ছে। শর্মাজীর বাড়িটি হলো Lynchburg, Virginia তে আমি, বাসু, শর্মাজী আর অন্য দুয়েক বন্ধু, তার মধ্যে আমি ছাড়া সকলেই Charlottesville, Viginia তে Post-Graduate Stuents, M.S. কিম্বা Ph.D. করছেন। আমিই একমাত্র বাংলাভাষী। একজন উর্দু-হিন্দি-ভাষী মুসলমানও আছেন, নাম রহমান। সকলের Common ভাষা ইংরাজী। তখন রহমন সায়েব drink এর 1st Round শেষ করে Second serving নিচ্ছেন। একজন guest জিজ্ঞেস করলেন—"রহমানসাব, শুনেছি, —কুরান-শরিফ'এ মুসলমানদের 'মদিরা' খাওয়া নাকি—নিষেধ, ঠিক না?"

রহমন সাহেব কোন offence না নিয়ে বল্লেন,—"শুনেছি, আপনাদেরই Good Book এ আছে—স্বর্গের (Heaven এর) গেটওয়ের কাছে 'মন্দাকিনী' বলে একটি নদী যে আছে, সেটি হলো মদিরার নদী। হিন্দুরা পূজা-অর্চনা, দান-ধ্যান করে যে পুণ্য অর্জন করেন, তাইতেই 'কাণ্ডারী' তাঁদের পার করে দেন। তা, আমিতো religious নই। পড়াশোনার কাজে সময় নেই ধর্ম-কর্ম করার। এখন আমাকে তো সাঁতার কেটে সেই মদিরার নদী পার হতে হবে। সাঁতার জানি। কিন্তু, সেই অত-নদী পার হবার সময় কয়েক gulp (ঢোক) মদিরা খেয়ে যদি drunk হয়ে যাই, —তাহলে ডুবে গিয়ে শেষে দোজখের (নরকের) গেটে হাজির হবে। তাই মদিরা খেয়ে, খেয়ে practice করে রাখছি যাতে করে অভ্যস্ত হয়ে যাই। মদিরাতে drunk, না-হই।"

'অকাট্য যুক্তি'। সবাই হাত-তালি দিলো। বাসু খেয়েছিল দু-পাত্তর। বললে, —"আমাকে আবার ড্রাইভ করতে হবে। দাদাকে তো বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে।" আমার লাইসেন্স নেই তখনো। ড্রাইভ করতে শিখিনি। আমার এক পাত্রই যথেষ্ট। শীতের রাত্রে তাতেই শরীর গরম।

ব্রুকলিন ডকে Drunk!

ম্যানহাটানের প্রায় দক্ষিণ প্রান্তে, 'ফুলটন স্ট্রীট স্টেশনে' নেমে পড়লাম IRT-Subway র No. ১ ট্রেন ধরে গিয়েছিলাম... Oscar Electronics এর Hi-Fi, T.V. Tape-Recorder এর দোকানে Bill Howard এর সঙ্গে দেখা করতে। আমার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। বিলকে দেখলে মনে হতো তার বয়েস যাটের ঘরে। আমার, কোলকাতার সিটি কলেজের বন্ধু,—বাসুদেব ভার্মা, বিলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। কারণটা Hi-Fi নয়। বিলের মেয়ে Blue-baby হয়ে জন্মেছিল তখন তার একবার হার্ট-সার্জারি হয়েছিল। এখন তার পনেরো বছর বয়েসে আর একবার Corrective Surgery হয়েছিলো Presbyterial Hospital এ (Columbia University)। আমার এদেশে আসার প্রধান কারণ, আমার এক ছেলের হয়তো Open-Heart Surgery র দরকার হতে পারে। বিলের কাছে—ডাক্তার, হাসপাতাল, এই সবের খবর নিতে পারি। বিলের মেয়ের প্রথম সার্জারীটি করেছিলেন Dr. Humphrey এখন তার Surgery টি হয়েছিল সেই হাসপাতালেই। সার্জারী করেছিলেন Dr. Robert Malm; মেয়েটি বাঁচেনি।

বিল আর তার স্ত্রীর সঙ্গে মেয়ের সার্জারী থেকে আরম্ভ করে সৎকার এবং পারলৌকিক ক্রিয়া পর্যন্ত ছিলাম। বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। আমি গিয়েছিলাম বেশ কয়েক মাস, কী বছর খানেক বাদে, দেখা করতে, কেমন সব আছে সে খবর জানতে। বিল আমাকে আটকে দিলো। বল্লে—'তোমাকে ড্রাইভ করে বাড়ি পৌঁছে দেবো।' থেকেই গেলাম। আরো বললে, —"এতো তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে কি করবো? আমার একটা মাল ডেলিভারি করার আছে। দোকান বন্ধ করে যাবো সেখানে কাজ মিটিয়ে তোমাকে বাড়িতে drop করে দেব।" শীতের রাত। বাইরে ১৬-১৭ ডিগ্রি F. Temperature! সাব ওয়েতে গেলে ৩-৪ ব্লক ঠাণ্ডায় হাঁটতে হবে।

সন্ধে সাতটা নাগাদ বিল তার দোকান বন্ধ করে আমাকে তার গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। সেখানে ওর দুজন কর্মচারী একটা বড়ো কার্ড-বোর্ডের বাক্স নিয়ে অপেক্ষা করছিল। বিল গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে দিলে ওরা সেটি বিলের গাড়ির ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে দিল। বিল সকলকে নিয়ে ড্রাইভ করে Brooklyn ডক'এর কাছে নিয়ে এলো। ডক-এরিয়াতে ঢোকবার সময় একজন Customer Officer কী Security Officer বিলকে জিজ্ঞেস করল, 'Hi Bill, every thing is Okay?" বিল বল্লে—"Everything is OK Jim," সেই Officer টি তখন বিলের গাড়ির ট্রাঙ্কে একটা চাপড় মেরে বিলকে জিজ্ঞেস করলো, "Four of you, right?" "Yes Jim" —বিল উত্তর দিলো। তখন, officer হাতনেড়ে ইঙ্গিত করলো বিল আমাদের ড্রাইভ করে নিয়ে গেল একেবারে জলের ধারে, জেটির কিনারায়। সেখানে একটি জাহাজ (Cargo-ship) জেটির গায়ে নঙ্গর করে আছে। একটি steel ladder জাহাজ থেকে জেটির প্লাটফর্মে। বিল আমাকে 'মোষি' বলে ডাকতো। বললে—"মোষি, চলনা, জাহাজের ভেতর কেমন, দেখবে।" আমি এমনিই খুব মিশুকে নই, বিশেষ এই বিদেশে এসে। আমি গাড়িতে থেকেই গেলাম।

ওরে বাবা! গাড়ি, মিনিট দশেকের ভেতর ঠাণ্ডা হিম! বিলের সঙ্গে না-গিয়ে কি বোকামোই করেছি! আমি ভেবেছিলাম—আমি তো drink করি না। ওরা হয়তো আমার সামনে drink করতে ইতস্ততঃ করবে, কী অস্বস্তি বোধ করবে। শহরের মধ্যে দিনের বেলা ছিল ১৮ ডিগ্রি আমি আবার জলের ধারে। হু হু করে Atlantic' এর ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। পুরোনো গাড়ির insulation ভালো নয়। Shetland Wool এর over-coat' এর ভেতোর,—হাঁটু-মুড়ে, কুঁকড়ে বোসে আছি। একটু ঘুম-ঘুম ভাব আসছিলো। মনে হয় আমি sense হারাচ্ছিলাম। কতোক্ষণ কেটেছে মনে নেই; এমন সময় গাড়ির কাঁচে ঠক, ঠক, করে knocking এর আওয়াজ! একজন জাহাজের পাহারাদার আমাকে তার সঙ্গে জাহাজে যেতে ইঙ্গিত করেছিল। আমাকে দ্বিতীয়বার আর কিছু বলতে হলো না। দরজা খুলে তার পেছু, পেছু সিঁড়ি দিয়ে উঠে জাহাজে ঢুকে Captain এর ঘরে গেলাম। ঢোকতেই, Caotain আমার হাতে একটি হুইস্কি কী ব্র্যান্ডির গেলাশ ধরিয়ে দিয়ে ইংরেজীতে বল্লেন,—"Drink slowly, in small sips." ঠাণ্ডায়-কেটে আমি তাকে Thanks দিতে ভুলেই গিয়েছিলাম। তাদের গরম-ঘরে আর আমার drink এ দেহের উত্তাপ বেড়ে স্বাভাবিক হলাম। দেখলাম, আমাদের অন্য দুজনের হাতেই ড্রিঙ্ক। কেবল বিলের হাতে একটি Coca Cola' র ছোট বোতল। বিল গাড়ি চালাবে বলে বোধহয় alcoholic drink খায় না। জাহাজের লোকগুলির চেহারা আর ইংরেজীর accent শুনে মনে হলো ওরা ফিলিপাইনের লোক হবে। বিল আমাকে হাতধরে সিঁড়ি দিয়ে নামালো। মনে হচ্ছিলো যেন জাহাজটা চলছিলো! বুঝলাম—I was drunk.

নিউ-ইয়ারের পার্টিতে (Delafield Hosp. N.Y.C.)

আমাদের, গোল্ডফেডারের (Dr. Anna Goldfeder, D.Sc.) ল্যাবে New Years' Party হচ্ছে। মহিলা Jewish; Christmas Party দিতেন না। দিতেন—New Years' Party, Christmas এর পর। এই পার্টিতে ডা. গোল্ডফেডারের ল্যাপার-ল্যাবে নিমন্ত্রিত হতো সমস্ত Research ল্যাবগুলি। সবই Cancer Research oriented. এই ছোট্ট হাসপাতালটি ছিল basically—Terminal Cancer-patient দের জন্যে। এ ছাড়া নিমন্ত্রিত হতো Physicists, Engineers, Maintenance এর লোকেরা। পার্টিতে থাকতো গদাধারের finger sandwich; একটা square bread-slice কে কোনাকুনি করে দুবার কেটে চারটে triangular pieces এর স্যাণ্ডুইচ; টার্কি চিকেন কিম্বা rost beef এর পাতলা slice, আর swiss-cheese এর sandwich. অনুপান থাকতো—গোল্ডফেডারের নিজ হাতে—কেনিয়াক (Cognac) আর কোয়াঁত্রের সঙ্গে secret spices এর ককটেল তারপর-পেগ হলো পেল্লাদ-মারা গুলি। তাতে mostly সবাই—itsy-bitsy টলো-মলো হবেই। আর থাকতো বিরাট একটা চীজের চাকতি, যে-যার খুশীমতো প্রাইস কেটে, কাটে আর খাও। ড্রিঙ্ক'এর সঙ্গে গল্প-গুজবও চলছে। Dr. Milan Potmesil, চেকোশ্লোভাকিয়ার Hematologist, সবে জয়েন করেছেন আমাদের এই ল্যাব। ড্রিঙ্ক খেতে, খেতে গল্পটি বলেছিলেন। ডা. পটমেসিল এর মতে Check রা ভীষণ ড্রিঙ্ক করে, Heavy Drinker গল্পটি, এই—

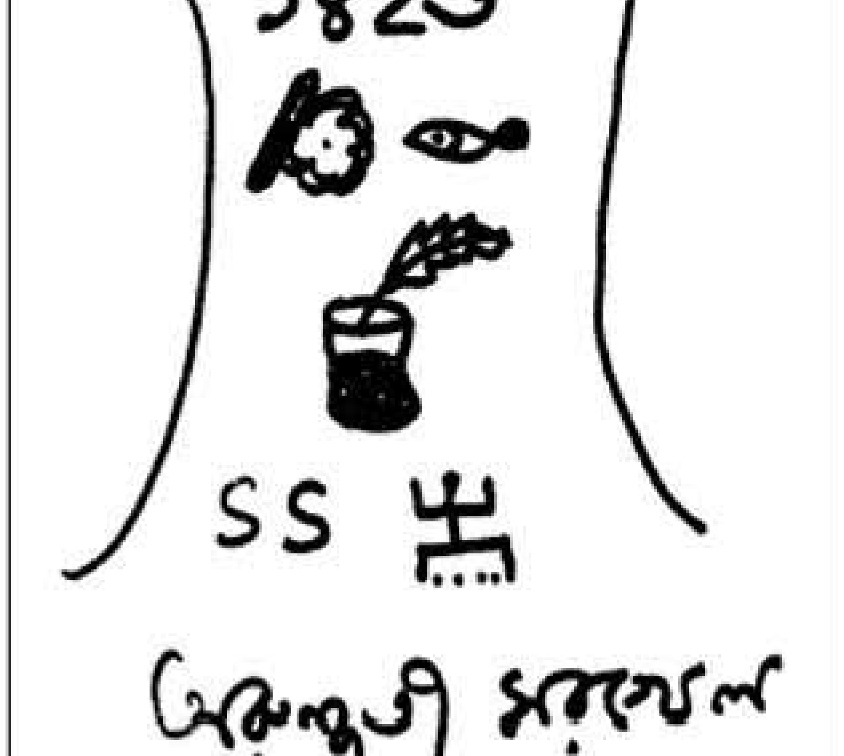

সুখের স্মৃতি

অনুরক্তী সরখেল

সংবাদ বিচিত্রায় কিছু লিখতে গেলেই অনেক আনন্দের স্মৃতি মনের মধ্যে জড়ো হয়ে আসে। ৮৬ সালের প্রথ মদিক হবে। নিউইয়র্কের মমতাশঙ্করআর মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের একটা নাচের প্রোগ্রাম দেখতে গিয়েছিলাম। হাফটাইমে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ একজন সৌম্য ব্যক্তি নিজে থেকে এসে আলাপ করলেন। বললেন আমার নাম রঞ্জিত দত্ত। তারপর নাম কি? কোথায় থাকো, কবে এদেশে এসেছ। বাংলা পড়তে ভালোবাসো কিনা। সংবাদ বিচিত্রার কথা বললেন ও পত্রিকাটি দেখালেন। সুদূর বিদেশে মাসে দুটো করে বাংলা কাগজ পড়তে পারবো জেনে সঙ্গে সঙ্গে member হলাম। লেখালেখির অভ্যেস আছে বলে তিনদশক ধরে পত্রিকাটির সঙ্গে সম্পর্ক অটুট। Cab শুরু হচ্ছে বললেন। বেশ ভালোরকম নাচ করতাম বলে Cab র NY র প্রোগ্রামে আসতাম। জীবনের প্রথম ২৫টা বছর নিউইয়র্কের আশপাশে অঞ্চলে থাকতাম। বর্তমানে ম্যাসাচুসেটস্‌এ থাকি কিন্তু NY এখনও আমার প্রিয় শহর। কর্তার কর্মসূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা ঘোরার সুযোগ হয়েছে কিন্তু NY এ পা রাখলে মনে হয় বাড়ি এসেছি। আমার প্রথম বই 'নিউইয়র্ক থেকে' প্রকাশ Cab এর প্রোগ্রামে। এই NY র বঙ্গসম্মেলনে তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে কবিতা পড়া তার ব্যক্তিত্ব মন ছুঁয়ে থাকে। এই বঙ্গসম্মেলনেই ৺সুনীল গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হলেই নীরার কবিতা শুনবো বলে আব্দার। প্রতিবার কথা রেখে ছেন।

চিত্রা, পূর্ণিমা, অঞ্জনা, স্বপনদা, রাজুদা, প্রণয়দা ও বর্তমান সম্পাদক দিলীপদার কাছে সবাই যা জানতে চেয়েছি বহু ব্যস্ততা সত্ত্বেও জানিয়েছেন ও যতটা সম্ভব সাহায্য করেছেন ও নারীকে সবসময় সম্মান দিয়েছেন। এদের কাছ থেকে পরবর্তী প্রজন্মের অনেক কিছু শেখার আছে।

আমার মতো অনেকেই ভাবেন 'সংবাদ বিচিত্রা' আমাদের কাগজ। কত house wife একঘেয়ে জীবনের টানাপোড়েনে কিছু লিখেছেন ও নিজস্ব পরিচিতি তৈরী করে আনন্দে থেকেছেন। প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট ৺তুলসীদির সঙ্গে খুব সুন্দর সম্পর্ক ছিলো। বাচ্চারা ছোটো থাকাকালীন লেখা পাঠাতে বেশ দেরী হতো। যেন করে বকাবকি করতেন। বলতেন কাগজটা সবার জন্য। কোনো বিশিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নয়। ৺রঞ্জিতদা, ৺তুলসীদিকে miss করি। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি। Cab র programme এ ৺গায়ত্রীদির সঙ্গে দুবার কবিতা পড়েছি। বেশ দুঃখের জীবন কিন্তু শেষ কয়েকবছর সংবাদ বিচিত্রায় লিখে খুব আনন্দ পেতেন।

বঙ্গসম্মেলনে কবিতার আসরে কবিতা পড়া ও নাচের workshop এ যোগ দিয়েছি। এবারে আমার একজন অত্যন্ত পছন্দের শিল্পী বীরজু মহারাজ আসছেন। কথক নৃত্যের উনি একজন Living Legend। কথক নৃত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছি বলে ওনার কথা খুব ছোটবেলা থেকেই জানি। US র যেকোন শহরে তাঁর show থাকলে একমাস আগে টিকিট বিক্রি হয়ে যায়।

আর কবি হিসেবে নতুন প্রজন্মের শ্রীজাতকে ভালো লাগে। সহজ ও বোধগম্য। কলেজ ডিগ্রী না শেষ করে যে কবিতা লিখে। গান লিখে এইশতাব্দী গাড়ি কিনেছেন সেটা প্রশংসার। ইতিহাসে অনেকবার দেখিয়েছে কবির ডিগ্রী লাগে না।

এখন US র প্রতিটা শহরে অনেক ক্লাব ও তাঁদের নিজস্ব ম্যাগাজিন। একই শিল্পীর ২/৩ বার বিদেশে আসা এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। TV, You tube, Internet র জন্য ঘরে বসেই এদের দেখা যাচ্ছে। মানুষকে attract করা বেশ কঠিন হচ্ছে। তবু তো বঙ্গসম্মেলন ও সংবাদবিচিত্রা ছিলো, আছে ও থাকবে।

লেখক পরিচিতি: সঙ্গীত প্রভাকর অনুরক্তী সরখেল প্রায় তিনদশক ধরে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে নাচ, গান ও স্বরচিত কবিতার অনুষ্ঠান করেন। আমেরিকার পূর্বাঞ্চল থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন। আনন্দবাজার, আজকাল, কবিপত্রে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। You tube এ বেশ কিছু নাচ, গান ও কবিতার Video আছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম (১) নিউইয়র্ক থেকে (২) দুই বয়স (৩) আনন্দ (৪) Dream (৫) Three generations আর সম্প্রতি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে চলেছে 'ম্যাসাচুসেটস্‌ থেকে'।

বঙ্গ সম্মেলন ও কিছু স্মৃতিচারণ

এবার 4th of July এর Weekend এ নিউইয়র্ক (সিটি) জমজমাট। আপনারা, হয়ত অনেকেই বলবেন 'এটা আর নতুন কি! নিউ ইয়র্ক তো সবসময়ই জমজমাট তার ওপর 4th of July এর Weekend জমজমাট ত হবেই!'' এ কথাটা ঠিকই তবে এবারেরটা একটু অন্যরকম বিশেষ করে প্রবাসী বাঙ্গালীদের কাছে কারণ ৩৬তম বঙ্গ সম্মেলন এবার হচ্ছে নিউইয়র্কের পৃথিবী বিখ্যাত Madison Square Garden, দেশের নামী-দামী অভিনেতা-অভিনেত্রী, লেখক-লেখিকা, নৃত্যশিল্পীরা আসছেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে।

বিভিন্ন বঙ্গসম্মেলনে অনেকে অনেকবারই আমাকে প্রশ্ন করেছেন এবং জানতে চেয়েছেন কিভাবে বঙ্গসম্মেলন শুরু হয়েছে—এঁদের অধিকাংশই এদেশে নবাগত। আমি চেষ্টা করেছি সবাইকে সাধ্যমত উত্তর দিতে। নিউইয়র্কের ৩৬তম বঙ্গসম্মেলনের আগে মনে হোল বঙ্গসম্মেলনের আরম্ভের একটা মোটামুটি ছবি লেখার মাধ্যমে দেওয়া হয়ত সঙ্গত হবে—প্রবীর রায়ও আমাকে অনুরোধ করেন বঙ্গসম্মেলনের ব্যাপারে কিছু লিখতে বিশেষ করে প্রথমদিকে সম্মেলনের কথা।

বঙ্গসম্মেলনের ব্যাপারে লিখতে গেলে প্রথমেই লিখতে হয় বঙ্গসংস্কৃতি সঙ্ঘের কথা। আমরা যারা ষাটের দশকে শেষে বা সত্তর দশকের প্রথমে এদেশে এসেছি তখন আমরা সবাই বাংলা সংস্কৃতির অভাবটা খুবই অনুভব করতাম—কারণ সেইসময় এদেশে বাংলা সংস্কৃতির চর্চা প্রায় ছিল না। এই অভাবটাই তখনকার কিছু বাঙ্গালীদের প্রেরণা দেয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে প্রবাসী বাঙ্গালীদের জন্য কিছু করার। এই ব্যাপারে পুরোধা ছিলেন ৺ডা. রণজিৎ দত্ত ওঁর সঙ্গে ছিলেন ৺সত্যব্রত চৌধুরী, ৺স্বদেশ বোস, ডা. বোরহানআজমগীর (উনিও বহু বছর হোল আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন) এবং আমরা আরও কিছু বাঙ্গালী। সকলের আন্তরিকতা প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হলো বঙ্গসংস্কৃতি সঙ্ঘ।'' 'বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘ' নামকরণ করেন সত্যব্রত চৌধুরী বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে প্রথম সভাপতি করা হয় রণজিৎ দত্তকে সহসভাপতি নির্বাচিত হন সত্যব্রত চৌধুরী।

মীরা দাস

১৯৭১ সালে কয়েকজন মাত্র সদস্য নিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘের যে যাত্রা শুরু হয় আজও তা অব্যাহত আছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সদস্যের জায়গায় এখন সদস্য সংখ্যা প্রায় ৬০০-৭০০। এই সংস্কৃতি সঙ্ঘকে কেন্দ্র করে আস্তে আস্তে আরও শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হয়েছে; তার মধ্যে অন্যতম হোল সঙ্ঘের ত্রিপাক্ষিক পত্রিকা ''সংবাদ-বিচিত্রা'' এবং ''বঙ্গ সম্মেলন''।

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে সংবাদ-বিচিত্রার ১ম সংখ্যাটি ডা. রণজিৎ দত্ত হাতে লিখে প্রকাশ করেন। ১ পাতার এই প্রথম সংখ্যাটি যখন প্রকাশিত হয় তখন এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ ছিল। সংবাদ-বিচিত্রা এবার ৪৫ বছর অতিক্রম করছে। আমি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে প্রথম থেকেই জড়িত ছিলাম। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রকাশ করতে হতো। আস্তে আস্তে অবশ্য সবই সহজ হয়ে এসেছিল। মূল কাঠামো মোটামুটি একই এবং আঙ্গিকে কিছু নতুনত্ব এনে পত্রিকা এখনও প্রকাশিত হচ্ছে।

এর পরে আসছে বঙ্গসম্মেলন—বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘের অন্যতম অবদান। ১৯৭১ সাল থেকে বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘ সংবাদ বিচিত্রা, বাংলা লাইব্রেরী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যখন পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলেছে তখনই সঙ্ঘের কিছু কর্মী ব্যক্তিদের মাথায় আসে বঙ্গ সম্মেলনের পরিকল্পনা। প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন রণজিৎ দত্ত, প্রবীর রায়, সত্যব্রত চৌধুরী, স্বদেশ বোস এবং আরও কিছু সদস্য। ১৯৮০ সালে কুইনস্‌ এর একটি স্কুল অডিটোরিয়ামে প্রথম বঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনের এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় গায়ক-গায়িকা, নৃত্যশিল্পী, আবৃত্তিকার অংশগ্রহণ করেন। প্রথম বঙ্গসম্মেলনের সেইআশ্চর্য-অনুভূতি ভুলবার নয়। সম্মেলনের মাধ্যমে অনেক স্থানীয় প্রতিভার সঙ্গে পরিচিতি হয়েছিলাম। ১৯৮০ সালে বঙ্গসম্মেলনের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল এখনও তা থামেনি—তবে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে সম্মেলনের সামগ্রিক আঙ্গিকের। আস্তে আস্তে সম্মেলনের জনপ্রিয়তা বেড়েছে—বেড়েছে চাকচিক্য। বঙ্গ সম্মেলন এখন আর নিউইয়র্কেই সীমাবদ্ধ নেই আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এর পরিক্রমা শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে। স্থানীয় শিল্পীদের জায়গায় এখন দর্শকদের আনন্দ দান করেন দেশ থেকে আগত নামকরা শিল্পীরা। তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে শিল্পীরা নাচ, গান অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে দেশে আবহাওয়া ফিরিয়ে আনেন। এছাড়া আছে সাহিত্যসভা। দেশের নামকরা অনেক সাহিত্যিক, কবি এতে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গসম্মেলনের আরএকটি বিরাট আকর্ষণ মানপত্র প্রদান। স্থানীয় এবং দেশের নামকরা ব্যক্তি যাঁরা বিভিন্নভাবে বাংলা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন বা করতে সাহায্য করেছেন এই মানপত্র দিয়ে তাঁদের সম্মানিত করা হয়। শুধু বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিই নয় অন্যান্য ভাবেও যাঁরা দেশে বা বিদেশে নিজেদের বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং জনকল্যাণে সাহায্য করেছেন তাঁদেরও অনেককে এই মানপত্র দেওয়া হয়। বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত বা কল্যাণমূলক কাজে নিবেদিত এমন কয়েকজন বিদেশীকেও বিভিন্ন বঙ্গসম্মেলনে মানপত্র দেওয়া হয়েছে। বঙ্গসম্মেলনে নানারকম প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও থাকে। বঙ্গসম্মেলনের অন্যতম আর এক আকর্ষণ বিভিন্ন স্টল। শাড়ি, গয়না এবং অন্যান্য নানা জিনিষের স্টলগুলো ব্যস্ত থাকে ক্রেতাদের খুশী করতে। শুধু নাচ, গান, অভিনয় সাহিত্য সভাই নয়—তিনদিনব্যাপী ''আড্ডা'' ক্ষেত্র, নতুন-পুরোনোর মিলন ক্ষেত্র যার জন্য বঙ্গসম্মেলন শেষ হয়ে গেলেও তার রেশ থেকে যায়।

৩৬ বছর আগে স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে বঙ্গ-সম্মেলনের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা শুধু অব্যাহতই নেই অনেক আড়ম্বরে তা উজ্জ্বল—কিন্তু প্রথম সম্মেলনের অনুভূতি এখনও মনের মধ্যে অম্লান। বঙ্গসম্মেলনে যখনই যোগদান করি তখন মনে হয় পুরোনো কখনও হারিয়ে যায় না—তা বেঁচে থাকে নতুনের মাঝে, নতুন রূপে।

বসন্ত কোনার চলে গেলেন

বিশ্বজিত চক্রবর্ত্তী, নিউইয়র্ক

আমাদের সকলের প্রিয় বসন্ত কোনার আর নেই। কাউকে না জানিয়ে না বলে জীবনের অবশ্যম্ভাবী ও শেষ কাজটি সেরে নিলেন। সারা জীবনই তাই করে গেছেন। কি ব্যক্তিগত, কী সামাজিক সমালোচনার উর্দ্ধে গিয়ে পালন করে গেছেন তার নিজের দায়িত্বে থাকা কাজটি। কাজ শেষ করেছেন সকলের অগোচরে, কোন প্রচার ছাড়াই।

সোমবার ১৩ই জুন রাতে ঘুমের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন বসন্ত কোনার। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিল ৬৭। মর্তলোকে ঘুমোলেন, উঠলেন স্বর্গলোকে। কোটি মাইলের যাত্রায় এসময় লাগলো মাত্র এক মুহূর্ত।

ব্যক্তিগত জীবনে বসন্ত কোনার ছিলেন দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইঞ্জিনীয়ার। MTA তে উচ্চপদে কাজ করে গেছেন সম্মানের সাথে। NYPA র দুর্গাপুজোয় শুরু থেকে কাজ করে গেছেন। জড়িত ছিলেন আরও অনেক সামাজিক কাজে। প্রচণ্ড বন্ধুবাৎসল্য ও পরোপকারি ছিলেন। ছিলেন কর্মযোগী।

বসন্ত কোনার মারা যাওয়ার পর ওনার বাড়িতে যে ভীড় দেখেছি সেটা ওর জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। অনেক পুরুষ মানুষের চোখেও জল দেখলাম। মৃত্যুকালে পেছনে রেখে গেলেন এক পরিপূর্ণ সংসার। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা ও নাতি-নাতনী। মৃত্যুকালে সকলেই উপস্থিত ছিলেন। রেখে গেলেন অসংখ্য বন্ধুবান্ধব।

তুমি আমাদের কাছে 'তুমি কি কেবলি ছবি...'' নও, তুমি অনুপ্রেরণা। বিজ্ঞান এতই এগোল এমন কোন সেলফোন নেই যে তোমাকে ধরতে পারবো। তবু একটা SMS করলাম ''যেখানেই থাক, ভালো থেক।''

সময়ের গভীরতা ও প্রান্তরের সীমারেখা

দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অস্টিন, টেক্সাস

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন একটা সুন্দর প্রান্তর-ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে যেটা দিয়ে সময়ের পরিমাপ করা চলে। 'The Carving' প্রসেসটি সময়েরে নতুন জিনিস এই জিওলজির ইতিহাসে। এই লম্বা গল্পটির শুরুটা ২ বিলিয়ন বছর আগে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের এলাকার পাথরের স্তূপের মধ্যে। Land-masses ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পরস্পরের কাছে এসে দূরে চলে যাওয়া, পর্বতগুলো তৈরী হওয়া এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িত হওয়া, সমুদ্রগর্ভ ক্রমশঃ উত্থিত এবং পতনমুখী হওয়া, জলের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির আকর্ষণে বিচলিত হওয়ার মধ্যে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের জিওলজি বিচিত্র রূপ পেয়েছে। এই গল্পগুলির মাধ্যমেই পৃথিবীর ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে যেটা এখনও চালু আছে।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এবং কলোরাডো নদীটির সৃষ্টি প্রায় মিলিতভাবেই। এরা দুটো আলাদা আলাদা গল্প শোনায়। পুরানো গল্পটা হলো পাথরের স্তর উপলব্ধিতে Paleozoic era (541-252 মিলিয়ন বছর আগে) এবং Precambian Rock formation যা হচ্ছে একেবারে নীচের দিকে অংশটা যা ২বিলিয়ন বছরের পুরানো নতুন গল্পটি হলো গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের origin টা কেমনভাবে হলো তার উপর ভিত্তি করা। ৭০ মিলিয়ন বৎসর আগে। 30,000 Sq. মাইল area জুড়ে সাউথ ওয়েস্টার্ন ইউনাইটেডকে নিয়া হলো Colorado Plato যেটা ক্রমশঃ চাপ খেয়ে উঠেছিল হাজার ফিট এবং এটা নর্থ আমেরিক্যান প্লেটের নীচের দিকে একটা ভয়ানক শক্তিশালী জিওলজিক্যাল ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে পূর্বদিকেরকার মাউন্টেড এলাকার সৃষ্টি করেছিল।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন আস্তে আস্তে তৈরী হতে শুরু করে ৫ থেকে ৬ মিলিয়ন বছর আগে। সেডিমেন্ট জমা কলোরাডো নদীতে গভীরতা বাড়তে থাকে এবং ক্রমাগত বৃষ্টি, বরফঝড় এবং প্রাকৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আয়তনে বেড়ে যেতে থাকে। বৃষ্টিপাত আর বরফগলার পরেজলধারার বেগ ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়া ২৭৭ মাইল লম্বা কলোরাডো নদীটির সাথে বিভিন্ন ছোট ছোট Tribunary র জোড়া লেগে ক্যানিয়নটির সৃষ্টি হলো।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের বিশিষ্ট চেহারা এবং এর দেয়ালগুলোর বিভিন্নতার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন erosion দ্বারা বিচিত্র স্তর সৃষ্টি করা। ভিন্ন ভিন্ন রঙের সৃষ্টি হয়েছে নানান ধরনের elements দের উপস্থিতিতে। লাল রঙের উৎপত্তি হয়েছে লোহা আর ইউরেনিয়ামের ভিন্ন ধরনের অক্সাইডের মাধ্যমে। সাদাটে রঙের জন্য লাইমস্টোন, কালো রঙের জন্য গ্রানাইট, বেসল্ট প্রধানতঃ দায়ী। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের জিওলজিক্যাল গল্পের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের পাথরগুলোর ইতিহাসও খুঁজে পাওয়া যায়। সবচেয়ে নীচে যে গ্রানাইটের স্তর আছে সেগুলোর মধ্যে আছে হিন্দু আচারের প্রভাবিত নামকরণ। সবচেয়ে নীচুতলার প্রথম কালসৃষ্টির নামকরণ হয়েছে 'ব্রহ্মা Schist" নামে। হিন্দুশাস্ত্র মতে 'ব্রহ্মা'ই আমাদের উৎপত্তির কারণ—সেই মতনই প্রথমদিকের কালসৃষ্টির মতনই এই পাথরসৃষ্টির ইতিহাস। ব্রহ্মাকে পরেই এসেছে Rama Schist হিন্দুধর্মের রাম দেবতার মাধ্যমে। এর পরেই Vishnu Schist —যে সৃষ্টিতে হিন্দুদেবতা বিষ্ণু দেবতার মতনই গ্রানাইট স্তর অন্য সমস্ত স্তরগুলোকে ধারণ করে রাখে। আমেরিকার মতন এমন সুসভ্য এবং মডার্ন সোসাইটির মধ্য থেকেও ব্রহ্মা-রাম ও বিষ্ণু দেবতাদের নামে পাথরগুলির নামকরণ বিশিষ্টতার চিহ্ন দিয়েছে। নামকরণের মধ্যেও হিন্দুধর্মের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ দেবতার 'ব্রহ্মা' নামই সবচেয়ে প্রথমে এবং তারপরে ভগবান রামের নাম এবং সবশেষে দাপর যুগের বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের নাম ধারাবাহিক ভাবেই এসেছে। যে anthropologist এই নামকরণের দায়িত্বে ছিলেন তিনি যে ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসকে ভালোভাবেই জানতেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

কলোরাডো নদীর ইতিহাস : Contintal-Divide এর পশ্চিমপ্রান্তে রকি মাউন্টেন অবস্থিত। কলরাডো নদীটি রকি মাউন্টে থেকেই বেরিয়েছে। পাহাড়গুলোর উঁচুর দিকে যত বরফ জমা পড়েছিল সেটাই ধীরে ধীরে গলে জল হয়ে যায়। যে সময়ে এই ছোট নদীটি গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে পৌঁছেছে, তার মধ্যেই নানান পাহাড়ের নানান শাখা নদীর সংস্পর্শে এসে এই ছোট্ট নদীটিই শেষে একটা বিশাল স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়েছে। এরজলের রঙ কাদাতে ধরনের এবং এই জল অবিস্মরণীয় পাথুরে অবস্থানের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। নদীটি বয়ে চলেছে ৫টি স্টেটের মধ্য দিয়ে South West আমেরিকা যেখানে জলেরঅভাব প্রচণ্ড রকমের ভয়াবহ। নদীটির স্বাভাবিক ধারাটি ১৪৫০ মাইল লম্বা যদি এর জন্মস্থান কলোরাডোর La Poudre পাস থেকে ধরা যায় এবং এটি পড়েছে গাল্ফ অফ ক্যালিফরনিয়াতে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন সৃষ্টির জন্য কলোরাডো নদীটি একটি শক্তিশালী কারণ এই নদীটি বয়ে যাচ্ছে প্রায় ৪০০০ থেকে ৬০০০ ফুটনীচ দিয়ে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন পর্যায়ের শেষ দিকে নদীটি প্রায় ৪ মাইল চওড়া এবং চারপাশের দেয়ালের পাথরগুলি প্রায় মাইলখানের উঁচু।

ক্যানিয়ন কারভিং : প্রায় ৫-৬ বৎসর আগে কলোরাডো নদীটি কলোরাডো প্ল্যাটের ভিতর দিয়ে যায় রকি মাউন্টে থেকে গাল্ফ অব্ ক্যালিফরনিয়া পর্যন্ত, একথা আগেই বলেছি। এর পর প্রতিটি বৃষ্টিপাত এবং বরফগলার সাথেই মরুভূমি তুল্য মাটি মিশে এই জলধারার সঙ্গে মেশে। বড়ো পর্বতের শিখা এবং প্রচুরতম সেডিমেন্ট জমা হয়ে erosion সৃষ্টির কাজ শুরু হয়। নদীর সেডিমেন্টের অংশগুলি প্রতিটি দিনে বদলাতে থাকে এবং সেই সময়ে সময়ের ব্যবধানের জন্যও সেগুলি ক্রমশঃ ক্ষয় হতে থাকে। এইজন্য গত শেষ বরফ যুগেতে ১২০০০ বছরআগেও এর পরিমাণ বর্তমান পরিমানের চেয়ে ১০ গুণ বেশি ছিলো।

নদীটি যতই ক্ষয় হয়ে গিয়ে তলার দিকে চলে যায় ততই ক্যানিয়নগুলোর গভীরতা বাড়তে থাকে। শাখা নদীগুলো এই ক্যানিয়নগুলোর চওড়া ভাবটাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। erosion নদীর ধারের কোমল পাথরের স্তরকে বেশি পরিমান ক্ষইয়ে দিয়ে উপরের শক্ত পাথরের স্তর জমা হতে থাকে। কোন ফাউন্ডেশন না থাকার কারণে এই দেয়ালগুলি ভেঙে পড়তে থাকে এবং সেই সাথে cliff ও slope ক্যানিয়নের শরীরে ফুটে ওঠে। erosion এর পাশাপাশি ক্যানিয়নের মধ্যে খাঁজ সৃষ্টি করতে থাকে এবং এইভাবেই Buttes আর Pinnacles রা জন্ম নেয়।

The Canyon Today: গত ১৯৬৪ সাল থেকে গ্লেন ক্যানিয়ন ড্যাম্ কলরাডো নদীর জলকে কনট্রোল করে এবং হাইড্রোলেক্ট্রিক জেনারেশনের কাজে লাগায়। এই ড্যাম শক্তিশালী কলোরাডো নদী থেকে ক্ষয়কারী Sediment গুলোকে Lake Powel এ সরিয়ে ফেলে। এই লেক পাওয়েল হচ্ছে The Glen Canyon National Recreation area তে।

Grand Canyon South Rim : আপনি South Rim এর কাছেই থাকুন কিংবা নীচের দিকে Canyon এর কাছে নেমে আসুন গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে দেখবার জন্য প্রচুর সম্ভার আছে। সেগুলোকে দেখবার জন্য তিনটে সাটল Bus Service আছে কিংবা হাঁটাপথে Hiking Trail ও আছে। হাইকিং ট্রেল করতে সংগী সাথীর প্রয়োজন এবং সময়ও যথেষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ করতে হবে। মাঝে Stop-over করবার জন্য দু-চারটে প্যাকেজও সঙ্গে নিতে হবে, এটা একেবারে must. হাঁটা পথের জন্য সুপরিমাণ মত জলের বোতলও।

১ দিনের জন্য গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন : মাত্র একদিনে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ঘোরা একমাত্র হুজুকে পড়া ব্যক্তিদের জন্য। তারা তারাই এত তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিসকে একেবারে গিলে খেতে চায়। যাই হোক একদিনের যাত্রায় গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ভিজিটর সেন্টার দিয়ে যাত্রা শুরু করা যায়। এখানে যাবতীয় আবশ্যিক উপাদানের খোরাক পাওয়া যাবে এবং প্রয়োজন মত ম্যাপ, বন্দোবস্ত, রিজার্ভেশন ইত্যাদিও করা যেতে পারে। এখান থেকে Mather Point দেখা যায় চমৎকার। পূর্বদিকে আরও এগোলে Desert-view drive ধরে দুমাইল পরই হচ্ছে YAKI point। তারপর ঐ রাস্তা ধরেই ৭ মাইল পূর্বদিকে এগোলে Grandview Point যেখান থেকে কৃষ্ণ (Krishna) শাখা এবং বিষ্ণু টেম্পলের অস্তিত্ব খুবই স্পষ্ট দেখা যায়। আরও ৪ মাইল পূব গেলে MORAN Point এবং আরও তিন মাইল এগোলে TUSHN Ruins এবং museum পাওয়া যাবে যেখানে ইতিহাস খ্যাত Ancest puebloans দের সামাজিক জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যাবে। আরও এক মাইল পূর্বদিকে গেলে Lipan Point থেকে কলোরাডো নদীটির একটা চমৎকার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় আর এক মাইল এগোলে Navago Point এ পৌঁছবেন যেটা হচ্ছে South Rim সর্বোচ্চ খাড়াই। Desert View and Watch Towr হচ্ছে Desert View Drive এর চূড়ান্ত দেখার জিনিস।

ফিরবার পথে পিকনিক সারতে পারেন কিংবা গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ভিলে থেকে পদব্রজে Rim Trail কিংবা Maricopa Point পর্যন্ত যেতে পারেন। ডিনার যদি EL TAVOR হোটেলে করতে চান তাহলে কিন্তু আগের থেকেই রিজার্ভ করা চাই চাই। এরপর সময় যদি হাতে থাকে তাহলে Free সাটল্ বাসে করে Hermit Road থেকে ৭ মাইল দূরে Hermit Rest পর্যন্ত যেতে পারেন। ওই রাস্তার মধ্যেই পড়বে Hope Point এবং Power Point এর শাখাগুলো যেখান থেকে সূর্যাস্তের ছবি চমৎকার দেখা যাবে।

৩ দিনের জন্য গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন : প্রথম দিনের মতই অর্দ্ধেক দিন কাটান গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ভিলেজকে কেন্দ্র করে। বাকী অর্দ্ধেক দিন Bright Angle Trail ধরে পায়ে হাঁটুন যতক্ষণ আপনি নিজেকে ক্লান্ত বলে অনুভব না করছেন। সঙ্গে খাবার জল ও কিছু খাবারও

এরপর ১৮ পাতায়

Top Picks Hiking Trails

	South Rim	Grade	Miles oneway	Beginning Hight	Endine Hight
1.	Bright Angel Trail-South	Steep	9.6 miles	6785 feet	2480 feet (colorado river)
2.	grand View Trails	Bery Steep	3.2 miles	7400 feet	4900 feet (House show Mcsa
3.	Hemit trail	Steep	9.7 miles	6640 ft	2300 feet (Colorado River)
4.	New Hance trail	Steep	8.0 miles	6982 ft	2600 feet (Colorado River)
5.	Rim trail	Level	9.0 miles	6820 ft	7120 feet (Colorado River)
6.	South Kaibal trail	Steep	6.4 miles	7,200 ft	2400 feet (Colorado River)

North Rim

1.	Cape final trail	Level/Incline	2.0 miles	7840 ft	7916 feet (cape final)
2.	Ken Patrick trail	Level/Incline	10.0 miles	8250 feet	8803 feet (Point imperial)
3.	North Kailal	Steep	7.1 miles	8241 feet	2400 feet (Colorado river)
4.	Transept trail	Level	1.5 miles	8255 feet	8200 feet (compground)
5.	Uncle Jim trail	Level	2.5 miles	8300 feet	8244 feet (Uncle jim point)
6.	Widforss trail	Level/incline	4.9 miles	8080 feet	7900 feet (Widforss Point)

"সিংহস্থ কুম্ভ"

২০১৬ সালে

উজ্জয়িনীর বিশিষ্ট কুম্ভমেলা

প্রভাংশু কুমার ঘোষাল, নিউ ইয়র্ক

এই বছরের অর্থাৎ ২১শে এপ্রিল থেকে ২২শে মে, ২০১৬ খৃষ্টাব্দ (৮ই বৈশাখ থেকে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত প্রায় এক মাস যাবৎ পৃথিবীর বৃহত্তম জনসমাবেশ ঘটতে চলেছে। স্থানটি ভারতের মধ্য প্রদেশের উজ্জয়িনী। উপলক্ষ কুম্ভমেলা। আরও বিশিষ্টভাবে বললে এই সমাবেশের কারণ "সিংহস্থ কুম্ভমেলা"। ভক্তলোকের বিশ্বাস যে কুম্ভমেলার পবিত্র লগ্নে পুণ্যতোয়া নদীতে অবগাহন করলে সমস্ত পাপ-তাপ ধুয়ে-মুছে যায়। সেই তত্ত্বির টানে প্রতি তিন বছর অন্তর চারটি বিশেষ তীর্থে ঘুরেফিরে এই মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। সিংহস্থ কুম্ভমেলা হয় বারো বছর অন্তর।

কুম্ভমেলার কোনো লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে, কোথায় ও কিভাবে এই মেলা শুরু হয়েছিলো তা গবেষণার বস্তু। বেদে প্রত্যক্ষভাবে কুম্ভমেলার উল্লেখ নেই। তবে সেখানে এক জনবহুল মেলার কথা বলা হয়েছে। বহু লোকের বিশ্বাস সেই বেদোক্ত ছোটো মেলাটি ক্রমশ আয়তনে বর্ধিত হয়ে আধুনিককালের কুম্ভমেলায় পরিণত হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী হিউ এন সাং (Hsuantsang, 602-664) সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ৬২৯ থেকে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ মোট ১৬ বছর ধরে ভারতে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে কুম্ভমেলার সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতায় তিনি লিখেছেন যে মাঘ (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী) মাসে প্রয়াগে গঙ্গাতীরে পাঁচ লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিলো। তিনি আরও লিখেছেন যে এটি ছিলো এক সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান। সেই ক্রমবর্ধমান মেলাটিকে অষ্টম শতাব্দীতে শংকরাচার্য আরও জনপ্রিয় করেছিলেন। এই মেলায় জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বৃটিশ শাসনকালে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেই বছরে সমবেত জনসংখ্যা ছিলো ১৫ মিলিয়ন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যায় দাঁড়ায় ২৯ মিলিয়নে। গতবারে ২০১৩ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে সমবেত পুণ্যার্থীর সংখ্যা হয়েছিলো প্রায় ৯৫ মিলিয়ন। সরকার অনুমান করছে যে ২০১৬ এই সংখ্যা দাঁড়াবে ১২০ মিলিয়ান।

এই জনসংখ্যার পরিমাণকে একটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে। মেলাটি হয় প্রায় একমাস ব্যাপী—পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত। ১২০ মিলিয়ান মানে এই নয় যে ১২০ মিলিয়ান লোক সবাই একদিনে এসে হাজির হন, অথবা ১২০ মিলিয়ান লোক এক মাস ধরে মেলায় উপস্থিত থাকেন। সরকারী খতিয়ান দেখলে বোঝা যাবে যে বেশীরভাগ লোক দু-তিন দিন অবস্থান করে পুণ্যার্জনের পরে বাড়ী ফিরে যান। দু-জন লোক যদি তিন দিন থাকেন তবে তাঁদের সংখ্যা হলো ২×৩=৬জন। এইভাবে যদি কোনো আখড়ায় ৭০ জন লোক ১৫ দিন থাকেন তবে জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৭০×১৫=১০৭০ জন। সরকারী খাতায় প্রতিদিনে উপস্থিত জনতার হিসাব রাখা হয় এই ভাবে। মেলা শেষ হয়ে গেলে এই জনসংখ্যাগুলিকে যোগ করে কুম্ভমেলায় উপস্থিতির মোট সংখ্যা নির্ধারিত হয়।

পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী কুম্ভমেলার সঙ্গে অমৃতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। মৎস্য পুরাণ ও বায়ুপুরাণে অমৃতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই রকম—

একবার মহর্ষি দুর্বাসা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। পথে যেতে যেতে তিনি দেখতে পেলেন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর শ্বেত হস্তীতে আরোহন করে বিপরীত দিক থেকে আসছেন। দুর্বাসার হাতে একটি পারিজাত পুষ্পের মালা ছিলো। তিনি সেইটি ইন্দ্রের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "দেবরাজ, আপনার সম্মানার্থে কিছু উপহার দিই এমন সামর্থ্য আমার নেই। সঙ্গে শুধু আছে পারিজাত পুষ্পের একখানি মালা। আমার এই ক্ষুদ্র দান দয়া করে গ্রহণ করুন।"

ইন্দ্র সেই মালাটির বিবর্ণরূপ দেখে বুঝলেন সেটি কয়েক দিনের বাসী। ঐ রকম শুকনো মালা তাঁর মর্যাদার অনুপযুক্ত মনে করে তিনি সেটিকে নিজের গলা থেকে খুলে তাঁর হাতীর গলায় পরিয়ে দিলেন। হাতী সেই শুকনো মালা পরাতে অনিচ্ছুক হলো। সে মালাটিকে গলা থেকে খুলে মাটিতে ফেলে দিয়ে সেটিকে মাড়িয়ে চলে গেলো। মহর্ষি দুর্বাসা এই ঘটনার পরম্পরা দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন। মুনি হলেও তিনি বীতরাগভয়ক্রোধস্থিতধী ছিলেন না। তিনি হাতী ও হাতীর আরোহীকে অভিশাপ দিলেন, "আমাকে অবমাননার ফল তোরা দেখতে পাবি। হাতী অনতিবিলম্বে মৃত্যু বরণ করবে। আর এই আড়ম্বরপূর্ণ দেবরাজ রোগ ভোগ করতে করতে মারা যাবে আজ থেকে একমাস পরে।"

এই অভিশাপ মুহূর্তে ফলপ্রসূ হলো। হাতীটি সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। তার পরে একপাশ ফিরে কাৎ হয়ে পড়ে গেলো। আর উঠতে পারলো না। (এই হাতীটি ঐরাবতে পূর্ববর্তী হাতী। সে অমর ছিলো না, দেবতারাও অমর ছিলেন না)। দেবরাজ স্বচক্ষে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন। চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি হতে থাকলো। তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়তে থাকলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে দুর্বাসার অভিশাপ ব্যর্থ হবে না। মৃত্যু যে সমাগত এ বিষয়ে তাঁর আর কোনো সংশয় রইলো না। তখন তিনি বিশ্বলোকের স্রষ্টা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে জীবন ভিক্ষা চাইলেন।

ব্রহ্মা সমস্ত কাহিনী মন দিয়ে শুনলেন। তারপরে বললেন, "নশ্বর প্রাণীর কোনো না কোনো সময়ে মৃত্যু হবেই। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে গেলে অমরত্ব অর্জন করতে হবে। সে বড়ো কঠিন কাজ।"

ইন্দ্র বললেন, "সে কাজ যতো কঠিন হোক না কেনো দেবতাকূল সর্বশক্তি নিয়োগ করে তা অর্জন করবে বলুন, কি করতে হবে।"

ব্রহ্মা জানালেন যে দেবতাদের আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে একমাত্র অমৃত, যা সাগরগর্ভে সুরক্ষিত আছে। সমুদ্র মন্থনের দ্বারা তাকে প্রাপ্ত করা যেতে পারে, কোনো বিকল্প পথ নেই। একবার সেই অমৃত পান করতে পারলে মৃত্যুকে জয় করা যেতে পারবে।

সমুদ্রমন্থন যে অত্যন্ত দুরূহ কাজ তা দেবতারা বুঝতে পারলেন। দীর্ঘকাল ধরে অসুরদের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁরাও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বুঝলেন, তাঁদের একক প্রচেষ্টায় এই কাজে সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। তাঁরা এবার বিষ্ণুর সাহায্য চাইলেন। বিষ্ণু তাঁদের উপদেশ দিলেন অসুরদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার জন্যে। দেবতারা কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে চিরশত্রু অসুরদের সঙ্গে চুক্তি করলেন যে সমুদ্রোত্থিত অমৃতের অর্ধাংশ দেবতারা পাবেন, বাকী অর্ধেক অংশ অসুররা পাবে। এই কাজে দেবতারা মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড রূপে এক কূর্মপৃষ্ঠে স্থাপন করলেন। নাগরাজ বাসুকীকে রজ্জুরূপে ব্যবহার করা হলো। মন্থনের কঠোর পরিশ্রমে বাসুকীর মুখ থেকে 'কালকূট' (নামান্তরে, 'হলাহল') নামের বিষ উদ্গারিত হলো। সেই মারাত্মক বিষ আকাশকে আচ্ছন্ন করে সমস্ত সৃষ্টিকে বিনষ্ট করে দিতে উদ্যত হলো। দেবতারা আবার বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু বললেন, "এই মারাত্মক বিষকে সহ্য করতে পারেন সেই ক্ষমতা এক মাত্র মৃত্যুঞ্জয় শিবের আছে। তোমরা তাঁর কাছে যাও।"

ভয়ভীত দেবতার দল শিবের পায়ে গিয়ে পড়লেন। সমস্ত কাহিনী শুনে শিব শরণার্থীদের আশ্বাস দান করলেন। কিন্তু সেই বিষের তীব্রতা এতো প্রাণঘাতী যে স্বয়ং শিবও তা গলাধঃকরণ করলেন না। তিনি সেই বিষকে কণ্ঠে ধারণ করলেন। হলাহলের বিষক্রিয়ায় তাঁর কণ্ঠ হল নীল এবং তাঁর নাম হলো 'নীলকণ্ঠ'। যথা সময়ে সমুদ্রের গভীর থেকে দধি, সুরা, সোম, লক্ষ্মী, ঐরাবত, কৌস্তভ, পারিজাত ও পরিশেষে অমৃতের কুম্ভটিকে কোলে নিয়ে উঠলেন স্বর্গলোকের চিকিৎসক ধন্বন্তরী। চুক্তি অনুসারে ঐ অমৃতে দেবতা ও অসুরদের সমান অধিকার। দুই পক্ষ অমৃতের কুম্ভটিকে মাঝখানে একটি কুশাসনের ওপরে বসিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করলো। কিছুক্ষণের মধ্যে দু দলই চিরজীবি হয়ে উঠবে। বিষ্ণু দেখলেন অসুররা অমরত্ব লাভ করলে অনর্থ হবে। তিনি তখন এক উদ্ভিন্নযৌবনা মোহিনী নারীর রূপ নিয়ে সেখানে আবির্ভূত হলেন। অসুররা সেই পরমাসুন্দরী মোহিনীকে দেখে বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেললো। মোহিনী অসুরদের বললেন, "তোমরা এই সর্বাঙ্গ দেহে ধুলো-কাদা মাখা জামাকাপড় পরে, বাসী মুখে অমৃত পান করবে? স্নান করে পরিষ্কার জামাকাপড় পড়ে দাঁত মেজে শুদ্ধ হয়ে অমৃত পান কোরো।" মোহিনী এই বোলে অসুরদের স্নানে পাঠালেন।

সেই সুযোগে ইন্দ্র তাঁর পুত্র জয়ন্তকে বললেন অমৃতপূর্ণ কুম্ভটি নিয়ে স্বর্গলোকে পালিয়ে যেতে। জয়ন্ত কুম্ভটি মাথায় নিয়ে বায়ুপথে পালাতে শুরু করলেন। অসুররা পরিস্থিতি বুঝতে পেরে জয়ন্তের পিছনে ধাওয়া করলো। খানিকটা গিয়ে জয়ন্ত প্রচণ্ড রকমের ক্লান্ত হলেন। পিপাসায় তাঁর গলা শুকিয়ে যেতে লাগলো। তিনি নিচে দেখলেন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সংগমে প্রয়াগে পৌঁছেছেন। তিনি মাটিতে নামলেন ও মাথা থেকে কুম্ভটি নামিয়ে রেখে আঁচলা ভরে জল পান করলেন। তাঁর ক্লান্তি গেলো। পরে যাত্রা শুরু করে কুম্ভটিকে মাথায় তোলবার সময়ে সেই কুম্ভ থেকে এক ফোঁটা অমৃত নদীগুলির সঙ্গমে পতিত হলো। জয়ন্ত ক্ষিপ্র গতিতে যেতে লাগলেন। কিছুটা পথ গিয়ে তিনি আবার তৃষ্ণার্ত হলেন। আবার নিচে নামলেন হরিদ্বারে। গঙ্গার জল পান করলেন। এবারও কুম্ভটি মাথায় তোলবার সময়ে এক ফোঁটা অমৃত গঙ্গায় পড়লো। আবার খানিকটা গিয়ে তিনি পুনরায় ক্লান্ত হলেন। নিচে তাকিয়ে দেখলেন শিপ্রা (প্রাচীন নাম ক্ষিপ্রা) নদীর তীরে উজ্জয়িনীতে পৌঁছেছেন। সেখানেও জল পান করলেন। কুম্ভ থেকে আবারও একবিন্দু অমৃত নদীতে পড়লো। পরবর্তী সময়ে আবার যাত্রাপথে তৃষ্ণার্ত হয়ে তিনি গোদাবরীতীরে নাসিকে নামলেন। এখানেও জলপানের পরে এক ফোঁটা অমৃত গোদাবরীর জলে পড়লো। তারপরে জয়ন্ত একটানা স্বর্গে পৌঁছলেন। (মতান্তরে পক্ষীরাজ গরুড় অমৃতকুম্ভটিকে স্বর্গে নিয়ে যান)।

(মহাভারতে সমুদ্রমন্থনের কাহিনী অন্যপ্রকারের। আমি সেই কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করলাম না। আগ্রহী পাঠক-পাঠিকারা মহাভারতের 'আদিপর্বে' সেই কাহিনীর বর্ণনা পাবেন।)

কুম্ভমেলার বৈশিষ্ট্য এইযে এই মেলা সেই চারটি তীর্থে পালিত হয় যেখানে আকাশ থেকে অমৃতবিন্দু পতিত হয়েছিলো—প্রয়াগ, হরিদ্বার, নাসিক ও উজ্জয়িনী। কুম্ভমেলার দিনক্ষণের বিচার হয় জ্যোতিষশাস্ত্রানুযায়ী বিভিন্ন গ্রহের সংস্থানের ওপরে। এই বিচার খুব জটিল। গ্রহরা প্রাকৃতিক নিয়মে রাশীচক্রের মধ্যে বিভিন্ন গতিতে পরিক্রমা করে চলেছেন। এই প্রক্রিয়াকে গ্রহদের "গোচর" অথবা

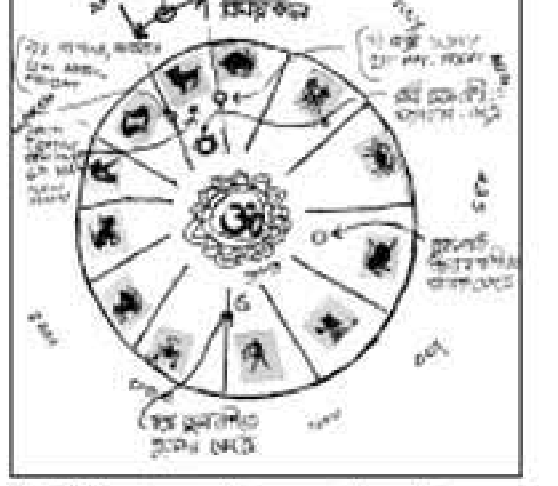

উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলার সময়ের গ্রহসংস্থান

"সঞ্চার" বলে। কুম্ভমেলার স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারিত হয় গোচরকালীন দেবগুরু বৃহস্পতি (যিনি অমৃতকুম্ভটিকে সযত্নে ধারণ করে থাকেন) ও সূর্য (যিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে 'রবি' নামে অধিকতর পরিচিত) এবং চন্দ্র (যিনি বেদসমূহতে 'সোম' নামে বর্ণিত হয়েছেন)—এই তিনজনের অবস্থান অনুসারে। বৃহস্পতির গোচরকাল বারো (১২) বছর। অর্থাৎ বিশ্বপ্রদক্ষিণ করে বারোটি রাশীকে অতিক্রমণ করে একই জায়গায় ফিরে আসতে বৃহস্পতির সময় লাগে বারো বছর। সেই কারণে এই মেলাটিরও আগের স্থানে ফিরে আসতে বারো বছর সময় লাগে। প্রয়াগ-হরিদ্বার-উজ্জয়িনী-নাসিকে তিন বছরের ব্যবধানে কুম্ভমেলা হয়।

যখন দেবগুরু বৃহস্পতি সিংহরাশীতে (রবির ক্ষেত্রে), রবি মেষরাশীতে (মঙ্গলের ক্ষেত্রে) এবং চন্দ্র তুলারাশীতে (শুক্রের ক্ষেত্রে) অবস্থান করেন তখন উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় পঞ্জিকা অনুসারে চৈত্রপূর্ণিমা থেকে বৈশাখীপূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাস দেবগুরু বৃহস্পতি অমৃতকুম্ভটিকে সযত্নে ধারণ করে সিংহরাশীতে অবস্থান করেন। এই জন্যে উজ্জয়িনীতে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলাকে "সিংহস্থ কুম্ভ" বলা হয়।

কল্পনাতীত জনসমাবেশের কারণে কুম্ভমেলায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকে যায়। ১৮৯২ সালে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় কলেরার আক্রমণে বহু লোকের মৃত্যু হয়। ১৯০৩ সালের নাসিকের মেলায় চার লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। ১৯৫৪ সালে ৫০০ লোক পদপৃষ্ঠ হয়ে মারা যান। স্নানের অধিকার নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরাভব সৃষ্টি হয়। সেগুলি মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। আগামী উজ্জয়িনীর মেলাটি যেন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় সেই জন্যে বহু সরকারী ও বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে। অনেক সেবা প্রতিষ্ঠান তাদের স্বেচ্ছাসেবকদের এই কাজে নিযুক্ত করবে। অনেক মহাপ্রাণ সংস্থা ও ব্যক্তি কম্বল, ওষুধ, খাবার ইত্যাদি বিতরণ করবেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সম্প্রতি উজ্জয়িনীতে গিয়ে ব্যবস্থা পরিদর্শন করে এসেছেন।

কুম্ভমেলায় পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে জনসমাগম হয়ে উত্তাল জনসমুদ্রে মিশে যায়। ভারতের বাইরে থেকেও বহু লোক আসেন। এঁরা আসেন নানা ভাবে নানা সূত্রে, নানা প্রতিনিধিত্বের মধ্যে দিয়ে। এদের মধ্যে আছেন বিষয়ত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীর দল, ঈশ্বরভক্তের দল, তীর্থযাত্রীর দল, রোগীদের দল, নিশাচরদের দল, সাংবাদিকদের দল, কৌতূহলী জনতার দল, চোর, সংসারীর দল, ইত্যাদি। কুম্ভমেলায় যদিও শৈবরা প্রাধান্য পান তবুও এখানে শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, কালীসাধক, তন্ত্রসাধক এমনকি নাস্তিকদল, ইত্যাদিরা সবাই আছেন। ট্রেনে, মোটরকারে, রেলগাড়ীতে, হাতীতে, উটের পিঠে, ঘোড়ার গাড়ীতে, এবং পদব্রজে। এমন লোকও আসেন যাঁদের পা নেই। এঁরা আসেন মাটিতে ভর দিয়ে বহু কষ্ট স্বীকার করে। অনেকে আসেন দোলায়। এ ছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাগা সন্ন্যাসীরদল (এখানে এ কথা বলে রাখা ভালো যে এই নাগারা ভারতের উত্তর-পূর্বের পাহাড়ী অঞ্চল নাগাল্যান্ডের আদিবাসী নাগারা নন। এই নাগা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের "নাগা" শব্দটি এসেছে হিন্দী "নাংগা" শব্দের অপভ্রংশ থেকে যার মূল সংস্কৃত শব্দ "নগ্ন" অর্থাৎ 'উলঙ্গ')। এই নাগা

এরপর ২৩ পাতায়

সময়ের গভীরতা ও প্রান্তরের সীমারেখা

১৬ পাতার পর

নিয়ে যাবেন। দ্বিতীয় দিনটি West Rim এর জন্য ছেড়ে দিন। ১৫০ মাইল ড্রাইভ করতে হবে Nevada State এর দিকে যেন হাইওয়ে থেকে অনেকটা দূরে ভিতরের রাস্তা দিয়ে। ওখানে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে রিমের ধারে ধারে (West) বেড়িয়ে বেড়ান। কিংবা ইচ্ছা করলেই হেলিকপ্টারে চড়েও কলোরাডো নদীটির উপর দিয়ে বেড়াতে পারেন কিন্তু আগে থেকে permit করিয়ে নিতে Havasn Canyon তে সত্যিকারের spiritual back country র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন। হেলিকপ্টারে চড়ে ৮ মাইল দূরে সুপাই (SUPAI) ভিলেজে কিংবা হাবাসুপাই (Havasupai) Lodge এ থাকতে পারেন।

তৃতীয় দিনটির জন্য আমরা অবশ্যই ভিনটেজ ট্রেন যাত্রার জন্য (William) শহর থেকে South Rim পর্যন্ত রেখে দিয়েছিলাম—যে যাত্রার কথা একটু পরেই বলবো।

পার্ক-শাটল-সারভিস ঃ South Rim যেতে গাড়ি চড়বার জন্য সারাবছরই খোলা থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এবং বসন্তকালের গোড়ার দিকে ফ্রী পার্ক সাটল সারভিস চালু থাকে ভীড় কমাবার জন্য। ফ্রী সারভিস আছে ৪ প্রকারের (চার)।

Hermit Rest Rout or Red-Route হচ্ছে ৮০ মিনিটের ট্রিপ। বাস ছাড়ে Village থেকে Hermit Rest পর্যন্ত। মার্চ মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বাসের যোগাযোগ। বাস স্টপ করে ৯টি পয়েন্টে। বাস অবশ্যি দাঁড়ায় Rima Point, Mohave Point এবং Powel Point এ মাত্র এই তিনটে স্টপেজে ফিরবার রাস্তায়।

(২) The Village Rout বা Blue-Route হচ্ছে ৫০ মিনিটের ট্রিপ সারা বছরই চলে কিন্তু Village-area তেই রাউন্ড ট্রিপ হিসাবে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ভিজিটর সেন্টার থেকে এর চলন। এই বাস সার্ভিসটি কিন্তু পরিপার্শ্বিক দর্শনের জন্য নয়।

(৩) Kaikabad Rourt বা Orange Rout হচ্ছে ৫০ মিনিটের ট্রিপ। ভিজিটর সেন্টার থেকে ইয়াকি পয়েন্ট পর্যন্ত কেবল মাত্র এই বাস সারভিসই চলে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ভিজিটর সেন্টার থেকে বাস ট্রান্সফার করে Maher Point এবং YAVAPAI Geology Miseum যেতে হয়।

(৪) Tusayan Route বা Pink Route হচ্ছে ৪০ মিনিটের রাউন্ড ট্রিপ। বাস চলে মধ্য মে মাস থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকাল ৮টা থেকে ৯-৪৫ পর্যন্ত বাসের চলনের পরিধি হচ্ছে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ভিজিটর সেন্টার থেকে হোটেল বা বিজনেস সেন্টার Tusayan পর্যন্ত।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন রেলওয়েজ ঃ আমরা গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে বেড়াতে যাবার তৃতীয় দিনে WILLIAM শহর থেকে যাত্রা শুরু করি। ১০০ বছরের উপর হলো South-Rim এ প্রথম প্যাসেঞ্জার এসেছিল। আর আজকাল প্রতিদিন একবার এবং ভীড়ের সময়ে দিনে দু-বার করে রেলযাত্রা করা যায়। যাত্রাটির পথ William শহর থেকে শুরু করে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সাউথ রিমের মাঝামাঝি যায়। Vintage কেবিন তৈরী হয়েছে Budd ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী দ্বারা। গাড়িটির মধ্যে ৫টি বিভিন্ন ধরনের শাখা আছে। যেমন ফার্স্ট-ক্লাশ, পুলম্যান ক্লাশ, ডোম ক্লাশ, লাক্সারি ডোম ক্লাশ এবং লাক্সারি পারলার ডোম ক্লাশ। দূরত্ব ৬৫ মাইল এবং পৌঁছোয় ঠিক ২ ঘন্টা ১৫ মিনিটে।

সমস্ত রেলযাত্রীদের জন্য যাত্রা শুরুর পূর্বে Williams শহরের স্টেশনের ধারে Wild West Shoot-out হয়—আধ ঘন্টা ধরে। তারপর যাত্রা শুরু হবার পর Cow Boy রা এবং বিভিন্ন মিউজিশিয়ানরা মিলে গান-বাজনা চালিয়ে যায় সারাটি পথ জুড়ে। তার ফিরবার পথে Cataract Creek Gang (নোটোরিয়াস) গাড়িতে চড়ে মহ্ (মিথ্যে) ট্রেন ডাকাতি দেখায় যেটা সবাই মিলে দেখতে খুবই ভালো লাগে।

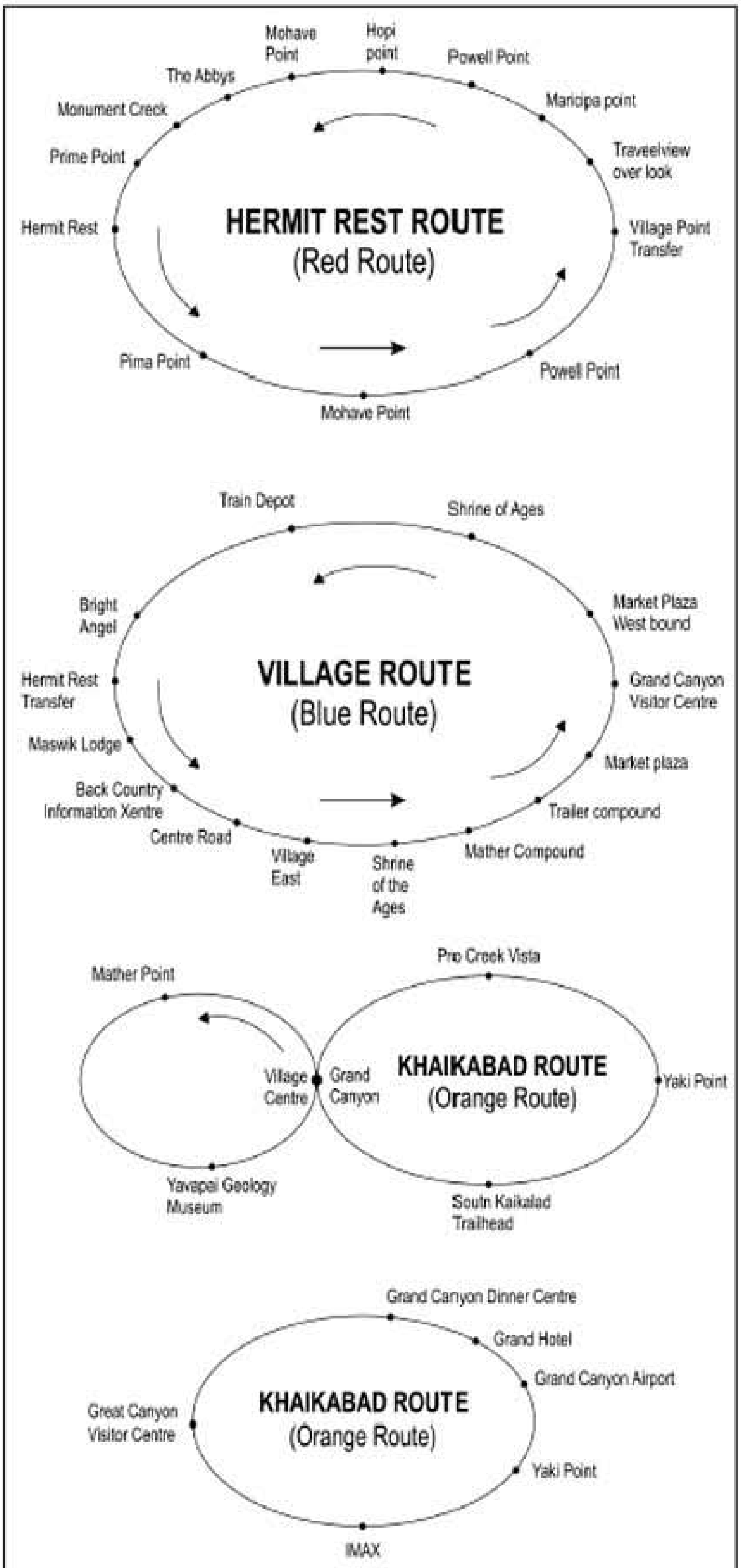

যদিও আমরা যে দিন William শহর থেকে ট্রেনে Grand Canyon এ গিয়েছিলাম সেইদিন সন্ধ্যাতেই Williams এ ফিরে এসেছিলাম। নাহলে যাঁরা গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে সারা রাত বিভিন্ন হোটেলে থাকতে পারেন—তার জন্য আলাদা খরচ। ব্যবস্থা যদিও খুব সুন্দর এবং আরামদায়ক। Vintage ট্রেনটি William Station থেকে ছাড়ে 9.30 A.M. সময়ে এবং South Rim এ পৌঁছোয় 11.45 A.M. তে। তারপর ঘণ্টা দুয়েক বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে আবার ট্রেন ধরবেন ৩.৩০ মিনিটে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন থেকে এবং পৌঁছোবেন William শহরে 5.45 P.M. তে। ট্রেনের ভাড়া $34.0 প্রতি রবিবারে এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিনে $45.0 করে।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ঘুরবার জন্য গাধার পিঠেও চড়া যায়, বাই সাইকেলও মাঝে মাঝে চড়তে পারা যায় এবং নিদেনপক্ষে হাইকিং বা পায়ে হেঁটেও বেড়িয়ে আসা যায়, সঙ্গী সাথী সমেত।

যে জায়গাগুলো আমাদের দেখা হয়নি

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন স্কাই ওয়াক ঃ এটির অবস্থিতি হচ্ছে Hualapai ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনে পার্কের কাছে। এর প্রবেশ পথটি হচ্ছে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ওয়েস্টের দিকে। প্রায় ৪০০০ ফিট উপরে (ক্যানিয়ন-ফ্লোরের কাছ থেকে) স্থাপিত। চারপাশে কাঁচের আবরণ এবং লম্বা প্রায় ৯০ ফিট। এই স্কাইওয়াকে চড়লে মনে হবে যেন হাওয়ায় ভাসছি। স্কাইওয়াকটি সাউথ রিম থেকে ২৫০ মাইল দূরে।

North Rim ঃ এখানে মাত্র এক দশমাংশ লোক (South Rim এর থেকে) বেড়াতে যায়। এটি ২১৫ মাইল দূরে (South Rim) অবস্থিত। ধরুন আপনি সৌন্দর্যময়ী কাইবাব প্ল্যাটো থেকে নর্থ রিম পার্কওয়েতে যেতে চান তাহলে আপনাকে ৬৭ নম্বর রাস্তাটি ৮৯এ রাস্তায় মিলিত হয়েছে সেই জংশনের ধারে JACOB Lake র কাছে আসতে হবে। কিংবা ৬৭ নম্বর রাস্তাটি দিয়ে ৪৭ মাইল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সোজা গিয়ে নর্থরিমে পড়তে পারেন। হাইওয়েটি বন্ধ হয়ে যায় প্রথম বরফ পাতের সঙ্গে সঙ্গে এবং এটি আবার খোলে ১ই মে তারিখে।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন নর্থ রিমের একটি অসাধারণ কবিতার মত ফুটে ওঠে Paiute অর্থাৎ পর্বত সম্মিলনীতে। তারা অবশ্য অন্য নামকরণ করেছেন Kanal অর্থাৎ Willow নামে। Vinkaret বা পাইনের আখড়া নামে নামকরণ করেছেন অন্যদলের লোকেরা + তাছাড়াও Shivwits অর্থাৎ সাদাটে পৃথিবী বা করেটি-পিক, নামকরণও আছে আবার আর দুই দলের। নর্থ রিম সাউথ রিমের থেকে ১০০০ ফুট উঁচু। এটিকে অসম্ভব সৌন্দর্যশালী দেখায় বিভিন্ন স্তরের জিওলজির জন্য। এই স্তরের বিস্তৃতি হলো আরও বহুদূর পর্যন্ত। কিন্তু তাহারাশির মধ্যে Grand Canyon Lodge থেকে Bright Angel Point পর্যন্ত দেখবার জন্য অভূতপূর্ব শোভা আছে। যেখান থেকে ৩০০০ ফিট নীচে Rouring Springe এর গর্জনশীল জলাধার আছে যেখান থেকে পুরো গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের জল বিতরণ হয়। এছাড়া নর্থ কাইবার ট্রেল, কেপস মাইনাজ ট্রেল, রুজভেল্ট পয়েন্ট ট্রেল, উইডফর্স ট্রেল, আঙ্কল জিম ট্রেল এবং কেন প্যাট্রিক ট্রেকগুলি থেকে বিভিন্ন ধরণের ভারী সুন্দর-সুন্দর পথের ছবি চোখ খুলে দেখা যায়। একই জায়গায় যদি যেতে হয় তাহলে অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে নতুন নতুন জায়গাতেই যাওয়াই উপভোগ্য। সেই হেতুতেই এখানে Bi-Cycle trip বা গাধার পিঠে চড়ে যাওয়া কিংবা শুধুমাত্র পায়ে হেঁটে হাইকিং করতে করতে যাওয়াটি নর্থ রিমে মনোরম।

যে জায়গাগুলো দেখেছি (কিন্তু এই লেখাতে বাদ পড়েছে) ঃ আমরা মাসখানেক আরিজনা স্টেটে ছিলাম। তারমধ্যে বহু জায়গাতেই ঘুরেছি, ফটো তুলেছি, সুন্দর শোভামণ্ডিত দৃশ্যও দেখেছি। সেগুলোর ইতিহাসও বিরাট এই লেখাটির (গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্ক) পক্ষেজায়গাটিও বিশাল নয়। এদের মধ্যে মিনিম শহরের কীর্তিকলাপ, Williams ও Flagstaff শহরের খুঁটিনাটিও ছিল। তার উপর সেডোনা শহরের লাল পাথরের স্তুপের কথা, মনুমেন্ট ভ্যালির মধ্যে শত শত হলিউড মুভির গল্পও আছে। ন্যাশনাল পার্কে লেক অঞ্চলের ঘটনাবলী, রেড রক পার্কের ইতিকথাও এর মধ্যেই পড়ে। এছাড়াও Uzigrot পুরানো Red Indian দের ঘটনাবলী এবং Montezuma এ তাদের সভ্যতার কথা এবারের লেখা হলো না।

এবারের যাত্রায় মাসখানেক আরিজনায় বেড়ালেও মনে হয় এর ইতিহাস নাড়িয়ে খুব একটা ভরাট ভিতরেও লেখার মধ্যে দেওয়া হয়নি। বর্তমান যুগে মানুষ তার আগ্রাসী অভ্যাসের মত পৃথিবীর কত সুন্দর জিনিসকে নষ্ট করে দিতে বসেছে। তাদের ভিতরেই কত মানুষের গলার স্বর, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সার সার হেঁটে যাচ্ছে মিছিল করে। ঝরা পাতার স্মৃতি আর পিছনে ফেলে আসা সিঁদুরে লাল পথের প্রান্তর, মনকে উথাল পাথাল করতেই থাকবে।

CAB RECOGNITION RECIPIENT

Every year CAB recognizes persons who are devoting their lives for improvement of the Bengali Culture, Bengali Education and Bengali Community. This year CAB is proud to recognize Dr. Maya Sarkar, Mrs. Dolly Choudhury, Biswajit Saha and Mitra Purakayastha for their outstanding services to our Bengali Community.

Doly Choudhury

Dolly Choudhury (Dolly Boudi) was born in Malda, West Bengal. After getting fher B.A. degree from Malda College, She obtained B.T. and M.Ed from Calcutta University. After she was married, she and her husband moved to London in 1961. She worked as a temporary teacher in middle school until her daughter Mita was born in 1964. Mita is currently a full professon of History at Vessar College, N.Y.

In 1966, moved to Lusaka, Zambia for two years. Beside teaching in High, School was involved in various Community work for a Leprosium. She and her husband emmigrated to U.S.A. in 1970. Along with other friends, she was very much active standing Saraswati Puja in Flushing, N.Y. She is one of the founder member of Milani Club and was very much involved with East Coast Durga Puja for quite a few years. In 1974f she did her M.S. Degree from Hunter College specialised in Special Education and persued teaching for Sometime. Deveted member of CAB Since its inception. Handled Registration and Reception at NABC, Rokol in 1988 and the some for Milani in 1989. In 1993 she was in change for Hospitality for Rabindra Mela.

In 1999 worked for Biswa Bangla Sammelan at Kolkata. In 2005 handled the Hospitality for CAB.

Presently very much active in Kokol Durga Puja.

After he husband Suhas Choudhury passed away. Whe lives in Bridgedaler, N.Y. always willing to lend helping hand as much as whe could.

বিশ্বজিত সাহা

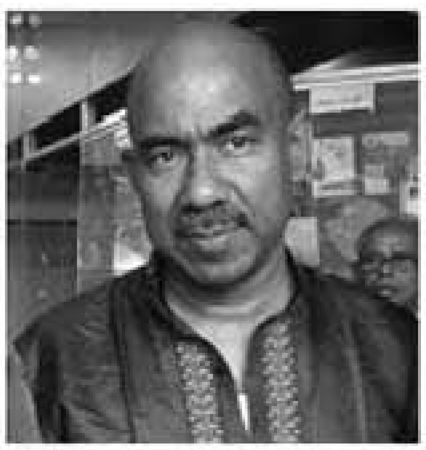

বিশ্বজিত সাহা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি নন। তিনি তাঁর ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্বব্যাপী মর্যাদার আসনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছেন। মাতৃভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি তিনি সবসময়ই নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করেন। এ জন্য প্রবাস জীবনে নিজের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারণা। ১৯৯২ সাল থেকে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে অস্থায়ী শহীদ মিনা স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ। যা পরে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভের দিশারী হিসেবে কাজ করে এবং বহির্বিশ্বে বাঙালীদের কাছে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রতি বছর উত্তর আমেরিকায় সফলভাবে বাংলা বইমেলা ও উৎসবের আয়োজন। গত ২৫ বছর ধরে বহির্বিশ্বে বাংলা বইমেলা ও উৎসবের এটি সর্বপ্রথম আয়োজন। বাঙালির অনন্য গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সাফল্যের সাথে। বিশ্বজিত সাহার পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে নির্মিত হয় ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র ও 'অক্ষয় বাংলাদেশ' ও 'সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ'। ২০০১ সালের ১৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রামাণ্যচিত্রটি উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাপী বাংলা ও বাঙালি উৎসবের আয়োজন। বহির্বিশ্বে ৩৬টি দেশে বসবাসরত অভিবাসী বাঙালি সমাজের জীবনচরিত নিয়ে বিশ্বজিত সাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত "বিশ্বব্যাপী বাংলা ও বাঙালি"। ১৯৯২ সাল থেকে উত্তর আমেরিকায় বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরদের বাংলা শেখার আগ্রহ সৃষ্টি জন্য শুরু করেন বাংলা লিখন প্রতিযোগিতা। তিনি লেখেন গ্রেডদের জন্য বাংলা শেখার বই Leart Bangla Book 1, 2. যা বহির্বিশ্বে জন্ম ও বেড়ে ওঠা বাঙালি শিশু-কিশোরদের মাতৃভাষা বাংলা শেখার প্রথম পাঠ হিসাবে বিবেচিত গ্রন্থ। আমেরিকার মূলধারায় বাঙালিদের সবচেয়ে বড় অর্জন। ২০০৯ সালে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ-এর মাধ্যমে বাংলা উৎসবকে 'আন্তর্জাতিক বাংলা সপ্তাহ'' ঘোষণা ২০১১ সালে আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসবকে প্রথমবারের মতো নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলিতে রেজুলেশন গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি দান। আমেরিকার মূল ধারার সঙ্গীত আয়োজন ওয়ার্ল্ড মিউজিক ইনস্টিটিউট-এ প্রথমবারের মতো বাংলা সঙ্গীতসন্ধ্যার অনন্য কণ্ঠশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার নাম অন্তর্ভুক্তির প্রয়াস ও বাস্তবায়ন। ২০১৫ সালের এপ্রিলে ফেব্রুয়ারি-তে বিশ্বজিত সাহার প্রস্তাবনায় নিউইয়র্কের স্টেট সেনেটর কর্তৃক উত্থাপিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নর কর্তৃক রেজুলেশন পাস। ইউনেস্কো ও জাতিসংঘের পর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির বড় অর্জন। নিউইয়র্কে বহুজাতিক সংস্কৃতিকে সেতুবন্ধন করার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে ২৫ বছর একটানা কাজ করার জন্য নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নর কর্তৃক এই সম্মাননা প্রদান। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের ২৫ বছর পদার্পণ উপলক্ষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কর্তৃক অভিনন্দন বার্তা। আমেরিকার মূলধারায় বাঙালিদের অর্জন। ২০১৫ সালে নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নর কর্তৃক বাংলা উৎসবকে 'আন্তর্জাতিক বাংলা সপ্তাহ'' ঘোষণা। ২০১৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সামনে মাসব্যাপী ১৫ ফুট উচ্চতার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ভাস্কর্য স্থাপন করে বাঙালির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে মুক্তধারা। বরফ আচ্ছাদিত হিমশীতল মধ্যরাতে জাতিসংঘের সামনেই অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করে মুক্তধারা ও বাঙালির চেতনামঞ্চ যে যাত্রা শুরু করে তারই ধারাবাহিকতায় পঁচিশ বছর পর অর্জিত হয় এই সাফল্য। যুক্তরাষ্ট্রের ডাক বিভাগ এই ফেব্রুয়ারিতেই প্রকাশ করে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসোৎসব।' মাতৃভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের অবিস্মরণীয় ঘটনার প্রতি এই স্বীকৃতি ভাষার মর্যাদার গড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শুধু বাংলা ভাষার জন্য নয়, বিশ্বের সকল ভাষার সুরক্ষার মূর্ত প্রতীক এই স্বীকৃতি। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে বইমেলা একটি মাইলফলক নিদর্শন। প্রবাসী বাঙালির আত্মানুসন্ধান ও অস্তিত্বের অন্বেষণে বিশ্বজিত সাহার শুরু করা মুক্তধারার বইমেলা যেন স্মৃতিপুঞ্জ জেগে দিয়েছে বিগত পঁচিশ বছর। জল সিঞ্চনে সিক্ত করেছে দাবদাহে তৃষ্ণার্ত বাঙালির অন্তরমন। সেই সঙ্গে মুক্তধারার বিশাল বিশাল অর্জন ও সাফল্যের গৌরব পাবার ভাগীদার প্রবাসী বাঙালি আজ গর্বিত ও সম্মানীত।

Dr. Maya Sarkar

Dr. Maya Sarkar is a well known member of the Bengali community of New York and is a practicing physician. She was an active member of Milani Cultural Association, one of the first Bengali cultural organizations of New York. Milani sponsored the 9th North American Bengali conferance in Long Island City in 1989 for which Dr Sarkar served as Secretary and was instrumental in organizing the movie program.

When NABC had its 25th anniversary at Madison Square Garden in 2005 Dr. Sarkar organized the Bengali film forum for the conferance.

Dr. Sarkar has strong commitment for charitable community work here and in West Bengal. Since 1987, she has been an organizer of Street Children International, that assists orphans and destitute children to become independent and be able to support their families .

Mitra Purakayastha

Mitra Purkayastha has been the founder and Artistic Director of RDM-Rhythms of Dance & Music since1986. She is instrumental in popularizing Odissi in New Jersey since she set her foot in NJ. She has been the chief instrument in introducing Odissi dance in New Jersey in 1986, with a flairmaintaining its authenticity and purity, and following the Guru Shishya Parampara of her Guru Muralidhar Majhi, the Bhagirath of Odissi dance in Kolkata and Bengal, who himself was the proud disciple of the actual founder of Odissi dance, Guru Pankaj Charan Das. Mitra has been awarded the "Life Time Achievement Award-Nrityangana Award" by Odissa Research Academy, in the prestigious "Mahari Award Festival", "Pankaj Charan Das Utsav 2015", for her "contribution towards the spread of this art form for the longest period of time in a foreign country". From her very first day, Mitra carried Odissi dances to every social event, where it gained the popularity of the people who wanted to delve deep into its richness like her. She has been respected for her zeal in participating in fund raising activities for various humanitarian events such as "Good News Children Education Mission"- "Kushi Feet". She has been awarded accolades for her contribution and RDM performance in Asian American Heritage Festival and other North and South Indian communities. Dance is as she said was her "Shakti, Shanti and Sadhana" and her "ultimate ecstasy, mind, body & soul". Teaching dance, being the passion, she taught anyone, who were ready to follow the four "P"- "perseverance, persistence, patience and practice". Teaching Odissi to children is her true passion, true calling, whom she dreams will become her Gurus parampara. Also teaching children with special needs, was something she took as a Gods calling. She was the first who started Odissi lessons for aspiring adults in New Jersey, who never had a chance to learn Odissi before, and today both the kids, teenagers as well as adults form, a proud, happy RDM family performing and teaching throughout New Jersey and the whole of USA, even internationally RDM is also affiliated with "Pracheen Kala Kendra" an All India based Examination curriculum in arts and gives opportunities for her students to work with RDM invited international choreographers and dancers every year. Mitra is the lifelong disciple of Sangeet Natak Award and Presidential Award Winner Guru Muralidhar Majhi, in Odissi. She is also the lifelong disciple of Guru Khelendra Mukherjee in Manipuri, of Rajkumar Senarik Gharana and disciple of Guru Bipin Singh. Besides, she is indebted to her first childhood Guru Arup Shankar Adhikari and Shanti Gupta, disciples of Maruthapa Pillai, in "Basanti Bidya Bithi", founded by mentor Prof. Tapan Sen. Most importantly, Mitra's guiding light, mentor and inspiration was her maternal aunt, The Sangeet Natak Academy Award Winner & Lalit Kala Academy Award winner Dr. Manjushri Chaki Sircar, who taught her the first steps of dance and how to bloom into a passionate dancer. She is the one who taught her the "abc's" of classical based interpretive choreography, using classical tools to fit any music and words. Last but not the least, she and RDM is indebted to their mentor- dancer, choreographer of international acclaim, Sukalyan Bhattacharjee, who has done many productions for RDM and has been training, guiding, molding them, to continue the path of undaunted success.

Am I Special Enough

Ishwar Mukherjee

My earliest memories of working as a train engineer are of the dimly lit engine room, the warm and glowing fire, and crude, dark coal. I remember the clouds of smoke polluting the sky and the cold wind slapping me whenever I looked outside. I remember the bells and whistles, each striving to be chosen at the next intersection.

I remember being hunched over the local paper for hours, engrossed in the gossip around town. There wasn't too much in the paper, maybe a household had been robbed or a business had been vandalized by some unruly teens. I'd take a break sometimes, staring off into the miles of track ahead and thinking how perfectly the brown, rusted tracks complemented the picturesque winter landscape. On these colder days, shivering under three sweaters and a jacket, I kept the boiler doors a tad open.

In the daytime, the sun would reflect on the clean, white snow. As I looked at the smooth, snowy hills, I recall feeling a sense of satisfaction to be operating the only train on this line.

The day would wear on, the sun drifting lower into the sky. The orange glow felt welcoming, and, at times, I thought it could even match the comfort felt when sitting by the fire. Eventually, I'd stop reading the newspaper as the light outside diminished. Too soon, the sun would below the peaks of the hills, and I would be alone.

In the summer, it would be fine. I would stick my head out of the boiling engine room, feeling the refreshing wind in my face. But in the winter, this stretch of track would be unbearable.

I'd turn my cab in lights on, and sit back on the crate of coal. Sometimes, I would close my eyes, listening to music of wheels grinding against the tracks and the couplings jiggling against each other. A coyote would call, and I'd be grateful for the company.

These were the times I thought of home. How ironic, I remember wondering several times, that, I, the engineer of the mail train would be alone. Connecting friends and families, but alone myself. I would let out a sarcastic chuckle; maybe even a smile; but this irony caused me great pain and agony.

On December 14, 1912, I was turning 25 years old—too old, my parents said, to be playing with trains. I had come home for my birthday celebration. Everyone was in a good mood; they were all seeing me after quite a long time. My little brother was jumping around, hugging me. Even though my parents and I didn't see eye to eye on my future, I hoped we could get past that and enjoy a few days together. I was wrong.

"Graham," my mother told me, "find something you like to do. You're such a bright, smart young man. You have such a good prospective future."

"Yes," my father chimed in, "listen to your mother. Do something productive."

My mother kept talking, but I was already picturing my locomotive. She was painted a dark maroon. The fenders, whistle, and chimney were polished to look like new. My memory jogged, and suddenly, my family, my plate of eggs, and the chirping birds disappeared. I was back with the pistons pumping, the wheels churning, the steam whistling. I tried explaining that I couldn't bear leaving my train, but my parents didn't understand.

I had that letter though, the one I got few days ago and wasn't opening until Christmas. It was from the postal company, and I hoped it was news of a raise. I wanted to surprise my parents with good news, maybe even convince them that I had a suitable career. I'd be tempted to tear it open, and feed my eyes the good news. But I resisted, and closed my eyes. I could always sense when the tunnel was approaching, even with my eyes closed. It became quiet; the wind was blocked by the towering hill. The tracks in the tunnel were different. They were older, yet more seamless. The tracks outside were thick and heavy. Inside the tunnel, the tracks were thinner and lighter, but felt more secure.

I rang the bell as the darkness engulfed the train. I remember sitting on the crate, my eyes tightly shut. All I could hear was my heartbeat pounding steadily and my mouth letting out puffs of air. It was at these times I felt the most aware of my true identity. This was where I could concentrate without something nagging at me.

The tunnel would end, and I would once again be underneath the beautiful starry night sky. I'd yawn and take a stretch. I knew that the snow-capped station was now only a mile or two down. This old routine would continue, day after day, month after month. On bright, cheerful days, I'd think about how happy I was out here. Other days, I would question my sanity. But overall, I was content to be ignorant of the outside world. There was something in the smell of burning coal and the sight of railroad tracks that the rest of the world simply couldn't replace. I was a simple man, happy with my countryside and my locomotive.

So, it came as a bit of a surprise when I opened my letter. I found my contract about to be terminated, from January 1st. At first, that seemed impossible; the gift season usually kept me busier than ever.

As I read along, the company says a faster, more efficient train will replace me. It is a train, I suppose, that didn't need to stop for coal and water three times a day. I guess this train could crisscross the state in a matter of hours.

And here I was, thinking for the longest time that I was special enough to run the only train on this route. I guess the world is changing after all.......

ভূতের আস্তানা

সজল ব্যানার্জী, লেক্সিংটন, ম্যাসাচুসেটস

খবরটা নিয়ে অনেকদিন ধরেই হাসপাতাল চত্বরে একটা চাপা উত্তেজনা। চতুর্থ শ্রেণীর রাতের কর্মীরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে হুমকিও দিয়ে এসেছে—এর একটা সুরাহা চাই। নইলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা আর রাতের ডিউটি করবে না। ওদের ধারণা লাশকাটা আর মর্গের ঘরেই ভূতদের আস্তানা। ঐখানেই মৃতদেহ কাটাছেঁড়ার কাজ করেন পড়ুয়ারা। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ভূতেদের দৌরাত্ম্য। মনে মনে বিষ্ণুর নাম জপ করা সত্ত্বেও একা একা ঐ ঘরের পাশ দিয়ে যেতে সবারই ভয় হয়। কখনও আঁধার—কখনও কখনও অট্টহাস্যের রোল সারা শরীরকে হিম করে দেয়। কেউই যেচে প্রাণ দিতে রাজি নয়। ভূতেরা যদি রাতের অন্ধকারে আরও ঘাড় মটকে দেয় তবে কী হবে। কাজ আগে না প্রাণ আগে! এইতো সেদিন একজন রাতের অন্ধকারে কী যেন সারাতে ঢুকে গিয়েছিল। পরের দিন তার ঘাড় মটকানো দেহ বেল গাছ তলায় খুঁজে পাওয়া গেল।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পড়েছে মহা ফাঁপরে। খবরটা বাইরে রটে গেলে ভয়ে আর রুগিভর্তি হবে না। ফলে আয়ও যাবে কমে। তখন ওদের চাকরি নিয়ে টানাটানি। ভূতেদের কল্যাণে ওদের শিয়রে শমন। অগত্যা অধ্যক্ষ সবাইকে সন্তুষ্ট করতে ওঝাদের শরণাপন্ন হলেন। সারাদিন ধরে অনেক যজ্ঞ—তুকতাক—গঙ্গাজল ছেটানো—ঝাড় পেটানো হল সারা বাড়িতে। ভূত তাড়াতে লঙ্কার ধুঁয়ো দিয়ে ঘরগুলো ও বাড়ির সব তলা শোধন করা হল। কিন্তু সন্ধের পরে যে কে সেই! হাসপাতালের কর্তারা নাজেহাল। ওদের ঘুম গেছে ছুটে। ওরা রোগ সারাতে শিখেছে, কিন্তু ভূত তাড়াবার বিদ্যে তো ওদের জানা নেই।

ছেলেবেলায় ঠাকুরমা ভূতের ভয় দেখিয়ে চাহি-খুহি করাতেন। কখনও গাছের ডালে, কখনও দূরে টিমটিমে আলোয়, কখনও বা টর্চের আলো ফেলে ভূত দেখানো হত। সেই থেকে অমিতের ভূত সম্বন্ধে একটা ভয় ও গভীর জিজ্ঞাসা মনের কোণে বাসা বেঁধে ছিল। তারপর হঠাৎই অমিত ঐ হাসপাতালে বদলি হল। রেসিডেন্ট ডাক্তার হিসেবে ভূতের মোকাবিলা করতে হবে সেটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। অমিত মনে মনে ভাবল ওর বদলিতে ওই ভূতের অদৃশ্য হাত নেই তো?

সেই চিন্তা মাথায় নিয়ে অমিত হাসপাতালের নতুন দায়িত্ব নিল। একদিন সন্ধ্যার মুখে শব-ব্যবচ্ছেদ কক্ষে লেকচারার ডাক্তার মিত্র ও ছাত্রছাত্রীরা গভীর মনোযোগ দিয়ে সদ্য আনা বডি লাশ ডায়সেক্ট করছিল। হঠাৎ মৃতের হাত দুটো ডা. মিত্রর গলা চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা পরীক্ষা করে দেখল—লোকটা সত্যিই মরেছে তো! সবার চিন্তা হঠাৎ এমনটাই বা হলো কেন?

সেই থেকে মুখে না বললেও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা চাপা আতঙ্ক বাসা বাঁধল। কেউই একা ঐ ঘরে ঢুকতে আর সাহস পায় না। আসলে ভয়টা হচ্ছে—কে, কোথায়, কীভাবে মারা গেছে, তা কেউই ভাল করে জানে না। সেই সব দেহগুলো এখানে এসে কাটা হচ্ছে। কাটাছেঁড়ার পর সব দেহই সাদা কাপড়ে মুড়ে মর্গের হিম শীতল চেম্বারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত অপঘাতে মৃত শরীরের কোন দাবীদারও থাকে না। তারপর নেশায়-চুর ডোমেদের কল্যাণে দেহগুলোর ঠিকমত সৎকারও হয় না। আধপোড়া অংশগুলো কুকুর-শেয়ালের পেটে যায়। আবার বিভিন্ন লোকের চাপে কখনও কখনও রিপোর্টে ভুলও লেখা হয়। কে জানে—সেই সব অতৃপ্ত আত্মা হয়ত সুবিচারের জন্য ঘুরে বেড়ায়। সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। সেই থেকে ছাত্রছাত্রীরা ভয়ে সন্ধের পরে মরা কাটাছেঁড়া করতে সাহস পায় না। ওদেরও মনে হয় অশরীরী আত্মা যেন ওদের পিছু ধাওয়া করছে। ডা. মিত্রও নাকি রাতে সাদা কাপড় উড়তে দেখেছেন ওঁর পাশে পাশে। ফিসফিস কথাও শুনেছেন। জানালা বা আয়নায় আবছা মুখও দেখেছেন।

ভেবে ভেবে অমিতের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। ও হাসপাতালের সবার সঙ্গে আলোচনা করে মর্গ আর লাশকাটা ঘরে ভিডিও ক্যামেরা বসিয়ে দিল। সত্যি সত্যিই কী ঘটছে রাতের অন্ধকারে তা রেকর্ড করার জন্য। কিন্তু কী আশ্চর্য! রোজ সকালে দেখা যায় ক্যামেরার চোখ ঐ ঘরেরই কোণের মাথা দিয়ে ঢাকা। সুতরাং সন্ধের পর ঘরগুলোতে যে কী ঘটছে তা বোঝার উপায় নেই। তবে কিছু যে একটা হচ্ছে তা পরিষ্কার। নইলে ক্যামেরায় ঐ ঢাকাটা দেবে কে?

ডা. মিত্র ও জুনিয়ররা অনেকেই ভূতে বিশ্বাসী নন। তাঁদের যুক্তি এই শতাব্দীতে শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক লোকেদের এই আজগুবি ঘটনা মেনে নেওয়া অজ্ঞতার লক্ষণ। সেকেলের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া। ওদের ধারণা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে হেয় করতেই কোন বিরোধী দল এটা করছে। যেমন স্যাবটেজ করতে লোড-শেডিং করে।

এদিকে ভূতেদেরও বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও পরজন্মে বিশ্বাস আছে। ওরা মুক্তি চায়। তাই ওরা ঠিক করল সবাই একসঙ্গে মর্গ থেকে বেরিয়ে ক্যামেরার সামনে ধরা দেবে। একে একে ওদের সঙ্গে কী কী অবিচার হয়েছে তা পেশ করবে। হলোও তাই। দেখে শুনে সবাই তো অবাক। তখন অমিতের উৎসাহে বিখ্যাত ভূত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বোর্ড বসানো হল। অনেক তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি ও ভাবনাচিন্তার পর বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিলেন যে নিশ্চয়ই ভূতেদের প্রতি কখনও অবিচার করা হয়েছে। তার প্রতিকার না করলে এরা থামবেনা। ওদের অতৃপ্ত আত্মাও মুক্তি পাবে না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুরোনো ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলেন। চাপে পড়ে ডা. মিত্র স্বীকার করলেন উনি দুটো রিপোর্টে কারচুপি করেছিলেন ওপরওয়ালার নির্দেশে। ডা. মিত্রকে সাবধান করে ছেড়ে দেওয়া হল। উনি অপমান আর জেদের বশে ঠিক করলেন যে সবাইকে ভুল প্রমাণ করতে একাই একদিন ঐ ঘরে রাত কাটাবেন। কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা নিচ্ছে জানতে ভূতেরাও দেওয়ালে কান পেতে রইল। তারপর সত্যি সত্যিই একদিন রাতে ডা. মিত্র একা লাশকাটা ঘরে ঢুকলেন কাউকে না জানিয়ে। রাত বাড়তেই মর্গ থেকে বেরিয়ে সেই দুটো অশরীরী ছায়া ডা. মিত্রর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে ওনার ঘাড় মটকানো দেহ পাওয়া গেল। সেদিন ভূতেদের বদলা নেওয়ার আনন্দ ধরা পড়ল ক্যামেরার পর্দায়। সেই থেকে ঐ হাসপাতালে ভূতের ছায়া আর কেউ দেখে নি।

উত্তর

দিলীপ চক্রবর্তী, নিউ জার্সি

সুচেতার আজ কলেজ নেই। সারাটা দিন আজ বাড়িতেই কাটাতে হবে। মা-র সাথে আগেই কথা হয়েছে, আজ মা আর মেয়ে, দুপুরে দুজনে সিনেমা দেখতে যাবে। তারপরে রেস্টুরেন্টে খেয়েদেয়ে বাড়ি ফিরে আসবে। অবশ্য বাবাকে নিয়ে ও কখনও কোনো প্ল্যান করতে পারে না। বাবা, সজলবাবু অফিস থেকে ফিরতে রোজই অনেক রাত হয়ে যায়। কিন্তু আজ বাবার সাথে লাঞ্চ খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কথাটা মাকে কাবে কী করে—ভেবে পাচ্ছে না। কারণ মাকে বললে মায়ের হয়তো রাগ হবে। কারণ এমনিতে মা আর মেয়ে খুব একটা কোথাও এক সাথে বের হয় না, তাই ভাবল মাকে আর কিছু বলবে না। মা-র সাথেই আজ সিনেমায় যাবে। এমন সময় ওর ফোনটা বেজে উঠল। ওপার থেকে অজয়ের গলা ভেসে আসল—"সুচেতা, আজ কি করছ? আজ কি তোমার সাথে একটু দেখা করতে পারি? বিকেলের দিকে হলে সুবিধা হয় আমার। অফিস থেকে চারটের সময় বের হতে পারব। সাড়ে চারটের সময়

থিয়েটার সামনে অপেক্ষা করো আমার জন্যে।"

"অজয়, আজ তোমার সাথে দেখা করতে পারব না। আজ আমি আর মা সিনেমা দেখতে যাবো। তারপর বিকেলে একটু দোকানে যেতে হবে মার সাথে। তারপর রাতে রেস্টুরেন্টে খেয়েদেয়ে ফিরব। লক্ষ্মীটি রাগ করো না। আমরা আজ টেলিফোনে দেখা করব। কাল তিনটের পর আমার কোন ক্লাস নেই। কাল তোমার সাথে দেখা করব।"

"আজ তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। প্লিজ, আজ সিনেমায় না গিয়ে আমার কাছে এসো, আজ আমার সাথে দেখা না করলে আমি কিন্তু দুপুরে তোমাদের বাড়িতে হাজির হব। তখন দেখব কি করো তুমি।" বলে অজয় হাসতে শুরু করল।

"আমার দাদার ছবিটা দেখেছ তো? ব্যায়াম করা চেহারা। বোনের সাথে কেউ ফস্টি নস্টি করতে আসলে তার হাড্ডি গুঁড়ো হয়ে যাবে। আমার বাড়ি আসার আগে কোন হাসপাতালে ভর্তি হবে ঠিক করে এসো, বুঝলে বাবুমশাই।" বলে সুচেতা হাসতে থাকল।

"কত দিন আর দাদার ভয় দেখাবে। একদিন তো তোমার হাত ধরে তোমার বাবার সামনে গিয়ে বলবই—মহাশয়, আপনার কন্যার পাণি গ্রহণ করতে চাই, আপনি অনুমতি দিন। তখন তোমার দাদা কি করবে। দাদাকে বলে রেখো, কেমন?"

"আচ্ছা মশাই,

হয়েছে, কিন্তু আজ সত্যিই আসতে পারব না। কিছু মনে করো না। আমি কাল তোমার সাথে দেখা করবই। আমাকে কিন্তু বেশিক্ষণ যেন অপেক্ষা করতে না হয়। আর শোন, আমার বইটা আনতে ভুলো না, লাইব্রেরীতে জমা দিতে হবে। আজ মন দিয়ে কাজ করো, কাল দেখা হবে, কেমন?"

"ঠিক আছে আমার কুমিও"—অজয় শব্দ করল।

"ঠিক আছে আর দুষ্টুমি করতে হবে না। এবার রাখছি বলে ফোন ছেড়ে দিল।" আজ কয়েক মাস হলো অজয় সুচেতার জীবনে হঠাৎ করেই এসেছে। আর অজয় এসেছে বলেই না সুচেতা এত খুশি। ওর জীবনে অজয় ভালবাসার বীজ রোপণ করেছে। এ অঙ্কুর একদিন বিবাহের বৃক্ষে পরিণত হবে। আর খুশির জোয়ারে ভেসে যাবে ওদের সমগ্র পরিবার। খুশি হবে ওর মা, বাবা আর দাদা। দাদার কথা আলাদা। দাদার মতো কেউ কোনওদিন এত ভালবাসবে না ওকে, যদিও মাঝে মধ্যেই ওদের খুনসুটির মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, আর ওকে তখন মা-র শরণাপন্ন হতে হয়। মা তো দাদাকেই বকে দেয়। দাদাও তখন চুপ করে যায়। পরে অবশ্য সুচেতাই নিজে থেকে মিটমাট করে নেয়। কারণ দাদা ছাড়া ওর সব আবদার আর লক্ষ বায়না কে শুনবে। মা অথবা বাবার কি আর অত সময় আছে? অজয়ের কথা মা, বাবা অথবা দাদা কাউকেই বলা হয়নি। সুচেতা ঠিক করল—শীঘ্রই ওদের জানাবে। মাকে নিয়ে কোনো বিপত্তি হবে না। কিন্তু দাদা? ওর কাছে ওর বোনের যোগ্য কি কেউ আছে? ওর বোন সুন্দরী মেধাবী এবং এমএ পড়ছে, সুতরাং এ মেয়ের যোগ্য তো যে সে হতে পারে না? ইংল্যান্ড টু দি সাউথ ওয়ান ডেভি স্পেশাল উইথ ইঞ্জিনিক কোয়ালিটিজ এন্ড মাস্ট বি ভেরি হ্যান্ডসাম। না হলে কেউ ওর বোনের যোগ্য নয়। অন্যথা কেউ ওর বোনের পাশে দাঁড়াতে পারবে না। সুচেতাকে নিয়ে ওর দাদার গর্বের শেষ নেই। এ হেন দাদার অজয়কে কেমন লাগবে, ওর একটু

চিন্তা হয় বইকি। ভালবাসলে যে এত ভালো লাগে সুচেতা জানত না। এ জন্যই বোধহয় কবির কাব্যে ভালবাসা নিয়ে এত সুন্দর সুন্দর কবিতা লেখা হয়েছে। ভালবাসলে জীবন আরও মধুর হয়ে ওঠে। সুচেতার মন আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। এমন সময় ওঘরে গেল ওর মা কাছে—সুচেতা, কে ফোন করল? সুচেতার এখন মাকে খুব আদর করতে ইচ্ছে করল। মাকে জড়িয়ে ধরে বলল—"মা, আমার এক বন্ধু ফোন করেছিল। আজ ওর সাথে দেখা করতে বলল, আমি না করে দিয়েছি।"

"জানিনা বাবা তোদের কি এত কথা থাকে। আমাদের সময়ে আমরা অসময়ে বন্ধুদের সাথে এত মেলামেশা করতাম না। মায়ের সাথে হাতে হাত দিয়ে কাজ করতাম।" ওর মা বলল।

"মা তোমাদের সময়ে অনেক কিছুই ছিল না, যেমন ধরো মোবাইল ফোন কি তোমাদের সময়ে ছিল? তোমাদের সময়ে শুধু রেডিয়ো আর রবীন্দ্রসঙ্গীত, এই তো ছিল, ফোনও তো সকলের ছিল না। তাহলে আর বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করবে কি করে? মা, আমি ওকে না করে দিয়েছি। আজ শুধু মা আর মেয়ে, মেয়ে আর মা আড্ডা দেবো। বুঝেছ মা আমার।" বলে মাকে আদর করে জড়িয়ে ধরল। মাকে স্পর্শ করার মতো আনন্দ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। মার কোলে নিজেকে সমর্পণ না করলে কুসুম কুসুম উষ্ণতা আর কোথায় পাবে? মাতৃস্নেহের ফল্গুধারাই তো প্রতিটি মাতাকে মহীয়সী করে তুলেছে। আর সেজন্যই প্রতিটি মানুষের কাছে মাতৃদেবী আরাধ্য ও সকল পবিত্র আধার। সুখে দুঃখে আনন্দে প্রথমেই আমরা স্মরণ করি আমাদের জন্মদাত্রী জননীকে। আর তাইতো শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে এমনকি বার্ধক্যেও মাতৃক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করে শান্তি পায় প্রতিটি মানুষ। আর সুচেতার সব কিছুই তো মাকে কেন্দ্র করে। অবশ্য দাদাও ওর জীবনে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুচেতা মাকে জিজ্ঞেস করে—দাদা রাতে কোথায় খাবে?

মা—"ও যাহোক একটা কিছু বাড়িতেই খেয়ে নেবে। ওর জন্য ভাবিস না। ও ঠিক একটা কিছু করে নেবে।"

"ঠিক আছে কিছু ভাবব না। কিন্তু আমরা কখন বেরোব?" সুচেতা জানতে চায়।

"সিনেমা শুরু হবে তিনটের সময়। বাড়ি থেকে আড়াইটা নাগাদ বের হলেই হবে।" মা জানাল।

"ঠিক আছে। আমি সময় মতো তৈরী হয়ে তোমাকে ডাকব।" সুচেতা বলে।

"যাও, এখন স্নান টান সেরে খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করো।" —মায়ের হুকুম।

"ঠিক আছে মাতৃদেবী তোমার আদেশই শিরোধার্য। আমি এখনই স্নান করতে যাচ্ছি।" বলে সুচেতা স্নানের প্রস্তুতি নিতে গেল। খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে তবে সিনেমা দেখতে বেরোবে ঠিক করল সুচেতা।

মা মেয়ে দুজনে একটা রিক্সা করে ঠিক সময়েই সিনেমা হলে পৌঁছে গেল। তারপর ভিতরে গিয়ে নিজেদের জায়গা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না কারণ এ হলে ওরা আগেও এসেছে। তিন চার মিনিট পরে সিনেমা শুরু হলো। হঠাৎ কেমন একটা গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। সকলেই হুড়োহুড়ি করে বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। ওরা বেরিয়ে আসার কয়েক সেকেন্ড পরেই একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। কেউ হলের সামনের দিকে সিটে একটা ব্যাগ রেখে চলে গেছে। সেই ব্যাগ থেকেই বিস্ফোরণ হলো। সকলের চোখে মুখে আতঙ্কের

আভাস দেখা গেল। ওরা দুজনে কোনো রকমে বাড়ীতে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আবার কি হতো কে জানে। ইদানীং মৌলবাদী মুসলমানদের সন্ত্রাসের শেষ নেই। সুচেতার মা বলল—"ওদের অত্যাচারে আমার বাবা দেশ ছেড়েছিল সর্বহারা হয়ে, আর আজকাল ওদের দাপট যেন আরও বাড়ছে। মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশঃ মুসলিমদের দখলিত হবে। দেখবি একদিন ওরা জোর করে সকলকে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তকরণের চেষ্টা করবে। আর আমাদের নেতারা ভোটের লোভে ওদের তোষামোদ করে যাবে। ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যারা বিধর্মীদের হত্যা করতে উৎসাহ দেয়, কাফেরকে হত্যা করলে ওরা স্বর্গে যায়, আর ওখানে ওই হত্যাকারীদের জন্য হুর জন ভার্জিন অপেক্ষা করে। আর এ কুসংস্কারে ওরা বিশ্বাস করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করছে। এরা দেখতে মানুষ কিন্তু ওদের মধ্যে মানবতার অভাব রয়েছে। ভগবান ওদের শুভবুদ্ধি দিন। ওরা প্রকৃত মানুষ হোক।"

"মা, তুমি কি শিবসেনাতে যোগ দিয়েছ? তোমার কথা তো শুনে মনে হয় তুমিও কট্টর হিন্দুদের দলে নাম

লিখিয়েছ। মা, সব মুসলমানই খারাপ নয়। অনেক ভালও আছে। তুমি সকলকেই সিকিওরিটি রিস্ক করে দিও না। দে ডিসার্ভ লিটল বেটার ফ্রম আস, দি হিন্দুস। আমার কথাটা ভেবে দেখো, মা।" বলে সুচেতা চুপ করল।

"সুচেতা, ছোটবেলায় আমি বাবা মার সাথে এক কাপড়ে দেশ ছেড়ে চলে এসেছি রেফিউজী হয়ে, আমার বেদনা তোদের প্রজন্ম কখনো বুঝবে না। এটা তোদের দোষ নয়, তোরা তো সেসব ভয়ঙ্কর দিনগুলি কখনও দেখিসনি বা উপলব্ধি করিসনি, তাই তোরা আমাদের মনের বেদনা কখনও বুঝতে পারবি না। আমি মৌলবাদী হিন্দু নই, আমি একজন মানুষ যে প্রকৃত হিন্দুত্বে বিশ্বাসী। আমাকে ভুল বুঝিস না।" বলে মা চুপ করল।

মা মেয়ের কথোপকথনের মধ্যে ওরা কখন ওদের গন্তব্য দোকানে চলে এল বুঝতেও পারল না। দোকানের জিনিসগুলি কিনতে একটু সময় লাগল। কেনা কাটা সেরে ওরা দুজনে ওদের প্রিয় রেস্টুরেন্টের দিকে হাঁটা শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা রেস্টুরেন্টে এসে গেল। ওদের প্রিয় জায়গায় বসতে গিয়ে সুচেতা সারপ্রাইজড হয়ে গেল, ও দেখতে পেল ওর দাদা সুজয় বসে আছে ওদের অপেক্ষায়। সুচেতা একটু অবাক হলো। বলল—"দাদা, তুই এখানে? এখানে আসবি আমাদের বলিসনি তো?"

"মারে, আমি এখানে আসব ঠিক ছিল না, তাই বলিনি। মা বলেছিল আজ তোরা দুজনে এখানে খেতে আসবি। তাই ভাবলাম তোদের একটু সারপ্রাইজ করি। তাছাড়া তোদের সঙ্গে একটু আড্ডাও দেওয়া হবে। তা ছাড়া খাওয়া দাওয়া তো আছেই।" তারপর মার দিকে তাকিয়ে বলল—"টু নাইট ইস মাই ট্রিট।"

সুচেতা বলল—"দাদা, বাবাকে ফোন কর না, বাবা যদি আসতে পারে, তাহলে আমরা সবাই মিলে ডিনার খাব একসাথে। মা, তুমি কি বলো, বাবাকে ডাকি।"

"দেখ তোদের বাবা আসতে পারবে কি না। এলে তো ভালই হয়। খেয়েদেয়ে একই সাথে বাড়ি ফিরতে পারব।" মা নিজের মত প্রকাশ করল।

সুচেতা বাবাকে ফোন করল—"বাবা, আমি, মা, আর দাদা আমরা তিনজন তোমার জন্য প্রতীচি রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করছি। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস। এখান থেকে তোমার হয়তো মিনিট সাতেক লাগবে। আমরা অপেক্ষা করছি বাবা।" সুচেতার আদুরে গলা থামল। "বাবা কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছে।" সুচেতা ঘোষণা করল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সুচেতার বাবা সজলবাবু এলেন। বসে ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—"তোমাদের এত প্ল্যান তো আমাকে আগে বলোনি কেন? আমিও তোমাদের সাথে আসতাম। তোমাদের সাথে আর একটু বেশি সময় কাটাতাম। যাক সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং।"

সুজয় ঘোষণা করল "বাবা, রোজ তুমি বিল পে করো, আজ আমি পে করতে চাই। তুমি কিন্তু না করো না। এখন আমি WBCS Officer ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলে কথা, আমি যা হুকুম করব তাই মানতে হবে, বলো মা।" সুজয় মায়ের সমর্থন চাইল। সুজয়কে নিয়ে ওরা সকলেই গর্বিত। বিশেষ করে সুচেতার। ওর গর্বের আর শেষ নেই দাদাকে নিয়ে। সব সময় ওর বন্ধুদের বলে—"আমার দাদা যেমন হ্যান্ডসাম তেমন স্মার্ট, ওর মতো ছেলে কোথায় পাবি। দেখ দাদাকে যদি ধরতে পারিস। ম্যাজিস্ট্রেটের বউ হতে পারবি। এত সম্মান আর কোথায় পাবি।"

মা বলল—"ঠিক আছে সুজয়, তুইই বিল পে করিস।" মার কথা শুনে সুজয় মাকে আদর করল।

ইতিমধ্যে খাবার এসে গেল। খেতে খেতে সজলবাবু মা মেয়ের আউটিং কেমন হল জানতে চাইলেন। সুচেতা বলল—"আর বলো না বাবা, আজ সিনেমা হলে মুসলিম টেররিস্টরা বোমা ফাটিয়েছে, আর একটু হলে তোমার বউ আর মেয়ে টেরিরিস্টদের শিকার হত। মা আর আমি কোনোমতে হলের বাইরে আসতে পেরেছি। অবশ্য শিগ্‌গির করে সকলেই ভালই বেরিয়েছে। তারপর দাদার সারপ্রাইজ এবং সর্বোপরি ডিনারে তোমাকে পাওয়া, এর থেকে আর ভাল কি হতে পারে। বলো বাবা?" বাবার কাছে জানতে চাইল।

সুজয় বলল—"সত্যি এসব টেরিস্টদের জ্বালায় দেশটা জ্বলছে, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে অথচ আমাদের নেতাদের কোনো হুঁশ নেই। আমাদের নেতারা শুধু ভোটের কথা ভেবে যাচ্ছে। আরেকটা কথা, এ যাকায়দে যখন মুসলমানরা নির্দোষ লোকেদের

মারছে তখন কিন্তু কোনো মুসলিম সংগঠন এ সব সন্ত্রাসকারীদের নিন্দা করছে না। তার অর্থ ওরা এ নাশকতামূলক কাজকে সমর্থন করছে। মনে করে না কেন—যখন আমেরিকায় ৯/১১ ঘটনা ঘটে, তখন প্যারিসন ও ডেট্রয়েটে মুসলমানরা মহানন্দে উৎসব শুরু করে দিয়েছিল। এ যেন একটা বিজয় উৎসব ছিল ওদের

কাছে। তিন হাজারেরও বেশি নির্দোষ লোক প্রাণ দিল আর ওরা উৎসবে মেতে উঠল। এমনই হচ্ছে ওদের ধর্মের শিক্ষা, ইসলামের কাফের হত্যার জঘন্য নির্দেশ। সারা পৃথিবীর কোন মুসলমান সংস্থা বা কোনো ইমাম এ ঘটনার নিন্দা বা প্রতিবাদ করেনি। বরং নীরব থেকে পরোক্ষ সমর্থন জানিয়েছেন। এরা ভারতে থাকে কিন্তু ভারতকে সমর্থন করে না। দেখো না—ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা হলে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় পাকিস্তানকে সমর্থন করে। এমনই হচ্ছে ওদের দেশপ্রেম। এ দেশের সব মুসলমানের উচিত পাকিস্তানে চলে যাওয়া।"

সুজয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই সজলবাবু ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—"ও সব কথা এখানে বলতে হবে না। কে কি শুনবে, ও নিয়ে আবার গণ্ডগোল শুরু হবে। দরকার কি শুধু শুধু ঝামেলা সৃষ্টি করার।" সুজয়ের মাও বললেন—"থাক বাবা, ওসব আলোচনার দরকার নেই। খাওয়া শেষ, এবার বাড়ি চল।"

"এটাই তোমাদের দোষ, তোমরা সত্য কথা বলতে ভয় পাও।" ওর গলায় প্রতিবাদের সুর।

সজলবাবু আর দেরী করেন না। সুজয়কে বিল মিটিয়ে দিতে বললেন। ওরা সকলে গাড়িতে উঠে বাড়ির পথ ধরল। গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে সজলবাবু বললেন—"তুমি একা এর প্রতিবাদ করে কিছু করতে পারবে না। বরং সকলের কাছে তোমার পরিচয় হবে তুমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সহ্য করতে পারো না। জজ হিসেবে কর্মক্ষেত্রে তোমার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আর সেটা হলে তোমার চাকুরী জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হবে। আমার কথাটা মনে রেখ।"

সুচেতা চুপ করে দাদার কথা শুনছিল। দাদা আজ কি সুন্দর করে কি সুন্দর গুছিয়ে ওর মতামত দিচ্ছিল। দাদার প্রতি সুচেতার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। দাদাকে বলল, "দাদা, এত সুন্দর করে তোকে কথা বলতে দেখিনি কখনও। তুই কি কেসের রায় দেওয়ার সময়ও এত গুছিয়ে রায় দিস।"

সুজয় মা ও বাবার উদ্দেশ্যে বলে "তোমরা কি লক্ষ্য করেছ, আজকাল মুসলমানরা সকলে হিন্দুদের নাম ব্যবহার করছে। আমার মনে হয় এটা ওরা ডেলিবারেটলি করছে, তাহলে হিন্দুদের সমাজে অনুপ্রবেশ করতে সহজ হবে। হিন্দু নাম নিয়ে ওরা

এরপর ২২ পাতায়

২১ পাতার পর

হিন্দু ছেলে মেয়ের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে পারবে, ওদের বিয়ে করতে পারবে, দরকার হলে হিন্দু ছেলেমেয়েকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে পারবে। অবাধ মেলামেশার ফলে বিয়ের সময় হিন্দু ছেলে বা মেয়েকে মুসলমান না হলে ওরা বিয়ে করবে না। ভালবাসার মূল্য দিতে হবে ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে।" তারপর বোনের দিকে তাকিয়ে বলল—"তোর বন্ধু অজয় সম্পর্কে একটু খোঁজ নিস। সাত আট মাস আলাপ, অথচ দিব্যি চেপে রেখেছিস। আমাকেও বলিসনি। আজকাল দেখছি দাদার কাছেও লুকোতে শিখেছিস। আমার সাথে করে আলাপ করিয়ে দিবি।" হাল্কা সুরে সুজয় হাসতে লাগল। "আমার পছন্দ না হলে কিন্তু মুশকিলে পড়বি তুই। ওকে আগামী রবিবার আমাদের বাড়িতে আসতে বল। তোমরা কি বলো?" বলে মা বাবার দিকে চাইল। ওদের মতামতের জন্য।

সজ্জনবাবু ও সুলতা ছেলে মেয়েকে খুবই যত্ন সহকারে বড়

করেছেন। সব মা বাবাই করে। সুজয় ও সুচেতা ভালবাসা ও স্নেহের আবরণে বড়

হয়েছে। মা বাবার সাথে বন্ধুর সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। আর এ ওপেননেস ও বন্ধুত্বই ওদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের সৃষ্টি

করেছে। দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধ ওরা মা বাবার কাছেই শিখেছে। যে কোনো সমস্যা এলেই ওরা প্রথমেই গেছে মা আর বাবার কাছেই। ওরাই সঠিক সমাধানের সূত্র বের করে

দিয়েছেন। সুচেতা ও সুজয়ের কাছে বাবা আর মা ছাড়া বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু আর কেউ নেই। ওরা মা বাবার কাছে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখে না। চারিত্রিক স্বচ্ছতা ওদের মানসিক শক্তি আর আত্মবিশ্বাসকে বৃদ্ধি করেছে। ওরা পরিচিত হয়েছে সমাজের এক মূল্যবান নাগরিক হিসেবে। তাই সন্তানদের নিয়ে যেমন সুলতা সজ্জনবাবুর গর্বের শেষ নেই, তেমনি মা বাবাকে নিয়েও সুচেতা আর সুজয় গর্বিত। ওরা নিজেরাও সব সময় বলাবলি করে এমন মা বাবা পাওয়া নিতান্তই সৌভাগ্যজনক, সৌভাগ্য না থাকলে কেউ পায় না। রাত অনেক হয়েছে। সকলেই ক্লান্ত। আর দীক্ষিত

আবার সকলেরই অফিস আর কলেজ আছে। ওদের মা সুলতা বলল—"এখন সকলে শুতে যাও। কাল সকালে কথা হবে। গুড নাইট এভরিবডি।" ওরা সকলেই যার যার ঘরে শুতে চলে গেল।

সুচেতা কলেজের ক্লাস শেষ করে যথা সময়ে অজয়ের সাথে দেখা করবে। ঠিক করল সাথে ওর বান্ধবী শবনমকে সাথে নেবে। অবশ্য ওর যদি কোনো আপত্তি না থাকে। অজয়ের সাথে শবনমের ভালই আলাপ আছে। সুচেতা কয়েকবার ওকে নিয়ে অজয়ের সাথে দেখা করেছে। সুচেতা শবনমের ক্লাসের সামনে গিয়ে ক্লাস শেষ হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। ক্লাস শেষ হতেই শবনম বেরিয়ে সুচেতাকে দেখে জিজ্ঞেস করল—"কি খবর তোর। কাল তোকে ফোন করেছিলাম। তোর লাইন বিজি ছিল।"

"হ্যাঁ, কাল অজয়ের সাথে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি। তোর তো ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, যাবি আমার সাথে? আমি অজয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। চল না আমাকে কম্পানি দিবি।"

"যাব। আমি কিন্তু ছাড়ার বেশী থাকতে পারব না। পরে আবার বলিস না আর একটু থাক। অজয়দার সাথে দেখা হলে তোর তো আর কথা শেষ হয় না।" শবনম চুপ করল। হাঁটতে হাঁটতে ওরা কফি হাউসের সামনে এল। আর মিনিট কয়েকের মধ্যে অজয় চলে আসবে। তাই ওরা ঠিক করল ভিতরে গিয়ে একটা টেবিল নিয়ে ওরা অজয়ের জন্য অপেক্ষা করবে। টেবিলে বসে সুচেতা শবনমকে বলল—"জানিস, কাল আমি আর মা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। সিনেমা দেখতে গিয়ে কি বিপদেই না পড়েছিলাম। হলে কে একটা ব্যাগের মধ্যে বোমা রেখে গিয়েছিল, ভাগ্যিস ওটা ঠিকমত এক্সপ্লোড করেনি।

কোন মুসলিম এক্সট্রিমিস্ট গ্রুপ রেখে ছিল কে জানে। আর কখনও সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে যাব না, ঠিক করেছি।" এসব কথার মধ্যেই অজয় এসে গেল। অজয় দুজনকেই হাসিমুখে বলল—"কি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছ?"

দুজনেই একসাথে উত্তর দিল—"না, কয়েক মিনিট হল আমরা এসেছি।" ওরা কফির অর্ডার দিল। অজয় ধীরে সুস্থে বসে বলল—"শুনছ তো অজন্তা সিনেমা হলের ঘটনার কথা। কেউ সন্ত্রাসবাদের হয়ে বোমা রেখে ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওটা ঠিকমতো ফাটেনি তাই সামান্য কয়েকজন আহত হয়েছে মাত্র, কেউ নিহত হয়নি। এদের সৌভাগ্য থাকায় অতগুলি মানুষ রক্ষা পেয়ে গেল।"

সুচেতা বলল—"তুমি দুর্ভাগ্যবশত বলছ কেন? মানুষগুলি মারা গেলে তুমি খুশি হতে? তুমিও কি মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করো?"

"আমার সমর্থন বা অসমর্থনের কথা নয়। আজকাল সারা পৃথিবীর অমুসলমানরা যেভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে লেগেছে তাতে সন্ত্রাসমূলক কাজে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন ওদের বাঁচার কোন উপায় নেই। ওরা এটাকে ইসলামের বিরুদ্ধে জিহাদ বলে মনে করে। আর নিজের ধর্মকে রক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজ সারা পৃথিবীর মুসলমান সমাজ যে কোন ত্যাগের জন্য তৈরী এমনকি আত্মদানেও কার্পণ্য করছে না। আর সে জন্যই সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আত্মঘাতী বোমার দাপটে কাফেররূপী দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের

বোঝা উচিত এটা ওদের অস্তিত্বের লড়াই। এ লড়াই এর অর্থ তোমরা হিন্দুরা বুঝবে না।" বলে অজয় থামল। ওর গলার স্বরে উত্তেজনার আগুন দেখে সুচেতা অবাক হল। একজন হিন্দু কেমন করে এ ধরনের কথা বলে। এর মধ্যে তো একজন প্রকৃত মুসলমানের উষ্মা আর ঘৃণা লুকিয়ে

আছে। ওর চোখের ঘৃণা আর মনের বিষের সুচেতাকে ভাবিয়ে তুলল। ওকে এখন একটা হিংস্র নেকড়ের মত দেখাচ্ছে।

"অজয়, তোমার কি হয়েছে। এ ঘটনা তুমি এত গায়ে মাখাচ্ছ কেন?" তারপর হাসতে হাসতে বলল—"তুমি আবার মুসলমান নও তো?"

অজয় তেমনই সহজ করে বলল—"তোমার কি মনে হয়।" এবার শবনম বলল—"তোদের ঝগড়ায় আমি থাকতে চাই না, তাছাড়া আমি আগেই তোকে বলেছিলাম আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। সুচেতা, আমি উঠছি রে, কিছু মনে করিস না।" বলে শবনম ওদের দুজনকে রেখে উঠে পড়ল। ওরা চুপ করে শবনমের চলে যাওয়া দেখল।

অজয় ভাবছে সুচেতার কাছে আর কিছু লুকিয়ে রেখে লাভ নেই। এবার ও নিজের পরিচয় দেবে। সুচেতা ওর প্রেমের সাগরে ডুব দিয়েছে। সুচেতার আর ফেরার উপায় নেই। অন্তত আর একটা মালাউনের মেয়েকে নিজের ধর্মে দীক্ষিত করতে পারবে। কারণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ না করলে সাধারণত কোনো মুসলমানই বিধর্মীকে বিয়ে করে না। এমন করে সকল মুসলমানরাই যদি একটা করে মালাউনের মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই তো পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। ওর মতো মৌলবাদী মুসলমানদের স্বপ্ন সার্থক হবে। তাছাড়া অজয় নিজেও তো হিন্দুস্থান বম বিস্ফোরণ কম করেনি। কিন্তু গতকাল সিনেমা হলের বোমাটা ঠিকমতো না ফাটায় ও নিজে খুবই হতাশ হয়েছে। একসাথে অন্তত একশত লোক নিহত হত। এর থেকে আফশোসের আর কি হতে পারে। ব্যর্থতার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে। এটা ভাবলেই ভয় লাগে। কারণ ব্যর্থ কর্মীকে নির্মম শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। ও কি কৈফিয়ত দেবে সেটা ও ভেবে রেখেছে। এসব ভাবতে ভাবতে অজয় একটু আনমনা হয়ে গেছে। ধর্মের জন্য অজয় একদিন নিজেকেই উৎসর্গ করবে। শহীদের ভাবে নিজে হিন্দুস্থান বোমা হয়ে বেশ কিছু কাফেরকে হত্যা করতে হবে। আত্মত্যাগের নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করবে। আর উপহার হিসাবে পাবে এক্সেলেন্স ইন প্যারাডাইস। একজন মুসলমান হিসেবে এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে। "আল্লা তোমার দোয়াতে যেন বেহেস্তে যেতে পারি।" মনে মনে কামনা করল অজয়। তবে সত্যি বলতে কি—হিন্দুদের চালচলন কথাবার্তা সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা শিক্ষা বা শালীনতার ছাপ রয়েছে আর ওর নিজের সমাজের মধ্যে নিষেধের বেষ্টনী এত কঠোর যে আজও তাই ওরা সেই আদিম যুগে পড়ে আছে। আর হিন্দুর মেয়েরা—ওরা যেন তাজা রক্ত গোলাপ, শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, ওদের সুন্দর ব্যবহার আর মিষ্টি হাসি সর্বদাই সুবাস ছড়ায়। হিন্দুদের প্রকৃতি আর মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া ওকে বড়

উত্তর

পীড়া দেয়। তখন মনে হয় কুরানের বিধি নিষেধ ছিন্ন করে ধর্মীয় বাধা দূর করে নতুন যুগের সমাজের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যায় হিন্দুদের সাথে, খ্রিস্টানের সাথে, সারা পৃথিবীর মানুষের সাথে। সেখানে কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না, থাকবে শুধু অপরের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালবাসা যার প্রভাবে সমাজ হবে সুন্দর আর সার্থক। আজ আজয়ের নিজের মনেই এক বিরাট প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ওর নিজের ধর্ম নিয়ে। যে ধর্ম মানুষের অনিষ্ট করে, মানুষের প্রাণ নাশ করে সে ধর্ম কি সত্যিই কোনো ধর্ম হতে পারে? অজয় নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ অনুভব করছে।

অজয়কে আনমনা দেখে সুচেতা বলল—"কি ভাবছ? এই শোনো, গতকাল আমি আমরা সকলে রাতে ডিনার খেতে রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম।

আমার জন্য দাদাও ছিল। তখন আমি সকলের

কাছে তোমার কথা বলেছি। ওরা সকলেই তোমাকে দেখতে চেয়েছে। আমার মা বাবা তোমাকে আমাদের বাড়িতে যেতে বলেছে। কবে তোমার সময় হবে। আগামী রবিবারে আসবে? দুপুরে কিন্তু আমাদের বাড়িতে খাবে। তুমি আসবে তো? কবে আসবে আমাকে বলো আজ।"

অজয় ভাবছে সব কথা কি এত সহজে বলা যায়? সুচেতা জানে না, সুচেতা ওর কি উপকার করেছে। সন্ত্রাসকেই ও জীবনের সাথী করে নিয়েছিল; কি করে কাফেরকে নিঃশেষ করা যায়, এটাই ছিল ওর জীবনের মূল মন্ত্র। ও নিজে বেশ কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এ সাফল্য ও নিজেও আনন্দের সাগরে ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু সুচেতার সাথে মিশে ওর মনে সন্দেহের বীজ রোপিত

হয়েছে। ইসলাম ওকে দিয়ে যা করাচ্ছে তা ঠিক কি না। ইসলাম অন্য ধর্মে সহিষ্ণু নয়। ও নিজে সুচেতা এবং ওর বন্ধুদের সাথে ধর্ম নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে, হিন্দুরা তো ইসলামের বিরোধী নয়, বরং বহু হিন্দু বহু মুসলমানকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। এমনকি এক হিন্দু ডাক্তার ওর বাবার হার্ট সার্জারী করেছে বিনামূল্যে। কোন মুসলমান ডাক্তার কি কোনো হিন্দুর সাথে এমন ব্যবহার করবে? কখনও করবে না। কোন হিন্দু বা অমুসলমানের মধ্যে পরধর্মে যে সহিষ্ণুতা রয়েছে তা কেন ওর ধর্মে নেই। ওর মসজিদের ইমাম সব সময় সন্ত্রাসবাদী কথা বলে এবং ওরা সকলে ইমামের কথা শুনে সন্ত্রাসের দলে নাম লিখিয়েছে। কোনো মানুষ কোনো অন্যধর্মী মানুষকে হত্যা করবে, এটা তো কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু ও তো সেটাই করে গেছে ওর শিক্ষিত জীবনে। ওর একবারও মনে হয়নি যে ও নিজে কেন মনুষ্যনিধন যজ্ঞে সামিল হল? ও এখন বুঝতে পেরেছে—ও বিরাট ভুল করেছে। আজ অজয় অনুতপ্ত এবং ওর কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার আর শেষ নেই। একেক সময় নিজের ধর্মের প্রতি ওর মন বিদ্রোহ করে যায়, কিন্তু মসজিদে ইমামের কথা শুনে আবার প্রভাবিত হয় মন। তখন সব কাফেরকেই হত্যা করে বেহেস্তে যেতে ইচ্ছে করে। ও নিজেও উভয় সঙ্কটে পড়ে যায়। কিন্তু ওর নিজের পাঁচ মিলি, বলে—যে ধর্ম মানুষকে হত্যা করতে বলে সে ধর্ম ধর্ম নয়, সে ধর্ম কসাই এর কাজ করে। তাই ঠিক করে আজ সুচেতাকে সব খুলে বলবে। এবং সুচেতার কাছে ক্ষমা চাইবে। আর দেরি করা ঠিক নয়। সত্যকে সুচেতার কাছে তুলে ধরতেই হবে। অনুতাপের আগুনে নিজে তুষের মতো জ্বলছে। এ আগুনের জ্বালা সহ্য করা যায় না। নিজে একটা দীর্ঘ শ্বাস নিল, তারপর বলল—"সুচেতা, আমি তোমার সাথে প্রতারণা করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমার প্রকৃত নাম মামুন অজয় রহমান। আমি মুসলমান। আমি অনেক নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত ছিলাম। এমনকি তোমাদের সিনেমা হলে আমার ছেলেরাই বম রেখে এসেছিল, কিন্তু কাজ করেনি ঠিকমত। এটা আমাদের পূর্ব পরিকল্পিত। কিন্তু এখন আমি খুশি যে বম ঠিকমত ফাটেনি। তা হলে আমার আফশোসের শেষ থাকত না। আমি অতি দুঃখিত এবং আমি সকল হিন্দুর কাছে ক্ষমা চাই।

আমিরা কট্টর মুসলমানরা যা করছি, সেটা ঠিক নয়, আমি আজ থেকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করছি, আমি জানি হিন্দুধর্ম ধর্মান্তরে বিশ্বাস করে না, না হলে আমি হিন্দু ধর্ম

গ্রহণ করতাম। এ জীবনে না হলেও পরজন্মে যেন আমি এমন কোন ধর্ম নিয়ে জন্মগ্রহণ করি যেখানে কোনো মানুষকে হত্যা করতে না হয়, মানুষ মানুষকে ভালোবাসে আর একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।" অজয় অত্যন্ত অনুতপ্ত। কৃতকর্মের জন্য সুচেতার কাছে ক্ষমা চাইল। আজ অনুশোচনার তীরে বিদ্ধ হয়ে ওর হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল।

আর সুচেতা অজয়ের সকল কথা মন দিয়ে শুনেছে। ওর হৃদয় সমুদ্রের মতো উত্তাল হয়ে উঠেছে। যাকে রক্তগোলাপ হৃদয় দিয়ে জীবনে বরণ করেছিল তার বিশ্বাসঘাতকতায় ওর জীবনে, মনে প্রাণে সর্বনাশা কালবৈশাখীর আবির্ভাব অনুভব করল। এ উন্মত্ত প্রলয়ে ওর ঘর বাঁধার স্বপ্ন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। ওর ভালবাসার অপমৃত্যু হল এ মুহূর্তে। ওর কাজল কালো গভীর দুনয়নে নেমে এল ক্রন্দনের প্লাবন। ভেঙে পড়ার মুহূর্ত থেকে সুচেতা নিজেকে সামলে নিল। স্থির দৃষ্টি স্থাপন করল অজয়ের চোখে। তারপর বলল—"তুমি তোমার কৃতকর্মের জন্য যদি সত্যিকারের অনুশোচনা বোধ কর, তা হলে তোমার কৃতকর্মের দায় নাও। পুলিশে আত্মসমর্পণ করো। তোমার সঙ্গে যারা মনুষ্যত্বের অবমাননা করে হনন লিপ্ত হয়েছিল তাদের সকলকেই পুলিশে ধরিয়ে দাও। তা হলে বুঝব তুমি এক মানুষে পরিণত হলে। আর প্রকৃত মানুষের সৃষ্টি হয় ধর্ম থেকে। তুমি কি করবে ঠিক করো। আমি কিন্তু আমার মন স্থির করে ফেলেছি, আমি তোমাকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতে চাই। তবে তুমি চাইলে তুমি আমার দাদার আদালতে আত্মসমর্পণ করতে পারো। সুবিচার তুমি পাবেই কারণ আমাদের ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে সত্য আর নিরপেক্ষতাকে ভিত্তি করে। আমার ধর্ম মানব কল্যাণে বিশ্বাস করে মানব বিনাশে নয়। অজয়, যেখানেই থাকো না কেন সর্ব ধর্ম নিরপেক্ষ হয়ে সকল মানুষকে ভালবাসতে শেখো, মানুষের সেবা করতে শেখ, তবেই তুমি প্রকৃত ধার্মিক হবে। প্রকৃত হিন্দু বা প্রকৃত ইসলামের সেবা করবে। আমার কথা ভেবো না, তোমার সাথে আমার আর কখনও দেখা হবে না। আমার অনুরোধ রাখো, তুমি আত্মসমর্পণ করো, তোমার ভাল হবে। আমি এখন আমার দাদাকে ফোন করে তোমার কথা জানাব। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে তোমাকে আমার দাদার আদালতে নিয়ে যাবে। তোমাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করে আমি বাড়ি যাবো। তুমি আপত্তি করো না। প্রকৃত মানুষ হিসেবে নিজের কৃত কর্মের দায়িত্ব নাও। নিজেকে সংশোধন করে মানুষের সেবায় মন দাও। তুমি যেদিন প্রকৃত মানুষের মূল্যবোধ নিয়ে আমার কাছে দাঁড়াবে, আমি সেদিনের অপেক্ষায় থাকব। ভালো থেকো বন্ধু।" কথা শেষ করে সুচেতা মোবাইলটা ব্যাগ থেকে বার করে ওর দাদাকে ফোন করল। দাদার হাতে অজয়কে তুলে দিলে ও নিশ্চিন্ত হবে। অজয় কাফেরকে ঘৃণা করলেও, যে কোনো কাফেরই নিরপেক্ষভাবে অজয়ের সুবিচার করবে। নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আরও গভীর হল সুচেতার। হয়তো কোনোদিন অজয়ও হিন্দুর প্রতি, হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, সহনশীল হয়ে ঘৃণা বিসর্জন দিয়ে মানুষের কল্যাণে নিজেকে সমর্পণ করবে। আর তুলে ধরবে ওর নিজের ধর্মকে, দেখাবে পরধর্ম সহিষ্ণুতা যা ওর নিজের ধর্ম বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করবে, তবেই হবে ওর পরিচিত

আমার প্রকৃত মুক্তি। সুচেতার ভালোবাসার পবিত্র প্লাবনে স্নাত হয়ে সৃষ্টি হবে এক নতুন মানব যে হবে মানব ও মানবিকতার সেবক। আর ও যদি কোনোদিন ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে—সুচেতা, আমি আজ কারাজীবনের শাস্তি কৃত কর্মের জন্য অনুশোচনা আর

আত্মগ্লানির আগুনে নিজেকে দগ্ধ করে আমার আত্মার শুদ্ধিকরেছি আমি তোমার হাত ধরে সমাজের সেবা করতে চাই, আর এটাই হবে

আমার প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। আজ থেকে আমি সর্বধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ধর্ম সহিষ্ণুতার বীজ বপন করে মানুষের সেবা করব। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? অজয়ের কথা ভেবে সুচেতার মনে এক বিরাট প্রশ্ন দেখা দিল—ও নিজে কাকে

গ্রহণ করবে—ওর নিজের ভালবাসা না ধর্ম? এ প্রশ্নের উত্তর সুচেতাকে কে দেবে? এ প্রশ্নের উত্তর সুচেতা নিজেই একদিন খুঁজে বের করবে—যদি কখনও সে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

"সিংহস্থ কুম্ভ"

১২ পাতার পর
সন্ন্যাসীরা সর্বদা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকেন এবং সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে রাখেন। তাঁরা কুম্ভমেলার একটি বিশেষ আকর্ষণ। এঁরা সর্বত্যাগী শিবের উপাসক। এঁদের জীবনযাত্রা বর্ণনা করা যায় "ভোজনম্ যত্র-তত্রশ্চ শয়নম্ হট্টমন্দিরে" কথাটির মাধ্যমে। যেখানে যা খাবার জোটে তাঁরা তা-ই খান। এদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ভবিষ্যতের জন্যে কিছু সঞ্চয় করে রাখা রীতি নয়। তাই রোজ ভিক্ষা করে যেটুকু পাওয়া যায় তা-ই খান। শোওয়ার কোনো সঠিক জায়গা নেই—খোলা মাঠে মন্দিরের চাতালে রাত কাটান।

বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করেন। যাঁদের অর্থ আছে তাঁরা হোটেলে থাকেন, কেউ কেউ স্পেশাল তাঁবুতে (টেন্টে) থাকেন, আবার অনেকে খোলা মাঠে আকাশের তলায় রাত কাটান।

মহাকালেশ্বর পদতলে নিষ্পেষিত ত্রিপুরাসুর

বিখ্যাত আমেরিকান সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন (Mark Twain) ১৮৯৫ সালে ভারতে এসে কুম্ভমেলা চাক্ষুষ দেখে অভিভূত হয়ে যান। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার লিখে ছিলেন "It is wonderful, the power of a faith like that, that can make multitude upon ultitude of the old and weak and young and frail enter without hesitation or complaint upon such incredible journeys and endure the resultant miseries without repining. It is done in love, or it is done in fear; I do not know which it is. No matter what the impulse is, the act born of it is beyond imagination, marvelous to our kind of people, the cold whites." (কি আশ্চর্য এদের ঈশ্বরবিশ্বাস যা অগণিত বৃদ্ধ, দুর্বল, যুবক ও ভগ্নস্বাস্থ্য মানুষদের মনে এমন ক্ষমতার সঞ্চার করে যার শক্তিতে ঐ সব মানুষ দ্বিধা-সংশয়হীন মনে ও মুক্তহৃদয়ে এক অসাধারণ যাত্রায় অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তাঁরা সেই যাত্রার কষ্ট সহ্য করবার শক্তি পায়। এর পিছনে প্রেম ও ভীতি যুগপৎ কাজ করে; কোনটি সঠিক কার্যকরী তা আমার জানা নেই। কিসের এই প্রণোদনা যা এতো লোক এই কাজ করতে সমর্থ করে তা আমাদের মতো হৃদয়াবেগহীন শ্বেতকায় সম্প্রদায়ের কল্পনার অতীত।)

কুম্ভমেলায় পুণ্যার্থীদের পুণ্যার্জন করবারজন্যে কম করে দুটি অনুষ্ঠান অবশ্য করণীয়—নদীতে অবগাহনপূর্বক স্নান করা এবং বিশিষ্ট পূজো করা। আগামী কুম্ভমেলায় যে দিনগুলি পূজা ও পুণ্যস্নানেরজন্যে নির্দিষ্ট সেগুলির তালিকা নিচে দিলাম—

৯ইবৈশাখ, শুক্রবার, পূর্ণিমা (22nd Apri, Friday, Full Moon)

কুম্ভমেলার উদ্বোধন হবে এই দিনে। ভক্তজনের বিশ্বাস, এইদিনে পূর্ণিমার চাঁদকে আকাশে দৃশ্যমান রেখে পুণ্যতোয়া নদীতে অবগাহন স্নান করতে পারলে সবচেয়ে বেশী পুণ্যার্জন করা যায়। একে "শাহীস্নান" অর্থাৎ "রাজকীয় স্নান" বলা হয়।

২০শে বৈশাখ মঙ্গলবার, কৃষ্ণা একাদশী (3rd May, Tuesday, Ekadashi)

২৩শে বৈশাখ, শুক্রবার, অমাবস্যা (6th May, Friday, New Moon) অনেকে মনে করেন যে এই তমসা-আবৃত রাত্রে শিপ্রানদীতে স্নান করলে শাহীস্নানের সমপরিমান পুণ্যার্জন করা যায়।

২৬শে বৈশাখ, সোমবার, অক্ষয় তৃতীয়া (9th May, Monday Akhchaya Tritiya)

২৮শে বৈশাখ বুধবার, শংকরাচার্যের জন্মদিন (11th May, Wednesday Shankaracharya's Birthday)

৩০শে বৈশাখ, শনিবার, বৃষভ সংক্রান্তি (14th May, Saturday, Brisabha Sankranti)

৩রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, শুক্লা একাদশী (17th May, Tuesday, Ekadashi)

৭ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, বুদ্ধপূর্ণিমা, শাহীস্নান, কুম্ভমেলার সমাপ্তি (Full Moon)

"সিংহস্থ কুম্ভে"র কথা সম্পূর্ণ হবেনা যদি উজ্জয়িনী এবং সেখানে অধিষ্ঠাতা "মহাকালেশ্বর" সম্বন্ধে কিছু না বলি। আদি স্কন্দ পুরাণে উজ্জয়িনীকে পুণ্যতম তীর্থভূমি বলা হয়েছে। আরও যা বলা হয়েছে তার বিচার করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এই নগরটি বর্তমানকালের মধ্যপ্রদেশের মালোয়া অঞ্চলের মালভূমিতে চম্বলনদীর উপশাখা শিপ্রানদীর তীরে অবস্থিত। বিন্ধ্যপর্বতমালায় উৎপন্ন হয়ে 'শিপ্রা' নদীটি উত্তরমুখী হয়ে মালোয়া উপত্যকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চম্বল নদীতে মিশেছে। হিন্দু পুরাণে এই নদীর অন্যতম নাম পাওয়া যায় 'ক্ষিপ্রা'। শিপ্রা শব্দটি এখানে পবিত্র, পবিত্রতা, শুদ্ধতা, ইত্যাদিকে বোঝায়। ক্ষিপ্রার অর্থ দ্রুতগামিনী।

এক কালে উজ্জয়িনীর নাম ছিলো অবন্তী, অথবা অবন্তীপুরী। সুদূর অতীত থেকে এই জনপদ মহাকালের অধিষ্ঠানভূমি হিসাবে পূজিত। 'মহাকাল' বলতে অন্তহীন সময়কে বোঝায় যা সৃষ্টির আদি থেকে শেষ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং যার শূন্যতা Black Hole-এর মতো সর্বগ্রাসী। এই মহাকালকে আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে (Theory of Relativity) চতুর্থ মাত্রা (fourth dimension) বলেছেন। মহাকাল বলতে আমরা বুঝি ঈশ্বরের প্রচণ্ড নির্মম শক্তিকে। মা কালীর মধ্যে সেই নির্মম শক্তি প্রকাশিত। পাঠক-পাঠিকারা নজরুলের "মহাকালের বুকে এসে গৌরী হলো মহাকালী" গানটি স্মরণ করবেন।

কিংবদন্তী অনুসারে ব্রহ্মার বরে এক সময়ে দানবরাজ ত্রিপুরাসুর স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন লোক অধিকার করে দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করে। সমস্ত প্রাণীদের ওপরে চরম অত্যাচার শুরু করে। উৎপীড়িত প্রাণীরা শিবের শরণাপন্ন হলেন। শিব বুঝলেন যে এই অসুরবাহিনীকে পরাজিত করবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে তখন তিনি সমবেত দেবতাদের অর্ধশক্তি সংহত করে নিজের শক্তিরাশির সংগে সম্মিলিত করলেন। এইভাবে এক অপরাজেয় শক্তির অধিকারী হয়ে শিব স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে অসুর সৈন্যের সম্মুখীন হলেন। সংগ্রাম আরম্ভ হলো। সেই সংগ্রাম এতই বিধ্বংসী আকার ধারণ করেছিলো যে সৃষ্টি কম্পিত হতে থাকলো, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হতে থাকলো, ধরিত্রী কম্পমান হতে থাকলো ও অন্যান্য নানা ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হলো। এই সংগ্রামে শিব উপলব্ধি করলেন যে তাঁর শরসন্ধিত শক্তির অধিকারী। শিব তখন কালরাত্রিরূপে ধ্যান করে পাশুপত অস্ত্রকে তীর হিসাবে যোজনা করলেন। পাশুপত দানবের হৃৎপিণ্ড স্বচ্ছন্দে বিদীর্ণ করে ত্রিপুরাকে হত্যা করল। বিপন্মুক্ত সমবেত দেবতারা শিবকে "মহাদিদেব" নামে পূজো করলেন। এর পরে ত্রিপুরার সঙ্গে সদ্য রণবিজয়ী শিব নিজে "ত্রিপুরারি" নাম গ্রহণ করলেন। যে স্থানে তিনি দানবরাজকে হত্যা করেছিলেন সেই অবন্তীপুরীর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দিলেন 'উজ্জয়িন', যার অর্থ 'জয়ের গৌরব'। সেই থেকে ক্রমশ নামটি আরও পরিবর্তন হয়ে উজ্জয়িনীতে পরিণত হয়েছে। উজ্জয়িনী সপ্তপুরীর অন্যতম। এটি শাক্তদের পীঠস্থানও। এখানে সতীর কনুই পড়েছিলো। হিন্দুদের পবিত্রতম তীর্থের মধ্যে একটি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের মধ্যে তৃতীয়। নানা তীর্থে নানা মন্দিরে মহাকাল বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত। তিনি অঙ্গুষ্ঠ, ত্রিনয়ন ও এক কোটি অগ্নির তেজ ধারণ করেন। তিনি বাস করেন আটটি শ্মশানের মধ্যস্থলে অবশিষ্ট, শ্মশানে, ইত্যাদি। এই নগর শুধু হিন্দুদের তীর্থভূমি নয়। এককালে এখানে বহু বৌদ্ধবিহারও ছিলো। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম শৈশবে বিদ্যালাভ অবন্তীতে বাস করেছিলেন। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে এবং মহাকবি কালিদাসের সময়ে এই জনপদটি একটি সমৃদ্ধ অঞ্চলরূপে বিখ্যাত ছিলো। এই নগরী সম্রাট পিতা বিন্দুসারের রাজধানী ছিলো। প্রাচীনকাল থেকে মহাকালের অবস্থানভূমি হিসাবে বিখ্যাত এক পুণ্যস্থান ছিলো।

শহরেরদক্ষিণদিকে শিপ্রা নদীর পাড়ে মহাকালেশ্বরের মন্দির উজ্জয়িনীর মূল আকর্ষণ। আগের মন্দিরটি ১২৩৫ সালে ইলতুৎমিস ধ্বংস করেন বর্তমান মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিন্ধিয়ার রাজা পুনর্নির্মাণ করেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ

যেকোনও বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত জানাতে সংক্ষেপে চিঠি লিখুন। পরিষ্কার বাংলায় হাতে লেখা বা টাইপ করা চিঠি ই-মেল / স্ক্যান বা ডাকে পাঠান।

চিঠি পাঠানোর ঠিকানাঃ

email : dcha42@aol.com or
DILIP CHAKRABARTI
200 WINSTON DRIVE # 2920
CLIFFSIDE PARK, NJ - 07010

অনির্বাচিত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়

INDIAN born, Americal citizen, 34 yrs/5'6", Christian male seeks alliance, Works in finance, pursuing CPA. Email biodata with recent photo : doss4200@yahoo.com

HANDSOME, charming, 37/6 ft, Jatt Sikh, ambitious educate (BA/LLB/LLM) down to earth, NY Attorney seeks attractive, slim, family orientated woman for life partner (Sikh/Hindu 28-39), responses must include pic. admin@southasianmillionairesclub.com Phone : (604) 765-4389

HINDU parent seek alliance for their son, 30 yrs.6'. MS in Computers, lives in Boston, warm and smart, looking for US born and raised. Send profile with photos to :

VACANT TWO STORY SINGLE FAMILY HOME FOR SALE

TWO STORY SINGLE FAMILY HOME IN
SECTOR 1 OF SALT LAKE, KOLKATA
(WALKING DISTANCE TO CITY CENTER AND PLANNED METRO STATION)

FOR 3.2 CRORES. THE HOUSE IS ON 4+ KOTTAHS, HAS TWO INDEPENDENT FLOORS HAVING 3 BED ROOMS, 2 WESTERN STYLE BATH ROOMS, TWO GARAGES, KITCHEN AND LIVING ROOM. THERE ARE NO TENANTS.

Please contact :
JAYANTA GUHA

NABC 2016 – JULY 1,2 & 3 NEW YORK CITY

WALK – IN REGISTRATION DURING NABC ON JULY 1, 2 & 3
PAYMENT METHOD – ONLY CASH . *NO CREDIT CARD . NO CHECK*

Friday (July 1)		Saturday (July 2)		Sunday (July 3)
		LUNCH		LUNCH
	Vegetarian	Mushrir Daal	Vegetarian	Cholar Daal
		Aloo Bhaja		Bit Cutlet
		Chachori		Phul Kaphir Dalna
		Jeera Rice/ Chapati		Peas Polao/ Chapati
		Chom chom		Gulab Jamun or Kesri Halwa
	Non-vegetarian	Mushrir Daal	Non-vegetarian	Cholar Daal
		Aloo Bhaja		Bit Cutlet
		Chicken Kasa		Kashmiri Chicken
		Jera Rice/ Chapati		Peas Polao/ Chapati
		Chom chom		Gulab Jamun or Kesri Halwa
DINNER		DINNER		DINNER
Cholar Daal	Vegetarian	Muger Daal	Vegetarian	Mushrir Daal
Palong Saag		Bandha Kophir Dalna		Mixed Vegetable
Aloo Posto		Palak Panir		Dum Aloo
White Rice/ Luchi		White Rice/ Luchi		Peas Polao
Rasogolla		Gulab Jamun		Misti Doi
Cholar Daal	Non-vegetarian	Muger Daal	Non-vegetarian	Mushrir Daal
Palong Saag		Bandha Kophir Dalna		Mixed Vegetable
Doi Chicken		Doi Maach		Goat Kasa
White Rice/ Luchi		White Rice/ Luchi		Peas Polao
Rasogolla		Gulab Jamun		Misti Doi

Snacks:
Jhal muri - $2.00
Samosa - $2.00 (2 pieces)
Veg cutlet/ chop - $2.00 (2 pieces)
Pakoda - $2.00
Jalebi - $3.00 per plate

PRICE:
LUNCH– RANGING FROM $7 - $12 DEPENDING ON ITEM, YOU CHOOSE.
DINNER – RANGING FROM $9 - $15 DEPENDING ON ITEMS, YOU CHOOSE.
SPECIAL COMBOS (SUGGESTED ITEMS THAT MAY CHANGE DUE TO AVAILABILITY)

Locations for Lunch & Dinner:
Food may be purchased from food trucks. Food trucks will be located near the intersection of 31st street and 7th avenue; 33rd street and 8th avenue. Please note that the locations may change as per demand and availability of a point of interest. Basement of Hammerstein will also be a distribution center for food boxes.

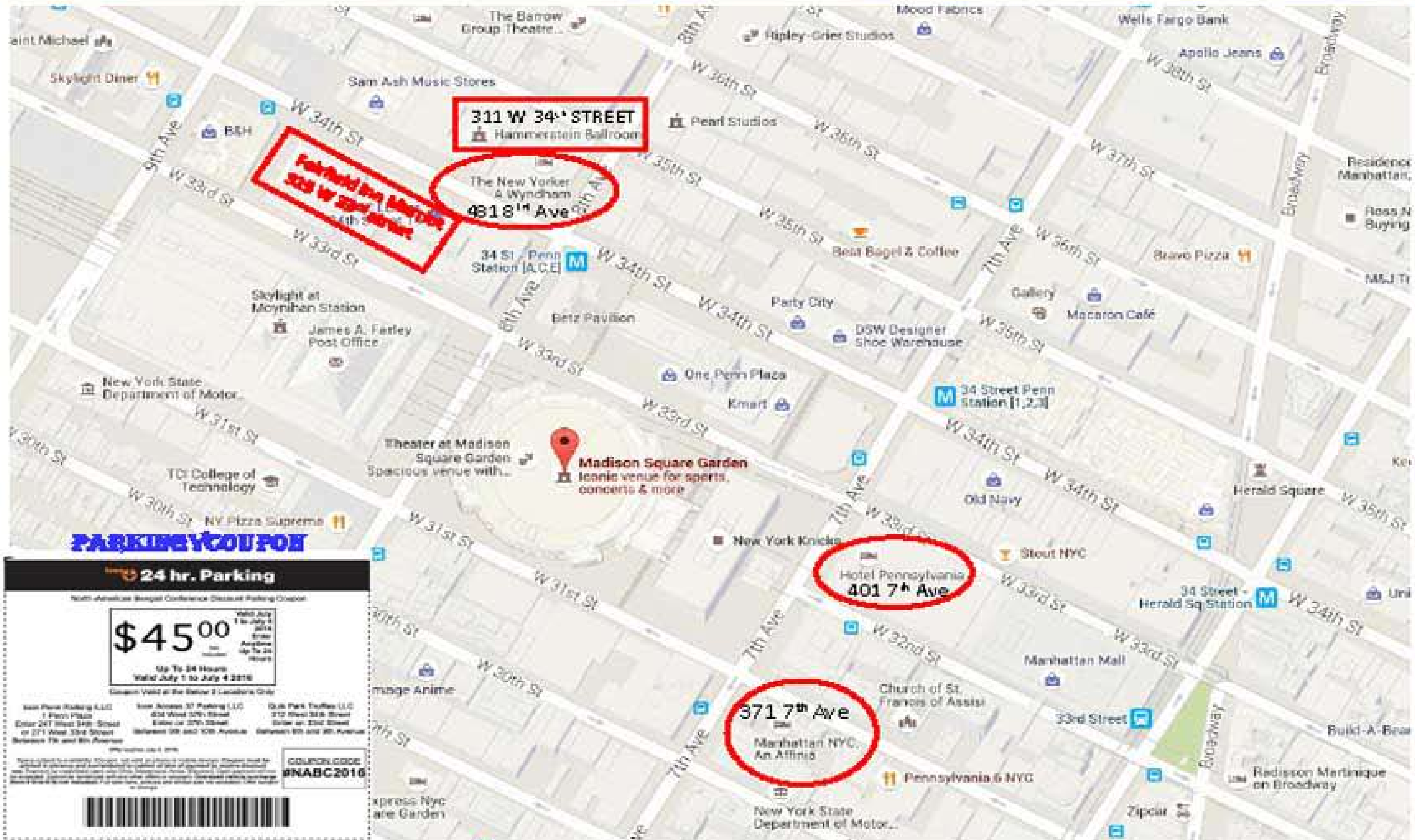

CAR PARKING IN VENUE - PLEASE BRING THE PARKING COUPON

Parking facilities for NABC attendees. The fee is $45 per day including taxes, which is 50% off regular price. There is no in and out during the day.

Icon Parking LLC, Penn Parking LLC **300 cars**
1 Penn Plaza, New York, NY 10119 Enter at:
274 West 34th Street or
271 West 33rd Street
(side of Madison Square Garden)

Icon Parking LLC
Access 37 Parking LLC **100 Cars**
404 West 37th St
New York, NY 10018
Enter between 9th and 10th Aves

Quik Park Truffles LLC
312 West 34th Street **100 Cars**
New York, NY 10001
Enter on West 33rd between 8th & 9th Aves